উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

রংদার

স্মৃতির সরণি বেয়ে এ এক চিরন্তন অভিযাত্রা। নস্টালজিয়া আর আধুনিকতার দ্বন্দ্বে প্রেম আজও এক অমলিন উৎসব, যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে শুধু রূপ পালটায়, প্রাণ নয়।।

প্রেম পর্যায়

১৩ থেকে ১৫-র পাতায়

রাতের মুম্বইয়ে সূর্যের তেজ প্রতিপক্ষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২০

ফেব্রুয়ারিতেই এসএসসি'র কাউন্সেলিং ৩

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৮°	১৩°	২৮°	১১°	২৮°	১১°	২৪°	১৩°

ভারতের পণ্যে শুল্ক কমে ১৮ শতাংশ ১৭

শিলিগুড়ি ২৫ মাঘ ১৪৩২ রবিবার ৭.০০ টাকা 8 February 2026 Sunday 20 Pages Rs. 7.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 260

টি২০ বিশ্বকাপের উদ্বোধনী মঞ্চ মাতালেন বলি অভিনেত্রী নোরা ফতেহি। মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে। শনিবার।

রাতের শহরে ৬ মাসে আক্রান্ত ৪ বার

পুলিশের ওপর চড়াও, ধৃত ২

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৭ ফেব্রুয়ারি : দু'পক্ষের ঝামেলা মেটাতে গিয়ে বিপত্তি। পুলিশের ওপরই চড়াও হওয়ার অভিযোগ উঠল একপক্ষের বিরুদ্ধে। ঘটনায় দুই পুলিশকর্মী আহত হয়েছেন। পরে ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশবাহিনী গিয়ে হামলাকারীদের মধ্যে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতরা হলেন তপন রায় ও অমিত রায়। তাঁরা দুজনই সেবক রোড সংলগ্ন বিকাশনগর এলাকার বাসিন্দা। ধৃতদের বিরুদ্ধে এর আগেও এলাকায় একাধিকবার হুজ্জতি করার অভিযোগ রয়েছে। ধৃতদের শনিবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

শুক্রবার রাতে সেবক রোডের চেকপোস্ট সংলগ্ন এলাকায় একদল তরুণ শালুগাড়ার দিক থেকে বাইকে করে আসছিলেন। ওই সময় নির্মীয়মাণ উড়ালপুলের তলা থেকে নির্মাণ সংস্থার একটি গাড়ি বের হয়। অভিযোগ, ওই গাড়িচালককে উদ্দেশ্য করে তরুণদের কয়েকজন গালিগালাজ দেন। এরপরই উড়ালপুলের কর্মীদের সঙ্গে তাঁরা বচসায় জড়িয়ে পড়েন। ওই কর্মীদের অভিযোগ, 'ওই তরুণরা এসে আমাদের গালিগালাজ করতে থাকে।' ওই কর্মীরা প্রতিবাদ করতেই পরিস্থিতি অন্যদিকে মোড় নেয়। স্থানীয় বাসিন্দা অরুণ দাস বলেন, 'ওই তরুণরা কর্মীদের সঙ্গে হাতাহাতি শুরু করে।'

ঝামেলা বাড়তে থাকায় ১০০ ডায়ালের মাধ্যমে ফোন যায় ওই পুলিশের কাছে। এরপর ভক্তিনগর থানার পুলিশের একটি টহলদারি ভ্যান গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। হাতাহাতির ঘটনায় অভিযুক্তদের সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন ওই পুলিশকর্মীরা। অভিযোগ, হঠাৎই ওই তরুণদের কয়েকজন পুলিশের ওপর চড়াও হন।

ঘটনায় দুই পুলিশকর্মী আহত হন। এদিকে, পুলিশের ওপর আক্রমণের ঘটনার খবর ভক্তিনগর থানায় যেতেই আরও একটি টিম পাঠানো হয়। সেই সময় হামলাকারীরা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে তাঁদের মধ্যে থেকে অমিত ও তপনকে পাকড়াও করা হয়। আক্রান্ত দুই পুলিশকর্মীকে জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাথমিক শুশ্রূষার পর তাঁদের ছাড়া হয়।

রাতের শহরে হুজ্জতি, হাতাহাতি থামাতে গিয়ে খোদ পুলিশকর্মীদের ওপর চড়াওয়ের একাধিক ঘটনা ঘটেছে। গত ছয় মাসের হিসেব ধরলে, রাতের শহরে এভাবে চারবার ঝামেলা মেটাতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছেন পুলিশকর্মীরা। গত মাসেই সেবক রোডে দু'পক্ষের মারপিট রাস্তার ওপর উঠে এসেছিল। সেই ঝামেলা মেটাতে গিয়ে পালটা কয়েকজনের হামলার মুখে পড়তে হয়েছিল পুলিশকর্মীদের। ঘটনায় তিনজন গ্রেপ্তারও হয়। শুধু রাস্তাতেই নয়, মাস তিনেক আগে পাবের মধ্যে চলা ঝামেলা মেটাতে গিয়েও পুলিশকর্মীদের গায়ে হাত তোলার ঘটনা ঘটেছিল।

পুলিশকর্মীদের একাংশের কথায়, রাতে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়া অধিকাংশই নেশাগ্রস্ত হয়ে থাকে। এই অবস্থায় তাদের সামলাতে গিয়ে বেগ পেতে হয় পুলিশকর্মীদের। পুলিশকর্মীদের ওপর হামলার ঘটনাও ঘটে থাকে। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিংয়ের বক্তব্য, 'এধরনের ঘটনা ঘটলে প্রতিটি ক্ষেত্রেই আইনমাফিক কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।'

তিনি বলেন, 'শুক্রবার রাতে অভিযুক্তরা শালুগাড়ার দিক দিয়ে সেবক রোড ধরে বাইকে আসছিল। এইদিক থেকে একটি গাড়ি বের হচ্ছিল। তা থেকেই ঝামেলার সূত্রপাত হয়।'

- শুক্রবার রাতে সেবক রোডের চেকপোস্ট সংলগ্ন এলাকায় দু'পক্ষের মধ্যে বচসা হয়
- ভক্তিনগর থানার পুলিশের টহলদারি ভ্যান গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে
- অভিযোগ, হঠাৎই ওই তরুণদের কয়েকজন পুলিশের ওপর চড়াও হন

অপেক্ষা, অপেক্ষা আর অপেক্ষা। এসআইআর শুনানির লাইনে। মালদায় শনিবার। ছবি : অরিন্দম বাগ

উত্তরের খোঁজে

সাম্প্রদায়িক হিমন্ত-অঙ্কেই এসআইআর নয় অসমে

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

সুপ্রিম কোর্ট চত্বরে আইনজীবীদের ভিড় থিকথিক করছিল শুধু তাঁকে দেখতে। সুপ্রিম কোর্টে তাঁর সওয়ালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে প্রশ্নগুলো তুলেছেন তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোনটা? কোনটা ছেড়ে কোনটা বলবেন, তা নিয়ে তর্ক হতে পারে।

বারবার পথে নেমে আন্দোলন করাই যে কোনও রাজনৈতিক পার্টির সেরা অস্ত্র, তা আর একবার প্রমাণ করে দিলেন মমতা। বাংলার মানুষের পাশে আছি, এই ভাবনাটা মানুষের মনে গেঁথে দিতে পারলেন আবার। তাঁর আমলের দুর্নীতি, দাদাগিরি একটা সিদ্ধান্তের জোরে পিছনে চলে গেল অনেকটা।

তবে মমতার নানা সওয়ালের মধ্যে একটি সওয়াল গোটা দেশের মানুষের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সবারই মনে মনে এই প্রশ্ন জাগে বহুদিন ধরে। স্পষ্ট কোনও উত্তর মেলে না।

এসআইআর নিয়ে সব জায়গায় এত নাটক হলেও বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া অসমে এই জিনিসটা হল না কেন? মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা বিজেপির চকোলেট বয় বলে!

বিজেপি মাঝে মাঝেই ডাবল ইঞ্জিন সরকারের কথা বলে, শোনায় ডাবল ইঞ্জিনে কত লাভ। এখানেই কিন্তু ভয়ংকর সর্বনেশে কথা তারা বলে দিচ্ছে সরাসরি, লজ্জাহীন। যে রাজ্যে বিরোধী দল থাকবে, সেখানে আমরা ঢেলে উন্নয়ন করব না! চেপে দেব! এটা কী ধরনের ভদ্রতাবোধ! এ তো স্পষ্ট হুমকি! ব্ল্যাকমেল। কেন্দ্রের পক্ষে এটা কি মানায়?

কে একজন বলেছিলেন, অসমের রাজনীতিতে 'বিদেশি খেদাও' সমস্যা হল বিরিয়ানিতে জাফরানের মতো। বিজেপি সরকারের কাছে সুগন্ধী। ভোট এলেই সেই সুগন্ধী সব জায়গায় ছড়ানো হতে থাকে। বিদেশি খেদাও, বিদেশি খেদাও- এমনভাবে বলা হয় তখন, এটা যেন হাতের মোয়া। মারব এখানে, শরীর পড়বে বাংলাদেশে।

অথচ সেই রাজ্যেই ভোটার তালিকা ঝাড়াইবাছাইয়ের সময় যখন এসআইআর প্রয়োগের কথা হল, তখন কেন্দ্র-রাজ্যকে গলাগলি করে বলতে শোনা গেল- এখন এসব নয় বাবা, ভোটের পর দেখা যাবে।

এরপর দশের পাতায়

নেশাগ্রস্তদের চোখরাঙানি, সন্ধ্যা গড়ালে দ্বারে খিল

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ৭ ফেব্রুয়ারি : ইসলামপুরে রোজই সন্ধ্যা নামে। আর সেই সময়ই নাগরিক নিরাপত্তার চেনা ছবিটা ক্রমশ ধূসর হয়ে উঠতে শুরু করে। ক্লাস এইটের পড়ুয়া মেয়েকে নিয়ে মৌমিতা দাস যখন মিলনপল্লি থেকে কিষান মান্ডির স্বল্পালোকিত রাস্তাটি দিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন তখন সেই ছবিটাই আবার ফুটে হল। ঘড়িতে সময় তখন রাত ৮টা। এ পথে বাড়ি ফিরতে যতটা সময় লাগে ঘুরপথে ঠিক তার দ্বিগুণ। তাই মৌমিতা শর্টকাটই বেছে নিয়েছিলেন। কিন্তু শেষমেশ সিদ্ধান্ত বদলে তাঁকে দীর্ঘ ঘুরপথটি বেছে নিতে হল। কেন? কোনওমতে মৌমিতা জানালেন, সন্ধ্যা নামলেই এই অঞ্চলে মাদকাসক্তদের দৌরাত্ম্য বাড়ে, তাই ঝুঁকি না নিয়ে তিনি শিবডাঙ্গিপাড়া মোড় হয়ে বাড়ি ফিরছেন।

শহরের এই অসুরক্ষিত রূপটি কেবল একটি পাড়ায় সীমাবদ্ধ নেই। নিউটাউন থেকে ক্ষুদিরামপল্লি, কিংবা শান্তিনগর থেকে মিশন রোড, সর্বত্রই উদ্বেগের ছায়াটা স্পষ্ট। নিউটাউনের পরিত্যক্ত সরকারি আবাসনগুলি এখন রীতিমতো সমাজবিরোধীদের চারণভূমি। মহিলারাই সবচেয়ে বেশি আতঙ্কিত। তাঁদের কথায়,

এরপর দশের পাতায়

কোন্দল রুখতেই নির্বাচনি কমিটি

অঞ্চল ও ওয়ার্ড নিয়ে বিতর্ক তৃণমূলে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৭ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়িতে কমিটি গঠন নিয়ে দলের অন্দরে ক্ষোভ ক্রমশ তীব্র হচ্ছে। শহরের ওয়ার্ড থেকে শুরু করে গ্রামের অঞ্চল সর্বত্রই নতুন কমিটি নিয়ে ক্ষোভ-বিক্ষোভ এতটাই বেড়েছে যে ভোটের মুখে রীতিমতো চিন্তায় তৃণমূল রাজ্য নেতৃত্ব। অভিযোগ, রাজ্য নেতৃত্বের অনুমোদন না নিয়ে পছন্দমতো কমিটি গঠনের জেরেই ক্ষোভ-বিক্ষোভ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। পরিস্থিতি বুঝে এবার শিলিগুড়িতে ওয়ার্ড এবং অঞ্চলে প্রাক্তন এবং বর্তমান সভাপতিকে রেখে নির্বাচন কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছে দলের রাজ্য নেতৃত্ব। দু'দিন আগেই শিলিগুড়ির তৃণমূল নেতৃত্বের কাছে এই নির্দেশ পৌঁছেছে। তবে, বিষয়টিকে গোপনে রাখতে চাইছে নেতৃত্ব। দলের দার্জিলিং জেলা চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়াল বলেছেন, 'এটা দলের অভ্যন্তরীণ বিষয়। নির্বাচন কমিটি তৈরি হতেই পারে। জেলা থেকে অঞ্চল সব কমিটিই সবার মতামতের ভিত্তিতে তৈরি হয়েছে। এতে রাজ্যেরও অনুমতি রয়েছে।'

কিছুদিন আগে তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা পূর্ণাঙ্গ কমিটির পাশাপাশি ব্লক, অঞ্চল এবং শিলিগুড়ি শহরের ৪৭টি ওয়ার্ডে কমিটির সভাপতির নাম ঘোষণা করা হয়েছে। অঞ্চল এবং ওয়ার্ডের পুরোনো কমিটির সভাপতি পদে থাকা বহু নামই নতুন তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে। তালিকা প্রকাশ হওয়ার পর থেকেই শহর থেকে গ্রাম সর্বত্রই ক্ষোভ-বিক্ষোভের পালা চলছে। কমিটি থেকে বাদ পড়া নেতা-নেত্রীরা তো বটেই, ক্ষোভ-বিক্ষোভের জেরে নতুন দায়িত্ব পাওয়া সভাপতিদেরও ময়দানে দেখা যাচ্ছে না। অভিযোগ, অঞ্চল এবং ওয়ার্ডে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নিষ্ক্রিয়দের দায়িত্বে নিয়ে আসা হয়েছে।

খড়িবাড়ি ব্লকের পাঁচটি অঞ্চলেই সভাপতি বদল হয়েছে। তার মধ্যে রানিগঞ্জ পানিশালি অঞ্চলে সভাপতি নিয়েই বিতর্ক বেশি। সেখানে মৃত্যুঞ্জয় রায় নামে যাঁকে সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তিনি গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের (জিসিপিএ) দার্জিলিং জেলা সম্পাদকের দায়িত্বে রয়েছেন। তাঁকে তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি করায় দলের অন্দরে তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। শুধু খড়িবাড়ি নয়, মাটিগাড়াতেও বিক্ষোভের আঁচ বাড়ছে। এখানকার আঠারোখাই অঞ্চলে সুজিত দাসকে সরিয়ে গোপাল ঘোষকে সভাপতি করা হয়েছে। গোপালকে নিয়ে দলের অন্দরে ক্ষোভ রয়েছে। তিনি দলের সক্রিয় সদস্য নন বলেই স্থানীয়দের অভিযোগ। যার জেরে সভাপতি বদলের পর থেকে এলাকায় তৃণমূলের নেতা-নেত্রীরা ঘরে বসে গিয়েছেন।

এরপর দশের পাতায়

> **এটা দলের অভ্যন্তরীণ বিষয়। নির্বাচন কমিটি তৈরি হতেই পারে। সব কমিটি সবার মতামতের ভিত্তিতে তৈরি হয়েছে।**
>
> **-সঞ্জয় টিব্রুয়াল,** *জেলা চেয়ারম্যান, তৃণমূল*

মাল-এ তৃণমূলের আত্মঘাতী রাজনীতি

প্রতিটি বিধানসভা এলাকা একেকটি জীবন্ত জনপদ। তার নিজস্ব রসায়ন আছে। একেক বিধানসভায় রাজনীতির বোঝাপড়া একেকরকম।

আজ নজরে মালবাজার

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

মালবাজার, ৭ ফেব্রুয়ারি : 'ঘাট থেকে লোকজন নিয়ে তাড়াতাড়ি মোড়ে আয়, ওদের ডাম্পার যাবে আর আমাদের যাবে না তা হবে না। আমরাও তো প্যাকেট দিই তাহলে দু'দিন পর পর...' মোবাইল কানে উত্তেজিত তরুণের চিৎকারে তখন আশপাশের দোকান থেকে চায়ের কাপ হাতে কয়েকজন রাস্তায় বেরিয়ে এসেছেন। বাগ্রাকোট মোড়ের ছোট জটলা ধীরে ধীরে বড় হচ্ছিল। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই রাস্তার উলটো দিকে দুটো ডাম্পার এসে দাঁড়াল। হাফ প্যান্ট আর জ্যাকেট পরা রোগা মতো একটি ছেলে দৌড়ে রাস্তা পেরিয়ে এসে উত্তেজিত তরুণের কানে কিছু একটা বলে সেবকের দিকে রওনা হল। তরুণটি খানিক শান্ত হলেন। কিছুক্ষণ পরে লুপ পুলের রাস্তা ধরে বাগ্রাকোট মোড়ে এসে দাঁড়াল কালো রংয়ের নামী কোম্পানির একটি জিপ গাড়ি। কানে হেডফোন লাগিয়ে স্টিয়ারিংয়ে বসে ছিলেন হোমরাচোমরা এক ব্যক্তি। উত্তেজিত তরুণ গাড়িতে উঠতে উঠতে জটলার দিকে ইশারা করে বললেন, 'সবাই গাড়ি নিয়ে আয়। ওর নেতাগিরি আজকে ছোটাব।'

ডুয়ার্সে ঘুরতে আসা পর্যটকদের কাছে বাগ্রাকোট মোড় চা বিরতির পছন্দের জায়গা। সকালবেলা এসব দেখে কয়েকজন হকচকিয়ে গেলেও কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই মাঝবয়সি মহিলা দোকানির। সুপি নুডলস পরিবেশন করতে করতে তিনি বলে ওঠেন, 'ইয়তো সদইকো কুড়া হো' (এসব প্রতিদিনের ঘটনা)। দোকানির কথা যে মিথ্যা নয়, এলাকায় ঘুরলেই তার ভূরিভূরি প্রমাণ মিলবে। আসলে মাল বিধানসভার রাজনৈতিক ক্যানভাসে বালি খাদানের ছবি এখন বিশেষ রংয়ে আঁকা হচ্ছে।

সবুজ চা বাগান আর স্নিগ্ধ অরণ্যের আড়ালে মালে চোরাবালির মতো লুকিয়ে আছে ক্ষোভের দীর্ঘশ্বাস।

এরপর দশের পাতায়

লিসের বুকে বালির সাম্রাজ্য। এখানেই ধুলোর সঙ্গে ওড়ে টাকা।

পরজনমে হইও রাধা...

শুরু হয়ে গিয়েছে ভালোবাসার সপ্তাহ। এই সময়জুড়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদের পাতায় থাকছে ভালোবাসা নিয়ে নানা অভিনব কাহিনী। আজ কুশমণ্ডির সেরকমই এক গল্প।

ভালোবাসার গল্প

সৌরভ রায়

কুশমণ্ডি, ৭ ফেব্রুয়ারি : গরিব ঘরের মেয়ে মিনতি। আর বড়লোক ঘরের ছেলে অমর বাউদিয়া। পরিবার মানেনি তাঁদের সম্পর্ক। বাড়ির অমতে বিয়ে করেছিলেন তাঁরা লুকিয়ে। কিন্তু মিনতি তো খালি মিনতি নয়। মিনতি সরি। খনপালার অভিধানে 'সরি' মানে যে মহিলা সংসার করতে চায়, কিন্তু শেষপর্যন্ত হার মানে পরিস্থিতির কাছে। মিনতি-অমরের পরিণতিও তাই বিয়োগান্তক।

বারুলিয়া মোড়ের ছোট্ট একটা চায়ের দোকানে খদ্দেরের গ্লাসে চিনি গুলতে গুলতে সুরেশের ঘাড়ে মিনতি এসে ভর করে। চোখের পাতা ঘনঘন পড়তে থাকে। হাত দুটো ঈষৎ এলানো। যেন তাতে গলানো রয়েছে অদৃশ্য শাঁখা-পলা। চায়ের কেটলি, দোকানের চালা, ফুটতে থাকা জল- আস্তে আস্তে মুছে যায়। পালার কথা উঠলেই তাঁর চোখের সামনে যেন দেখতে না পাওয়া দর্শকদের ভিড়।

কম দিন তো হল না। ক্লাস ফোর পাশ করে বাবা উৎসাহ দিয়েছিলেন পালাগানের জগতে যাওয়ার জন্য। সেই শুরু। বাড়িতে তখন অর্থাভাব। প্রথমদিকে ছোকরা হিসেবে নৃত্য দলের সঙ্গে মঞ্চে নামা। আসর করে সুরেশচন্দ্র দেবশর্মা তখন পেতেন ১ টাকা। এরপর পেরিয়ে গিয়েছে ৫৫ বছর। ছোকরা থেকে 'মিনতি সরি অমর বাউদিয়া' পালায় মূল নারীচরিত্রে অভিনয়। দর্শকের মনে ধরে যাওয়ায় আর ফিরে তাকাতে হয়নি। কুমারী মেয়ে থেকে মহিলার চরিত্রে অভিনয় করতে করতে জীবন থেকে হারিয়ে গিয়েছে তার সুরেশ দেবশর্মার বাস্তব চরিত্রটাই। মন-মানসিকতা, শারীরিক ভাষা, কথা বলার ভাবভঙ্গি- সবেতেই অঙ্গাঙ্গীকভাবে জড়িয়ে গিয়েছে নারীভাব। একসময় সুরেশের ওপর চেপে বসেছে মিনতি।

চায়ের দোকানে সুরেশ দেবশর্মা। অভিনেত্রী বেশে মঞ্চে।

এরপর দশের পাতায়

Krishna's HERBAL & AYURVEDA
সুগার কমাতে প্রাকৃতিক উপায় দিনে মাত্র 2 বার
১১টি প্রাকৃতিক আয়ুর্বেদিক গুণে সমৃদ্ধ
CLINICALLY PROVEN
ক্লিনিকলী প্রমাণিত
জামুন বীজ
মেথি
তুলসি
নিম
আমলা
করলা
DIABIC CARE
डायबिक केयर
GOODNESS OF FRESH KARELA & METHI SEEDS
POWERFULL COMBINATION OF 11 HERBS
Juice
No Artificial Flavours
No Extracts Used
GMP Certified
No Added Sugar
Natural Herbs
CHOLESTEROL CARE
কোলেস্টেরল ভারসাম্যের জন্য আয়ুর্বেদিক প্রতিকার
SHE CARE
মহিলাদের সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য ও শক্তির টনিক
SHAPEFIX
ওজনের ভারসাম্যের জন্য আয়ুর্বেদিক উপায়
In Compliance with ICH GCP , ICMR , GCLP International & Research Guideline, a Clinical Study Protocol No (ARL/CT/011/24) Was conducted (Single arm ,multicentre study)In management of Type – II Diabetes Mellitus (Madhumeha) Who consumed Diabic Care Juice to assess the efficacy,safety, and tolerability for 12 Weeks ,the effectiveness observed in reduction with FPG Level upto 23.67 % , PPG level fell by 41.80 % also a significant reduction in HbA1c levels upto 15.88 %
হোম ডেলিভারি পেতে QR কোড স্ক্যান করুন
সমস্ত আয়ুর্বেদিক ও মেডিকেল স্টোরে উপলব্ধ
গ্রাহক সেবা: care@krishnaayurved.com
www.krishnaayurved.com
WhatsApp যোগাযোগ করার জন্য QR কোড স্ক্যান করুন
9929561904
ব্যবসায়িক জিজ্ঞাসার জন্য যোগাযোগ করুন: SUMAN CHAUDHARY- 8918003567, ABHIJIT SAHA - 8972386022

ফেব্রুয়ারিতে এসএসসি'র কাউন্সেলিং

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি : সব জটিলতা কাটিয়ে একাদশ-দ্বাদশ স্তরের শিক্ষক নিয়োগের কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে চলতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহেই। অবশেষে মধ্যশিক্ষা পর্ষদকে জাতিভিত্তিক ও বিষয়ভিত্তিক 'ম্যাচিং ভ্যাকেন্সি' পাঠাল শিক্ষা দপ্তর। এই তালিকা শীঘ্রই পৌঁছে যাবে স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) হাতে।

শিক্ষা দপ্তর যে তালিকা পাঠিয়েছে, সেখানে কিছু অসংগতি রয়েছে বলেই জানাচ্ছেন পর্ষদের আধিকারিকরা। এই বিষয়ে স্কুলশিক্ষা দপ্তরের কমিশনারের ব্যাখ্যা তলব করা হয়েছে। সেই উত্তর এলেই সোমবার বা মঙ্গলবারের মধ্যে তালিকা সংশোধন করে তা এসএসসির কাছে পৌঁছে দিতে চাইছে পর্ষদ।

যদিও এসএসসির কর্তারা বলছেন, সোম অথবা মঙ্গলবারের মধ্যে বিস্তারিত শূন্যপদের তালিকা হাতে পেলেও তা খতিয়ে দেখতে আরও ৩-৪ দিন সময় লাগবে। অর্থাৎ ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহের আগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা কোনওমতেই সম্ভব নয়।

সব ঠিক থাকলে তৃতীয় সপ্তাহ থেকেই শুরু হতে পারে একাদশ-দ্বাদশ স্তরের শিক্ষক নিয়োগের কাউন্সেলিং। প্রাথমিকভাবে সুপ্রিম কোর্টে দেওয়া হলফনামা অনুযায়ী, একাদশ-দ্বাদশ স্তরে নিযুক্ত শিক্ষকদের হাতে সুপারিশপত্র দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করার কথা ছিল ১৫ জানুয়ারি। নবম-দশমের নথি যাচাই শুরুর কথা ছিল গত বছরের ২৬ ডিসেম্বর থেকে।

কিন্তু প্রায় দু-মাস পেরিয়ে গেলেও কথা রাখতে পারেনি এসএসসি। চাকরিপ্রার্থীদের আশঙ্কা, বিধানসভা নির্বাচনের জেরে বিলম্বিত হতে পারে নিয়োগ প্রক্রিয়া। সেক্ষেত্রে সবথেকে বেশি সমস্যায় পড়বেন শিক্ষাকর্মীরা। কারণ, শিক্ষকদের চাকরির মেয়াদ অগাস্ট পর্যন্ত থাকলেও গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি কর্মীদের ভবিষ্যৎ এখনও অনিশ্চয়তায়। তাঁদের দুশ্চিন্তা, সময়ে নিয়োগ সম্পূর্ণ না হলে বেকার অবস্থাতেই তাঁদের প্রায় এক বছর কাটাতে হবে।

- মধ্যশিক্ষা পর্ষদকে ম্যাচিং ভ্যাকেন্সি পাঠাল শিক্ষা দপ্তর
- অসংগতি শুধরে এসএসসিকে সোম বা মঙ্গলবারের মধ্যে তালিকা পাঠানো হবে
- ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হতে পারে বিজ্ঞপ্তি, তৃতীয় সপ্তাহ থেকে কাউন্সেলিং শুরুর সম্ভাবনা

তবে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিকের চাপ মিটিয়ে যদি ২৭ ফেব্রুয়ারির পরপরই এসএসসি নিয়োগ প্রক্রিয়া না শুরু করতে পারে, তাহলে মার্চ মাসের শুরুতে থাকা শিক্ষাকর্মী নিয়োগের পরীক্ষা বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে। ফলে ৩১ অগাস্টের মধ্যে কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া শেষ করে নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশের নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে এগোচ্ছে এসএসসি। তারা সুপারিশপত্র দিলে তবেই চাকরিপ্রার্থীদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দিতে পারবে পর্ষদ।

গোলাপকে যে নামেই ডাক সে সুন্দর... শনিবার রোজ ডে'তে কলকাতায়। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়।

শেষপর্যন্ত আত্মসমর্পণ করা হল না

হাসপাতাল থেকে আদালতে আখতার

রিমি শীল

কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি : জামিন অযোগ্য ধারায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির পরের দিনই আদালতে হাজির হলেন আরজি করের প্রাক্তন ডেপুটি সুপার আখতার আলি। হাওড়ার হাসপাতাল থেকে শনিবার ছাড়া পেয়েছেন তিনি। তারপরই আলিপুরের সিবিআই বিশেষ আদালতে যান আখতার। কিন্তু তাঁর আত্মসমর্পণ করা হয়নি। সোমবার তিনি আত্মসমর্পণ করবেন বলে জানিয়েছেন। তবে এদিনই আরজি করের আর্থিক দুর্নীতি নিয়ে বিবৃতি দিয়েছে ইডি। আরজি কর হাসপাতালে ৬ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকার দুর্নীতির হদিস পেয়েছে তারা।

আরজি করের আর্থিক দুর্নীতিতে আখতারের মামলাতেই সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তদন্ত করতে গিয়ে আখতারের বিরুদ্ধেই দুর্নীতির সূত্র খুঁজে পান তদন্তকারীরা। শুক্রবারই তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। শনিবার সোজা আদালতে এসে তিনি বলেন, 'চক্রান্ত করে ফাঁসানো হচ্ছে। টাকা নেওয়ার যে অভিযোগ করা হচ্ছে তা দাদার চিকিৎসার জন্য ধার নিয়েছিলাম।' এদিন আদালত সাড়ে ১২টার মধ্যে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাঁর আত্মসমর্পণ করা হয়নি। তিনি জানান, তিনি এখনও অসুস্থ। হাসপাতালে ছিলেন। মোবাইল বন্ধ থাকায় আদালত বন্ধ থাকবে কি না তা জানা ছিল না। আদালত থেকে তাঁকে বলা হয়েছে সোমবার আত্মসমর্পণ করতে। আখতার বলেন, 'আমার যদি কপাল খারাপ হয় তাহলে গ্রেপ্তার করবে বলে টেনে নিয়ে আসবে। তাহলে তাই হবে। আমি নির্দোষ। আরজি করে ধর্ষণ ও খুন হয়েছিল ২০২৪ সালে। সন্দীপ ঘোষ অধ্যক্ষ হয়েছিলেন ২০২২ সালে। আমার দাদা অসুস্থ ছিলেন ২০২০ সালে। এখন সেইসব টেনে দুর্নীতিতে অভিযুক্ত বলা হচ্ছে।'

এদিনই বিবৃতি দিয়ে ইডি জানিয়েছে, সন্দীপ ঘোষের ৫২ লক্ষ টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে স্থাবর ও অস্থাবর উভয় ধরনের সম্পত্তি রয়েছে। আরজি কর মেডিকেল কলেজের অ্যাকাউন্ট থেকে ঠিকাদারদের অ্যাকাউন্টে জমা হওয়া বিপুল পরিমাণ টাকা পরিকল্পিতভাবে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। ঠিকাদারদের সঙ্গে আলোচনা করে তাঁদের ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের নামে চেক লেখা হয়েছে। সেইমতো টাকা সরিয়ে পরে নগদে তুলে নেওয়া হয়েছে। ঠিকাদারদের বরাত পাইয়ে দেওয়ার বদলে অবৈধভাবে সুবিধা নিয়েছেন সন্দীপ। তিনি ঠিকাদারদের ৬ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকার বরাত পাইয়ে দিয়েছেন।

ইস্তাহারের জন্য জনমত সংগ্রহ পদ্মের

কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি : ২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে দলের ইস্তাহার তৈরিতে মানুষের মতামত নিতে পথে নামছে বিজেপি। সোমবার থেকেই রাজ্য বিজেপির সব সাংসদ, বিধায়ক এবং জেলা সভাপতিরা নিজ নিজ এলাকায় মানুষের মতামত নিতে 'পরামর্শ সংগ্রহ অভিযান' শুরু করছেন। ১৭ এবং ১৮ ফেব্রুয়ারি এই লক্ষ্যে কলকাতা সহ জেলায় জেলায় বিশেষ অভিযান করবে দল। এই উপলক্ষে একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে তারা।

মমতার অন্তর্বর্তী বাজেট ঘোষণায় নড়েচড়ে বসেছে বিজেপি। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের বরাদ্দ বৃদ্ধি থেকে শুরু করে বেকার ভাতা, আশাকর্মী, আইসিডিএস, অঙ্গনওয়ারি ও চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের জন্যে ভাতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সরকারি কর্মচারীদের জন্যেও ৪ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধি করেছে রাজ্য।

ইতিমধ্যেই ঘোষণার সুফল পেতে শুরু করেছে মানুষ। নগদ টাকা ঢুকতে শুরু করেছে উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে। স্বাভাবিকভাবেই ভোটের আগে মমতার এই ভোটতোফায় বিজেপির কপালে ভাঁজ পড়েছে। পালটা চালে প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি ছোটানো ইস্তাহারকে হাতিয়ার করে চলতি মাসের শেষেই মাঠে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেপি। সেই লক্ষ্যে এদিন ইস্তাহার তৈরিতে আমজনতার মতামত নিতে সংগ্রহ অভিযানের কথা ঘোষণা করেছেন রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। সেই উদ্দেশ্যে সল্টলেকে বিজেপি দপ্তরে বসানো হয়েছে মতামত সংগ্রহের জন্যে প্রতীকী ড্রপবক্স। এছাড়া একটি টোল ফ্রি নম্বর (৯৭২৭২৯৪২৯৪) ও sankalp.wb2026@bjpbengal.org ইমেলের মাধ্যমেও মতামত আহ্বান করা হয়েছে।

শমীকের কথায়, বুদ্ধিজীবী বিশিষ্ট মানুষ থেকে শুরু করে আলুপটল ব্যাপারীর কাছেও আমরা পৌঁছোতে চাই। বিজেপি ক্ষমতায় এলে তৃণমূলের মতো দলের সরকার গড়বে না। তাই দলের বাইরেও সাধারণ মানুষের মতামত নিতে চাই। তার জন্যে ১০ হাজার চিঠি পাঠানোর পরিকল্পনা নিয়েছে বিজেপি।

এদিন সদ্য পদ্মশ্রীপ্রাপক অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। সঙ্গে ছিলেন অভিনেতা ও বিজেপি রাজ্য কালচারাল সেলের আহ্বায়ক রুদ্রনীল ঘোষ। পরে সুকান্ত বলেন, পদ্মশ্রী প্রাপক হিসেবেই প্রসেনজিৎকে শুভেচ্ছা জানাতে এসেছি। আর পাঁচটা বাঙালির মতো আমি একজন সিনেমাপ্রেমী। এর মধ্যে কোনও রাজনীতি নেই।

বিল পাশ

কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি : পঞ্চায়েতে অনাস্থা আনার সময় আড়াই থেকে বাড়িয়ে তিন বছর করতে চলতি পঞ্চায়েত বিলে সংশোধনী এনে বিধানসভায় বিল পাশ করল সরকার। নির্বাচিত পঞ্চায়েতকে স্থায়িত্ব দিতেই এই পদক্ষেপ বলে দাবি করেছে সরকার। যদিও বিরোধীদের অভিযোগ, তৃণমূলের উপদলীয় কোন্দল সামাল দিতে না পেরেই এই সিদ্ধান্ত শাসকের। এছাড়াও এদিন হাওড়া কর্পোরেশন সংক্রান্ত সংশোধনী বিল এনে হাওড়া কর্পোরেশনের ওয়ার্ড সংখ্যা বাড়িয়ে ৫০ থেকে ৬৬ করার প্রস্তাব এনে বিল পাশ করা হয়েছে। বিলের ওপর আলোচনায় ফিরহাদ হাকিম বলেন, হাওড়ার মানুষকে আরও উন্নত পরিষেবা দিতে এই সিদ্ধান্ত। পালটা বিজেপি বিধায়ক বিশ্বনাথ কারক বলেন, হাওড়ার এই পরিস্থিতির জন্য রাজ্য সরকারই দায়ী। ৮ বছর ধরে হাওড়া কর্পোরেশনের নির্বাচন আটকে রেখে প্রশাসক দিয়ে কাজ চালানোর জন্যই এই পরিস্থিতি।

ADVANTEX BATTERY

Advantex Battery LLP is proud to be Eastern India's leading and most trusted Lithium Battery manufacturer for EVs and Energy Storage Systems

We are growing and we are looking for dynamic team members to join the change

WE ARE HIRING

SALESMAN
- Minimum 5 years of experience in sales
- Languages: Fluent in English, Hindi and Regional Language
- Minimum Education: Diploma Holder
- Must have own 2 wheeler for travel

SERVICE TECHNICIAN
- Experience is not compulsory
- Languages: Hindi and Regional Language
- Education: ITI in Electricals
- Must have own 2 wheeler for travel

Interest in Dealership outlets and Distributors are also invited

contact@advantexbattery.com

Visit our website at www.advantexbattery.com for more information about us

পঞ্জিকা বলতে একটাই নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য

©শ্রীমদন গুপ্তের ফুল পঞ্জিকা®

Trade Mark Registered

ভারত সরকার প্রদত্ত R চিহ্ন দেখিয়া পঞ্জিকা কিনুন

© COPYRIGHT REGISTERED

THE BEST PANJIKA

সরকার পক্ষের সঙ্গে মতভেদ অধ্যক্ষের

নেই মুখ্যমন্ত্রী, নেই বিরোধী দলনেতাও

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি : আক্ষরিক অর্থেই শ্রীহীন হয়ে শেষ হল রাজ্য বিধানসভার সপ্তদশ অধিবেশন। শনিবার বিদায়ি সরকারের বিধানসভায় অধিবেশনের শেষ দিনে গরহাজির থাকলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শেষ দিনেও অধিবেশন থেকে ওয়াকআউট করতে হল বিরোধীদের। বিধানসভায় থেকেও অধ্যক্ষকে ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবে এলেন না পরিষদীয়মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। চিরাচরিত রীতি মেনে অধিবেশনের শেষ দিনে সৌজন্যের ফ্রেমে ধরা গেল না শাসক-বিরোধীকে।

সংখ্যালঘু ও মাদ্রাসা ইস্যুতে এদিন বিধানসভার অধিবেশনের শুরুতেই অগ্নিমিত্রা পলের মন্তব্যের নিন্দা করে তাঁর বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের প্রস্তাব আনে তৃণমূল। প্রতিবাদ জানিয়ে অধিবেশন থেকে ওয়াকআউট করে বিজেপি। অধ্যক্ষকে তাঁরা বলেন, কার্যবিবরণী থেকে বাদ দেওয়ার পরও কেন তাঁর বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের প্রস্তাব আনা হবে? এরপরও মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ও মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী অগ্নিমিত্রার বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের প্রস্তাব আনা নিয়ে কার্যত জোরাজুরি করতে থাকেন। এই ঘটনায় রুষ্ট হন অধ্যক্ষ। আবার বিরোধী দলনেতাহীন বিধানসভায় প্রতিবাদ কর্মসূচিতেও বিজেপির দিশাহীনতা স্পষ্ট। ওয়াকআউট করার পরই আবার সিদ্ধান্ত বদলে অর্থ বিলে মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের ভাষণের মধ্যেই বিধানসভায় ঢুকে পড়েন তাঁরা। এদিন বিধানসভায় শুধু বিরোধী দলনেতাই নন, বিজেপির মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষ থেকে শুরু করে অধিকাংশ বর্ষীয়ান বিধায়কই উপস্থিত ছিলেন না। ওয়াকআউটের সময় মেরেকেটে ১২ থেকে ১৫ জন বিধায়ককে দেখা যায়।

অর্থ বিল বিতর্কে দলীয় বিধায়কের অনুপস্থিতিতে আচমকাই বলতে শুরু করেন পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। শোভনদেবের উদ্দেশে অধ্যক্ষ বলেন, 'এটা ঠিক নয়। আপনি পরিষদীয় মন্ত্রী, বিধানসভার রীতিনীতি আপনার জানার কথা। বক্তার তালিকায় আপনার নাম নেই কেন?' আচমকা অধ্যক্ষের দিক থেকে এই আক্রমণে ক্ষুব্ধ হন শোভনদেব। বক্তব্য না রেখেই নিজের আসনে বসে পড়েন। তা দেখে অধ্যক্ষ তাঁকে বলার জন্য অনুরোধ করেন। ফের বলতে ওঠেন শোভনদেব। কিন্তু বক্তব্যের মাঝপথেই আচমকা মাইক বন্ধ করে দেন অধ্যক্ষ। অধ্যক্ষের উদ্দেশে শোভনদেব বলেন, '৪ মিনিট সময় বরাদ্দ। সেটুকু সময় তো দেবেন। আমি পরিষদীয়মন্ত্রী। বিধানসভায় সম্ভবত বর্ষীয়ান বিধায়ক। সেটুকু সম্মান তো আমার প্রাপ্য।' শোভনদেবের সমর্থনে এগিয়ে আসেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যরাও। এরপরই অধিবেশন ছেড়ে নিজের ঘরে চলে আসেন শোভনদেব। গোলমাল আঁচ করে পরিষদীয় মন্ত্রীর ঘরে নিজেই চলে আসেন অধ্যক্ষ। ঘটনার জন্য দুঃখপ্রকাশও করেন তিনি। পরে অধ্যক্ষের ঘরে বিধানসভার কার্যনিবাহী কমিটির বৈঠকে গেলেও চিরাচরিত রীতি মেনে অধ্যক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপক প্রস্তাবে শামিল হননি শোভনদেব। পরে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস সভায় জানান, জরুরি কাজে ব্যস্ত থাকায় আসতে পারেননি তিনি। অধ্যক্ষ বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী নেই, বিরোধী দলনেতা নেই, পরিষদীয় মন্ত্রীও নেই। অধ্যক্ষকে নিজেই নিজেকে ধন্যবাদ জানাতে হচ্ছে!' এধরনের ঘটনা সাম্প্রতিক অতীতে দূরস্থান, কার্যত নজিরবিহীন বলে মনে করছেন প্রাক্তনীরা।

বিধানসভার রীতি মেনে এদিন মুখ্যমন্ত্রী ও বিরোধী দলনেতাকে মধ্যমণি করে শাসক-বিরোধী বিধায়কদের নিয়ে ফোটোসেশন করা হয় বিধানসভায়। কিন্তু এবার তা হল না। ফোটোসেশন প্রসঙ্গে অধ্যক্ষ বলেন, মুখ্যমন্ত্রী, বিরোধী দলনেতা কেউই তো নেই। ফোটোসেশন হবে কীভাবে?

শরিকি কাঁটা সত্ত্বে মিম-এর সঙ্গে কথা সিপিএমের

রিমি শীল

কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি : হুমায়ুন কবীরের সঙ্গে জোটের বিষয়টি এখন বিশবাঁও জলে। আইএসএফের সঙ্গেও কথাবার্তা চলছে। এরই মধ্যে হায়দরাবাদের আসাদউদ্দিন ওয়েইসির দল এআইমিমের দরজার কড়া নাড়ছে সিপিএম। সূত্রের খবর, দলের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের ঘনিষ্ঠ এক ব্যক্তির তরফে যোগাযোগ করা হয়েছে মিমের সঙ্গে। রাজনৈতিক মহলের মতে, শূন্যের গেরো কাটাতে মরিয়া সিপিএম এখন দেউলিয়া রাজনীতির পথে হাঁটছে। কংগ্রেসের সঙ্গে জোট হবে না, তা স্পষ্ট হতেই যাদের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে তারা আদৌ ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি কি না, সেই নিয়ে প্রশ্ন থাকছে। তবে বাধ সাধছে শরিকরা। নিজেদের আসন কোনওভাবেই ছাড়তে রাজি নন তাঁরা। কিন্তু শরিকি কাঁটা জিইয়ে রেখেই জোট করে নির্বাচনের পথে হাঁটতে মরিয়া সিপিএম।

হুমায়ুন কবীর নিয়ে ঘরে-বাইরে সমালোচনার মুখে পড়েছে সিপিএম। পরিস্থিতি সামাল দিতে শরিকদের সঙ্গে পৃথকভাবে বৈঠকে বসতে হচ্ছে বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসুকে।

বেশি আসন দাবি আইএসএফ-এর

প্রয়োজনে বড় শরিক সিপিএম অন্যদের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবে। এরই মধ্যে নৌশাদের সঙ্গেও কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছে তারা। জানা গিয়েছে, নৌশাদের দল যে পরিমাণ আসনসংখ্যা দাবি করেছে, তা নিয়ে এখনও রফায় আসা সম্ভব হয়নি। আইএসএফ বা অন্য কারোর সঙ্গে জোট হলে নিজেদের আসন ছাড়তে নারাজ ফরওয়ার্ড ব্লক সহ বাকি শরিকরা। ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য সম্পাদক নরেন চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা বামফ্রন্টগতভাবেই লড়ব। জোট হলে সিপিএম আসন ছাড়বে আমরা নয়।' এদিকে রবিবারই বৈঠকে বসছে আইএসএফ। সেখানেই হুমায়ুন ও বামেদের সঙ্গে জোট নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে তারা। ১৮, ১৯ ফেব্রুয়ারি সিপিএমের রাজ্য কমিটির বৈঠক রয়েছে। তখনই জোট নিয়ে সমস্ত বিষয়ে চূড়ান্ত করতে চাইছে সিপিএম। এরই মধ্যে মিমের রাজ্য সভাপতি ইমরান সোলাঙ্কি বলেছেন, 'আমরা সিপিএমের সঙ্গে কথা বলব। তিন-চারদিনের মধ্যে সময় ঠিক করতে বলা হয়েছে। জানতে চাইব সিপিএম কী চাইছে।' সব মিলিয়ে জোটের অঙ্ক ক্রমশ কঠিন হচ্ছে।

মাধ্যমিকের ফল সম্ভবত মে মাসে

কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি : পরীক্ষা শেষ হচ্ছে ১২ ফেব্রুয়ারি। সাধারণত পরীক্ষা শেষের ৯০ দিনের মধ্যেই ফলপ্রকাশ হয় মাধ্যমিকের। অভিভাবক ও পড়ুয়াদের আশঙ্কা, ভোটের কাজে ব্যস্ত থাকায় পরীক্ষার ফলপ্রকাশে দেরি হতে পারে। যদিও সব জল্পনা কাটিয়ে শনিবার ভূগোল পরীক্ষার দিন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়ে দিলেন, এবারও ৯০ দিনের মধ্যেই ফলপ্রকাশ করা হবে। পাকাপাকি দিনক্ষণ পরে বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়ে দেওয়া হবে।

ভোটের জেরে যাতে কোনওরকম বাধা না আসে, সেদিকেই নজর রাখছেন পর্ষদ আধিকারিকরা। তবে শিক্ষকমহলের ক্ষোভ, পরীক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে কোনওরকম পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে না। এই অবস্থায় শিক্ষকদের একাংশকে বাধ্য হয়ে অনেক কম সময়ে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও একাদশের দ্বিতীয় সিমেস্টারের উত্তরপত্র মূল্যায়ন করতে হবে। ফলে চাপ বাড়ছে পরীক্ষকদের। অল পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের তরফে চন্দন গড়াইয়ের দাবি, খাতা দেখার দিন-সংখ্যা ২০২৭ সাল থেকে কমপক্ষে ১০ দিন বৃদ্ধি করতে হবে। এদিন পর্যন্ত প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার কোনও খবর মেলেনি। রাজ্যজুড়ে নির্বিঘ্নে পরীক্ষা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন পর্ষদ সভাপতি। পরীক্ষাকেন্দ্রে মোবাইল ফোন নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও কীভাবে এখনও পর্যন্ত মোট ১৯ জন পরীক্ষার্থী তা নিয়ে কেন্দ্রে প্রবেশ করল, সেই নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। এদিন পর্ষদ সভাপতির উত্তর, এই ধরনের পরীক্ষার্থীর সংখ্যা খুবই কম। বারবার সচেতন করার পরও যারা কথা শুনছে না তাদের পরীক্ষা সম্পূর্ণ বাতিল করা হবে। এ বিষয়ে পর্ষদ কোনওরকম আপস করবে না। জামালপুরের আঝাপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে স্কুল পরিদর্শককে মারধরের ঘটনায় প্রধান শিক্ষক সহ ৮ জনকে সাসপেন্ড করার ঘটনার বিষয়টি নিয়েও তদন্ত চলছে।

‘কৃষি অনন্যা’ কোচবিহারের হোসনেয়ারা

বাসে নয় গুটখার বিজ্ঞাপন

কোচবিহার, ৭ ফেব্রুয়ারি : এবার সরকারি বাস থেকে পানমশলা ও গুটখার বিজ্ঞাপন সরিয়ে দিতে উদ্যোগী হল এনবিএসটিসি। সোমবার থেকে এইধরনের সমস্ত বিজ্ঞাপন সরিয়ে ফেলার কাজ শুরু হবে বলে জানান নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়। তিনি বলেন, ‘গুটখার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি রয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও সচেতন নাগরিকদের অনুরোধে সরকারি বাস থেকে পানমশলা ও গুটখার বিজ্ঞাপন সরিয়ে নিতে আমরা উদ্যোগ নিয়েছি। ইতিমধ্যেই এজেন্সিদের সঙ্গে কথাও হয়েছে।’ ইতিমধ্যেই বিজ্ঞাপনী এজেন্সিগুলিকেও বিষয়টি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আলোর সারথি

বয়স মাত্র ৩৪, এরই মধ্যে কৃষিক্ষেত্রে একের পর এক পুরস্কার পেয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন কোচবিহারের হোসনেয়ারা বিবি। তাঁর খ্যাতি আজ রাজ্য তথা দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিদেশেও ছড়িয়েছে। কীভাবে এমন সাফল্য এল? লড়াইটাই বা কেমন ছিল? প্রতিবেদনে তুলে ধরা হল সেকথাই।

তুষার দেব

দেওয়ানহাট, ৭ ফেব্রুয়ারি : ভারতের কৃষি ও কৃষক দীর্ঘদিন থেকেই কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে। কৃষিকাজ ছেড়ে ভিন্ন পেশায় জীবিকা অর্জনের প্রবণতা ক্রমেই বাড়ছে। এরমধ্যেও কোচবিহারের ঘুঘুমারি রায়পাড়া এলাকার হোসনেয়ারা বিবি যেন উলটো পথের যাত্রী। ইচ্ছাশক্তি এবং অত্যানুধিক কৃষি প্রযুক্তিকে সম্বল করে চতুর্থ শ্রেণি পাশ বছর ৩৪-এর হোসনেয়ারা এখন সফল কৃষক হয়ে স্বাবলম্বী। তাঁর হাত ধরে পারিবারের আর্থিক অবস্থার আমূল পরিববর্তন হয়েছে। শুধু কি তাই? হোসনেয়ারার কর্মকাণ্ডে অনুপ্রাণিত হয়ে এলাকার পিছিয়ে পড়া বহু মহিলা কৃষিকাজে যুক্ত হয়ে পেয়েছেন আলোর দিশা। সবমিলিয়ে তিনি যেন নারী প্রগতির রোল মডেল। সেই হোসনেয়ারা শনিবার কলকাতায় ‘কৃষি অনন্যা’ পুরস্কার পেলেন। রাজ্যের পাঁচজন পুরস্কারপ্রাপকের মধ্যে কোচবিহার তথা উত্তরবঙ্গের মধ্যে তিনিই একমাত্র।

রাজ্যের কৃষি আধিকারিকদের সংগঠন স্টেট অ্যাগ্রিকালচারাল টেকনলজিস্টস সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের (সাটসা) ৭৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা শনিবার কলকাতার ধনধান্য অডিটোরিয়ামে হয়। ২০২৬-আন্তর্জাতিক নারী কৃষকবর্ষ উপলক্ষ্যে এবার উক্ত সংগঠনের তরফে রাজ্যের পাঁচ কৃতী মহিলা কৃষককে পুরস্কৃত করা হয়। তারমধ্যে একজন হোসনেয়ারা। আলোকোজ্জ্বল মঞ্চে এদিন তাঁর হাতে মানপত্র, মেমেন্টো ও ২০ হাজার টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়। কোচবিহার জেলা উপ কৃষি অধিকর্তা (প্রশাসন) অসিতবরণ মণ্ডল অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। হোসনেয়ারাকে নিয়ে ফোনে উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করেন তিনি। বলেন, ‘সংরক্ষণ কৃষির ধারাবাহিক অনুশীলনের মাধ্যমে হোসনেয়ারা নিজে এবং পার্শ্ববর্তী কৃষকদের লাভবান হতে উৎসাহিত করেছেন। তাঁর পুরস্কারপ্রাপ্তি আমাদের কাছে ভীষণ গর্বের ও আনন্দের।’ প্রসঙ্গত, এই সংরক্ষণ কৃষি বা শূন্য কর্ষণে চাষ

কলকাতার ধনধান্য অডিটোরিয়ামে পুরস্কৃত হচ্ছেন হোসনেয়ারা বিবি।

বলতে বোঝায়- একটি ফলনের পর বিনা কর্ষণ অর্থাৎ সেই জমি তৈরি না করে ফের ফসলের চাষ।

কৃষি দপ্তরের সহায়তায় তিনি ২০১৪ সালে যন্ত্রের মাধ্যমে শূন্য কর্ষণে গম চাষ শুরু করেন। প্রথমে লিজ ও নিজেদের মিলিয়ে মোট পাঁচ বিঘা জমিতে গম চাষে ৩৪ হাজার টাকা লাভ হয় তাঁর। আর তাঁকে ফিরে তাকাতে হয়নি। শূন্য কর্ষণে চাষ করে ধান, ভুট্টা, পাট, সর্ষে চাষ করে ব্যাপক সাফল্য পেয়েছেন।

সরকারি সহায়তায় এলাকার স্বনির্ভর দলকে সঙ্গে নিয়ে তিনি বাড়িতে অ্যাগ্রি বিজনেস মডেলে ধানের বীজতলা তৈরির কারখানা চালু করেন। এসবের সঙ্গে বাড়িতে জিওল মাছ চাষ, মুরগি ও ছাগল পালন করছেন হোসনেয়ারা। কৃষিক্ষেত্র ও পশুপালন থেকে রোজগারের টাকায় সংসারে অভাব ঘুচে স্বাচ্ছন্দ্য এসেছে।

এই ১২ বছরের মধ্যে তিনি আট লক্ষ টাকায় আট বিঘা জমি বন্ধক নিয়েছেন, লিজে জমি নিয়েছেন, বাড়িঘরের কাজ করিয়েছেন। স্বামী মোফাজ্জল হোসেনকে বাইক কিনে দিয়েছেন। এছাড়াও দু’চোখে স্বপ্ন নিয়ে তিন মেয়েকে পড়াচ্ছেন। দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে হোসনেয়ারার কর্মকাণ্ড আজ বিদেশেও প্রচারিত। রাজ্য কৃষি দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের পাশাপাশি বিদেশের বহু প্রতিনিধি বহুবার তাঁর বাড়িতে এসেছেন। ২০১৮ সালে কোচবিহার-১ ব্লক কৃষি দপ্তরের তরফে ‘কৃষিকর্মন’, ২০১৯ সালে সাতমাইল সতীশ ক্লাবের তরফে ‘বেস্ট ফার্মার্স অ্যাওয়ার্ড’ পেয়েছেন। ২০২০ সালে একটি নামী বেসরকারি সংস্থা তাঁকে জাতীয় স্তরে ২ লক্ষ ১১ হাজার টাকার অর্থমূল্যে পুরস্কৃত করে।

পুরস্কার পেয়ে কেমন লাগছে? হোসনেয়ারা বলেন, ‘কী আর বলব! দু’চোখ দিয়ে জল আসছে। শুধু ভাবি, কোথায় ছিলাম, আর কোথায় এসেছি। কষ্টের দিন পেরিয়ে মাথার ওপর এখন ছাদ আছে, স্বামী-মেয়েদের নিয়ে দু’বেলা খেতে পারছি। ভবিষ্যতের জন্যও সঞ্চয় করছি।’ তাঁর এই সাফল্যে উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সাতমাইল সতীশ ক্লাব ও কোচবিহার-১ ব্লক তথা জেলার প্রাক্তন কৃষি অধিকর্তা (বর্তমানে আলিপুরদুয়ার জেলায় কর্মরত) রজত চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকার কথা কৃতজ্ঞচিত্তে উল্লেখ করেছেন তিনি।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৫১৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৫৯০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৮২০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৫৯৪৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৫৯৫৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

আজ টিভিতে

লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ সন্ধে ৭.০০ সান বাংলা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ অনুসন্ধান, দুপুর ১.০০ অগ্নি, সন্ধে ৬.১৫ আনন্দ আশ্রম, ৭.১৫ সিঁথির সিঁদুর, রাত ১০.৪৫ শাপমোচন
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ বিন্দাস, দুপুর ১.০০ কীর্তনের পর কীর্তন, বিকেল ৪.০০ প্রেম আমার, সন্ধে ৭.০০ সাথী, রাত ১০.০০ দুই পৃথিবী
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ বস-বর্ন টু রুল, দুপুর ১২.০০ আসল নকল, বিকেল ৩.০০ জীবন যুদ্ধ, ৫.০০ অভিমান, রাত ৮.০০ দিওয়ানা, ১১.০০ বচ্চন
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ ভালোবাসার আশ্রয়, সন্ধে ৭.৩০ স্বার্থপর
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ আমার তুমি
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ চোরে চোরে মাসতুতো ভাই
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : সকাল ৯.২০ সালাখেঁ, দুপুর ১২.৫০ আন্টি নাম্বার ওয়ান, বিকেল ৩.৩০ হম আপকে দিল মে রহতে হ্যায়, সন্ধে ৬.৫০ শোলে, রাত ১১.১০ রাম জানে
সোনি ম্যাক্স টু : সকাল ১০.০০ মেরি বিবি কা জবাব নেহি, দুপুর ১২.৫৮ মামন, বিকেল ৩.৩৫ দ্য মমি, সন্ধে ৬.০৫ রাজ, রাত ৮.৪৮ ক্ষত্রিয়
স্টার গোল্ড : সকাল ৯.৩৭ ফির হেরা ফেরি, দুপুর ১২.৫৭ চুপ চুপ কে, বিকেল ৪.১৭ রজনী দ্য জেলার, সন্ধে ৭.৫০ ওয়ার টু, রাত ১১.২৫ লক্ষ্মী
স্টার গোল্ড টু : সকাল ১০.২৩ জব উই মেট, দুপুর ১.১৪ পাওয়ার আনলিমিটেড, বিকেল ৩.৪০ সিংহম রিটার্নস, সন্ধে ৬.৫৫ গডফাদার, রাত ৯.২৮ ক্র্যাক-জিতেগা তো জিয়েগা

কীর্তনের পর কীর্তন দুপুর ১.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

ক্র্যাক-জিতেগা তো জিয়েগা রাত ৯.২৮ স্টার গোল্ড টু

গডজিলা ভার্সেস কং দ্য নিউ এম্পায়ার সন্ধে ৬.২৫ স্টার গোল্ড থ্রিলস

WALK-IN INTERVIEW

মিডিয়া সেলস এগজিকিউটিভ

কাজটা কী
উত্তরবঙ্গ সংবাদ পত্রিকা, ফেসবুক পেজ এবং ওয়েবসাইটের জন্য বিজ্ঞাপন সংগ্রহ
প্রাথমিক যোগ্যতা : চটপটে, নিজেকে গুছিয়ে উপস্থাপিত করতে পারা এবং আত্মবিশ্বাস
শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্নাতক
কর্মক্ষেত্র : বৃহত্তর শিলিগুড়ি। **শূন্য পদের সংখ্যা :** দুই

ঠিকানা: উত্তরবঙ্গ সংবাদ
সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি
বাগরাকোট, শিলিগুড়ি

যোগ্য ও আগ্রহীরা সরাসরি চলে আসুন
মঙ্গলবার, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ সাড়ে বারোটায়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ
uttarbangasambadofficial
www.uttarbangasambad.com

আধার
– আপনার আধার, ডাকঘরের সাথে

India Post

আধার পরিষেবার জন্য কেন আমাদের বেছে নেবেন?
- আধার এনরোলমেন্ট বা নিবন্ধনের জন্য কোনো ফি নেই
- সহজলভ্যতা – বিশাল নেটওয়ার্কের সুবিধা
- IPPB-এর মাধ্যমে দোরগোড়ায় (Doorstep) পরিষেবা
- সুপ্রতিষ্ঠিত সরকারি পরিষেবা

আধার কেন্দ্র থাকা ডাকঘরের সংখ্যা:
- দার্জিলিং – ২৩
- জলপাইগুড়ি – ২৬
- কোচবিহার – ২০
- মালদা – ১৬
- দক্ষিণ দিনাজপুর – ১০
- উত্তর দিনাজপুর – ০৯

আমাদের আধার পরিষেবা এবং চার্জ:
- ০-৫ বছর বয়সীদের আধার তৈরি – বিনামূল্যে
- ৫ বছরের ঊর্ধ্বে আধার তৈরি – বিনামূল্যে
- বাধ্যতামূলক বায়োমেট্রিক আপডেট (৫-৭ বছর এবং ১৫-১৭ বছর) – বিনামূল্যে
- বাধ্যতামূলক বায়োমেট্রিক আপডেট (৭-১৫ বছর এবং ১৭ বছরের ঊর্ধ্বে) – ১২৫ টাকা (৭-১৫ বছর বয়সীদের জন্য ৩০.০৯.২০২৬ পর্যন্ত বিনামূল্যে)
- অন্যান্য বায়োমেট্রিক আপডেট (জনতাত্ত্বিক বা ডেমোগ্রাফিক আপডেটসহ/ব্যতীত) – ১২৫ টাকা
- জনতাত্ত্বিক আপডেট – ৭৫ টাকা
- PoA / PoI নথি আপডেট – ৭৫ টাকা

আরও তথ্যের জন্য, আজই আপনার নিকটস্থ ডাকঘরের সাথে যোগাযোগ করুন এবং অত্যন্ত সাশ্রয়ী মূল্যে আমাদের আধার পরিষেবা গ্রহণ করুন!!

পোস্টমাস্টার জেনারেলের কার্যালয়, উত্তরবঙ্গ অঞ্চল, শিলিগুড়ি – ৭৩৪ ০০১ এর উদ্যোগে প্রসারিত।
ফোন নম্বর: 0353 - 2436 550 / 2436 530, ইমেল আইডি: bdntnb@gmail.com

PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA HASIMARA
WALK-IN INTERVIEW

Walk-in Interview for engagement of contractual Teachers purely on part time basis (Session 2026-27)

Posts : PGT-Chemistry, PGT-Commerce, TGT-Mathematics, PRT, Balvatika Teacher, Games Coach, Computer Instructor, Nurse, Counsellor, Yoga Coach, ATL Instructor and Special Educator.
Date : 19.02.2026 . Reporting Time : 8:00 AM
Venue : PM SHRI KV Hasimara, Dist- Alipurduar (WB)
Eligibility : As per KVS norms.
Bring original certificates, one set of self-attested copies, filled Bio-Data form & passport size photo. For more details, kindly visit https://hasimara.kvs.ac.in/
No TA/DA.

Sd/-
Principal
PM SHRI KV Hasimara

PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA BENGDUBI

PO- Bengdubi, Dist- Darjeeling (W.B.) Pin- 734424
Email - kvbengdubi123@gmail.com
Phone- 0353-2480070

Interview for Contractual Teachers (2026-2027)

A Walk-in-Interview will be conducted at PM Shri Kendriya Vidyalaya Bengdubi, to prepare panel of contractual teachers for the session 2026-27 as per the following schedule :

SN.	Date of interview and Reporting time	Subjects
1.	23/02/2026 Time- 08:30 A.M.	1. PGTs- Physics, Chemistry, Biology, Mathematics, Hindi, English History, Political Science, Economics, Geography, Commerce & Computer science 2. TGTs- Math, Hindi, Sanskrit, Science, Social Science & English. 3. Miscellaneous- NURSE
2.	24/02/2026 Time- 08:30 A.M.	1. Primary Teachers. 2. Miscellaneous- Computer Instructor, Educational Counsellor, Special Educator, Games Coach, Yoga instructor, Dance instructor, Art Education & Balvatika Teachers

For other details related to interview like eligibility etc. visit the school website : **https://bengdubi.kvs.ac.in**

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: কন/২০২৫/ডিসেম্বর/১০, তারিখঃ ২৩-১২-২০২৫ -এর বিপরীতে সংশোধনী নং. ০২

টেন্ডার নং. সিই-কন-এসইউআর-এফএলএস-২০২৫-০২-এর জন্য সংশোধনী-০২ প্রকাশিত করা হয়েছে, বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন।
চিফ ইঞ্জিনিয়ার/কন/সার্ভে, মালিগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়"

e-TENDER NOTICE

Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invited e-tender vide N.I.T No:-
1) WBMAD/JM/CH/eNIT-79/2025-26
Memo No: 5872/JM Date: 05/02/2026
Tender ID:2026_MAD_1000245_1
Tender ID:2026_MAD_1000245_2
Tender ID:2026_MAD_1000245_3
Tender ID:2026_MAD_1000245_4
Tender ID:2026_MAD_1000245_5
Tender ID:2026_MAD_1000245_6
Tender ID:2026_MAD_1000245_7
Tender ID:2026_MAD_1000245_8
Tender ID:2026_MAD_1000245_9
Last date of bidding (On line) dated: 18/02/2026 at 6.55 P.M. Details of which are available in the web portal www.wbtenders.gov.in & www.jalpaigurimunicipality.org & in the office of the undersigned during the office hours.

Sd/- Executive Officer
Jalpaiguri Municipality

CINEMA সিনেমা

Now Showing at BISWADEEP
খাঁচা
Time : 1 P.M.
BORDER-2
Time : 4 P.M. & 7:30 P.M.
*ing : Sunny Deol, Varun Dhawan

NEW CINEMA (A.C) SILIGURI 9832336881

খাঁচা	SHOW TIME 11.00 AM BENGALI (A)
বিজয়নগরের হীরে	SHOW TIME 1.15 PM BENGALI (U)
BORDER2	SHOW TIME 4.00 PM, 7.30 PM HINDI (U/A)

টিউশন

■ Tuition Classes for Nursery to Class V (all subjects). Class VI to Class XII (science, english subjects). For all boards. Siliguri. M : 8670841677. (C/113685)

■ বাড়িতে/কোচিং সেন্টারে CBSE, ICSE WB- (Math/Sci) যত্ন নিয়ে পড়ানো হয়। (M) 82509-47913. (C/120425)

Physics Class

■ For CBSE/ICSE/WB/NEET/JEE (Main & Advance). Foundation Course for IX-X at Ashram Para, Siliguri and Class will conduct by an experience IITian. 8837030364. (C/119791)

স্পোকেন ইংলিশ

■ শুধু নিজমুখে উচ্চারণ চর্চায় স্বচ্ছন্দে ইংরেজি বলতে শিখুন। ডাকযোগে ৩ মাসের কোর্স। ফোন : 97335-65180, শিলিগুড়ি। (C/120426)

ভাড়া

■ শিলিগুড়ি বাঘা যতীন পার্কে গ্যারাজ সহ 2BHK Flat ভাড়া দেব। Family আবশ্যক। M : 7864846001. (C/113688)

■ E.V. Charging Point এর জন্য খোলা জায়গা প্রয়োজন সমগ্র উত্তরবঙ্গব্যাপী, ভাড়াতে। 2 এবং 4 চাকার যানবাহনের জন্য। M : 9002815555 (10 A.M.- 4 P.M). (C/120429)

■ Rent for Godown 4200 sqft $2^1/_2$ Mile Checkpost. Call 9434049894, 9851414992. (C/120501)

ভাড়া

■ Siliguri তরাই-তারাপদ স্কুল মাঠের বিপরীতে। বাড়ির নীচের তলার 2 BHK-এ থাকার জন্য ছোট (২-৩ জন) বিবাহিত চাকরিজীবী Family চাই। ভাড়া ৮৫০০ টাকা। 9002983363. (C/120348)

জ্যোতিষী

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা-501/-। (C/120427)

শোরুমে জ্যোতিষ প্রয়োজন

■ শিলিগুড়ির প্রতিষ্ঠিত গ্রহরত্নের শোরুমে উত্তরবঙ্গ নিবাসী স্বনামধন্য জ্যোতিষীর সত্বর প্রয়োজন। যোগাযোগ - 9564576014. (C/119771)

চিকিৎসা

■ বেঙ্গালুরুতে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবার জন্য বিশ্বস্ত সমাধান। অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দেখানো থেকে শুরু করে সকল ধরনের সার্জারির সম্পূর্ণ ও সঠিক গাইড প্রদান করা হয়। রোগী ও পরিবারের সুবিধার্থে আমাদের গাইড চার্জ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। - 7878341331. (K)

কিডনি চাই

■ কিডনি চাই B+ যদি কোনও সহৃদয় ব্যক্তি কিডনি দিতে ইচ্ছুক। যোগাযোগ করুন Mob No - 8670762982. (C/120233)

লিভার চাই

■34 years patient-এর লিভার প্রতিস্থাপনের জন্য লিভার প্রয়োজন (O+ রক্তের গ্রুপ)। 22 থেকে 45 বছর বয়সের মধ্যে হলে ভালো। সহৃদয় আগ্রহী ব্যক্তি অনুগ্রহ করে 8159072220 নম্বরে যোগাযোগ করুন। (C/120553)

হোম ডেলিভারি

■ বাড়িতে বসে ঘরোয়া খাবার পেতে (হোম ডেলিভারি) এই নাম্বারে যোগাযোগ করুন। শিলিগুড়ির মধ্যে। ফোন : 77192-85110. (C/120426)

ভাগিরথি দুধ

■ ভাগিরথি দুধ এবং পণ্যজাত দ্রব্য বিক্রি করার জন্য এলাকাভিত্তিক ডিস্ট্রিবিউটার প্রয়োজন - জলপাইগুড়ি, চম্পাসারি, শালুগাড়া। আর্থিক সচ্ছলতা সম্পন্ন ব্যক্তি সত্বর যোগাযোগ করুন 79081-80066. (C/120426)

বিক্রয়

■ শিলিগুড়ি কালীবাড়ি রোডে 240 sqft দোকান বিক্রয় হবে। M : 9800266852. (C/120517)

■ শিলিগুড়ি রথখোলা নবীন সংঘ ক্লাবের পাশে $7^1/_2$ কাঠা জমি বিক্রয় হবে, সামনে ১৮' রাস্তা, পিছনে $8^1/_2$' রাস্তা ও ২ কাঠা জমি বিক্রয় হবে। রাস্তা $8^1/_2$'। (M) 9735851677. (C/120419)

■ শিলিগুড়ির বিভিন্ন প্রাইম লোকেশনে আকর্ষণীয় দামে ব্যাংক লোনের সুবিধা সহ, ব্রোকারেজ ছাড়া। নতুন এবং পুরাতন 1,2,3 BHK ফ্ল্যাট বিক্রয়। M : 8101146122. (C/120534)

বিক্রয়

■ Flat for sale, 3 BHK 1350/1250 sq.ft. on 1st floor, 2 BHK 850/875 sqft. on 2nd and 3rd floor available, handover by March/April 2026, G+3 standalone building, situated at ITI road by land, opposite road of Vidyasagar, Club, Siliguri. Five minutes distance from Sevoke Road. Contact No. 9749911721/9836793767/9748700122. (C/119790)

■বাগডোগরা, বিহার মোড়, সুকান্ত সুপার মার্কেট তিনতলা বিল্ডিং, প্রতি তলায় ২টি করে মোট ৬টি দোকান বিক্রয় হবে, প্রতিটি দোকান ১০/১০ sqft মোবাইল নম্বর - 8638037443. 9902547711. (C/120539)

■ ফালাকাটা মুক্তিপাড়া মেইন রোডে 21 ডেসিমাল জমি সহ বাড়ি বিক্রি হবে। যোগাযোগ - M : 9832026750. (B/S)

■ Sale : Flat - 765 & Shop 91 sqf at Raikotpara Main Road : Call 8777572128. (C/120242)

■2 BHK Flat (1st floor) for sale in Dabgram, M : 9434431120. (C/120530)

■ Flat for sale at Siliguri Mahananda Para/Tumul Para 750 and 800 ground floor 2 BHK. Ph - 7076462095. (C/120426)

■ শিলিগুড়ি সূর্যনগর মাঠের পাশে কর্নার প্লট দু’দিকে রাস্তা সহ দক্ষিণ ও পূর্ব খোলা জি+১ ফারনিশড ফ্ল্যাট (৮৫৯ স্কো ফুট) গ্যারাজ (১৩০ স্কো ফুট) সহ বিক্রি হবে। যোগাযোগ ৮৬৫৩৯৯৯৭৬১। (C/120427)

বিক্রয়

■ তুফানগঞ্জ রামহরি মোড়ের কাছে NH17 এ ৬ কাঠা জমি বিক্রি হবে। Call 8509812121. (K)

■ শিলিগুড়ি হাকিমপাড়ায় 570 sq.ft 2 BHK পিছনে ছোট্ট ফ্ল্যাট বিক্রি। লিফট নেই। দাম- 21 লক্ষ। M : 9474897702. (C/120429)

■ 950 sq.ft. 2 BHK ১ম তলা Tip Top কন্ডিশন, ফ্রন্ট সাইড ফ্ল্যাট For Sale. রবীন্দ্রনগর, শিলিগুড়ি। M : 6294567739. (C/120429)

■ রানিনগর ফ্লাইওভারের পাশে মার্কেট কমপ্লেক্স-এর নিকট 3 কাঠা জমি বিক্রয়। M : 8001046024. (C/120428)

■ ময়নাগুড়ি রোড জয়গুরু আশ্রমের নিকটে তালুকদার পাড়ায় ত্রিতল ভিতবিশিষ্ট 8.25 dc জমির উপর 1,500 SFT ছাদবিশিষ্ট বাড়ি বিক্রয়। M : 9547558127. (S/C)

■ জল : বামনপাড়া, পূর্বাঞ্চল ক্লাব-এর কাছে 1.96 কাঠা জমি বিক্রি হবে। আগ্রহী ব্যক্তিরা যোগাযোগ করুন। 7363831702. (C/120239)

■ শিলিগুড়ি দেশবন্ধুপাড়াতে 590 sqft. এর 1 BHK ফ্ল্যাট বিক্রয়। যোগাযোগ : 8250504310, 9749397873. (C/120519)

■ জলপাইগুড়ি কদমতলার সন্নিকটে নিউ সার্কুলার লেনে আঃ 25 কাঠা জমি বিক্রয় হইবে। মোঃ 9641722556/7477598891.

FLAT FOR SALE

■ 2 BHK (911 SQ.FT.) + Garage for sale at Amit Towers, Kadam Tala, Shiv Mandir. Contact M : 94344-89700/86178-74583. (C/120427)

বিক্রয়

ফ্ল্যাট বিক্রয়

■ প্রায় ১৩৮৫ বর্গফুট, 3 BHK ফ্ল্যাটে, (কার্পেট ১২৭৫ বর্গফুটসহ গ্রাউন্ড ফ্লোরে ১২০ বর্গফুট গাড়ি পার্কিং), ৩টি শয়নকক্ষ, ১টি ডাইনিং-কাম-ড্রয়িং রুম, ১টি মডুলার রান্নাঘর, ২টি টয়লেট ও ১টি বারান্দা ৪র্থ তলায় এবং লিফট সুবিধাসহ বিক্রয়। জ্যোতিনগর, শিলিগুড়ি। যোগাযোগ : ই-মেল : sahudangi@rkmm.org M : 6033912193. (C/1120429)

অ্যাফিডেভিট

■ আমি দিলীপ মণ্ডল, পিতা মৃত যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, গ্রাম- কৈগ্রাম, পোঃ খাঁপুর, থানা- বালুরঘাট (বর্তমানে পতিরাম), জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর। ভোটার কার্ডে আমার নাম রয়েছে দিলীপ মণ্ডল, পিতা- যোগেন্দ্রনাথ, আধার কার্ড ও র‍্যাশন কার্ডে দিলীপ বর্মন, পিতা- যোগেন বর্মন, কুমারগঞ্জ বিধানসভার ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় (পার্ট নং- ২০৩, ক্রমিক নং- ৬৭১) নাম রয়েছে দিলীপ মণ্ডল, পিতা- যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। এমতাবস্থায় ৩০.১.২০২৬ Ld. Executive Magistrate, Balurghat, Dakshin Dinajpur এর অ্যাফিডেভিট বলে দিলীপ মণ্ডল ও দিলীপ বর্মন এক ও অভিন্ন ব্যক্তি এবং যোগেন্দ্রনাথ, যোগেন বর্মন, যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল (আমার মৃত পিতা) এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিগণিত হয়েছি। (C/120556)

কর্মপ্রার্থী

■ ৫৮, M.Sc. B.Ed (Bot), Teaching Exp. 18y. যে কোনও পদে শিলিগুড়ির স্কুলে কর্মপ্রার্থী। (M) 96410-18528. (C/113687)

কর্মখালি

■ মুম্বইতে বাঙালি রিটেল দোকানে সেলসম্যান ও হেল্পার চাই। বেতন 10-16K, থাকা-খাওয়া ফ্রি। Ph : 8169557054. (K)

■ প্রাইভেট গাড়ি চালানোর জন্য ড্রাইভার চাই। থেকে চালাতে হবে। (M) 9434046002.

■ B.Com, Computer, Male needed in Tax Firm, Siliguri @ 8918564872. (C/113684)

■ Urgently require smart pretty female staff for reputed Boutique Store near Bidhan Rd. Ph. 9434747470.

■ Male Staff needed for a CA Firm at Siliguri. Call : 9679258193. (C/120425)

■ The Paan Palace শিলিগুড়িতে খিলি পানের কাজ জানা এবং Sales & Service-এর জন্য দক্ষ পুরুষ কর্মী প্রয়োজন। M : 8918394139.

■ Urgent Male or female required for nationalised bank NPA recovery work area preferred Uttar Dinajpur, Dakshin Dinajpur, Coochbehar, Alipurduar, Contact 7602170666. (C/120426)

■ শিলিগুড়িতে দোকানে কাজের জন্য শিলিগুড়ির বাইরের পরিশ্রমী, মহিলা কর্মী চাই। বেতন+কমিশন। (M) 9800700453. (K/D/R)

কর্মখালি

■ S.K.P Vidya Niketan (SR Sec) CBSE Affiliated Shiv Mandir Road, Punjabi Para, Siliguri required PGT Teachers for English, Librarian, B.P ED and TGT (Pure Science). Candidates can submit their CV's at skpvn56047@yahoo.com . Experience preffered. Last date of submission of CV's- 17-02-2026. For any queries contact us at 0353-3501094. (C/120427)

APPOINTMENT

Applications invited from eligible candidates for the post of (i) Principal, (ii) Librarian and (iii) Assistant Professors in Political Science, English, Education and Hindi. # Qualification as per NCTE norms.
Apply with all testimonial within seven days
To
The Secretary,
Vidyasagar College of Education,
Rupandighi, Po. Phansidewa, Darjeeling - 734 434
Email - vcerecruit@gmail.com
Phone- 7384857305

MODELLA CARETAKER CENTRE AND SCHOOL
Jatiakhali • Fulbari
WE ARE HIRING
■ Assistant Teacher
M.A in English for Primary section.
■ Assistant Teacher
Master in Fine Arts
The suitable candidates can appear for the interview at our city office, Church Road, Siliguri on 10th February 2026 from 3.00p.m. onwards with CV and testimonials.
-Secretary (MCCS)

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : গত সপ্তাহে যে নতুন কাজ শুরু করেও বন্ধ করে রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন সেই কাজ পুনরায় শুরু করলে সফলতা আসবে। এ সপ্তাহে আপনার পরিশ্রম বৃথা যাবে না। বাড়িতে পূজার্চনার উদ্যোগে নিজেকে শামিল করুন। অহেতুক কোনও বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে মানসিক শান্তি নষ্ট হবে। ঋণ পরিশোধ করার চেষ্টা করুন। কর্মক্ষেত্রে যুক্তিপূর্ণ কথার মাধ্যমে সহকর্মীদের মন জয় করতে সক্ষম হবেন।

বৃষ : বিগত দিনগুলির সমস্যা কাটাতে অভিজ্ঞ কোনও বয়স্কের পরামর্শ আপনাদিশা দেখাতে সক্ষম হবে। বাড়তি বিনিয়োগ করতে পারেন। অতি আত্মবিশ্বাস এ সপ্তাহে আপনাকে সমস্যায় ফেলবে। জমি কেনাবেচায় জটিল আইনি সমস্যায় পড়তে হতে পারে। সন্তানের পড়াশোনায় উন্নতি দেখে মানসিক শান্তি পাবেন।

মিথুন : বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। কোনও জনকল্যাণমূলক কাজের মধ্যে নিজেকে শামিল করতে পেরে মানসিক তৃপ্তি পাবেন। সন্তানের কৃতিত্ব আপনাকে গর্বিত করবে, মানসিক অস্থিরতা কাটাতে এ সপ্তাহে কোনও সৃজনশীল কাজের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে রাখুন। ব্যবসায় আর্থিক সমস্যা কাটায় মানসিক দুশ্চিন্তা দূর হবে। পারিবারিক শান্তি ফিরবে। সাংগঠনিক কাজে বিশেষ সাফল্যের সুবাদে পুরস্কৃত হতে পারেন।

কর্কট : উচ্চ রক্তচাপের রোগীরা সামান্য সমস্যাতেই চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তার অবসান হবে। ব্যবসার সামান্য মন্দা নিয়ে মাথা না ঘামানোই ঠিক হবে। কাউকে অযথা উপদেশ দেওয়া থেকে বিরত থাকুন। ব্যবসায় ঋণ নিতে হতে পারে। আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে বিবাদ বিতর্ক এড়িয়ে চলুন। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির খবর পেতে পারেন।

সিংহ : সপ্তাহটি আর্থিক দিক থেকে ভালো যাবে। ব্যবসার ক্ষেত্রে নতুন বিনিয়োগ করা যেতে পারে। অযথা কোনও বিতর্কে জড়িয়ে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হবেন না। আপনার সৃজনশীল কাজের জন্য সমাজে বিশেষভাবে সম্মানিত হবেন। সন্তানের চাকরিপ্রাপ্তিতে আনন্দ। প্রেমের সম্পর্ক ঘিরে জটিলতা কেটে যাবে।

কন্যা : ব্যবসার মন্দাভাব কেটে মানসিক শান্তি ফিরবে। বিনা কারণে কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত হবেন। সংসারের সমস্যা কাটাতে বাইরের কারও মতামত নিতে যাবেন না। প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে দুশ্চিন্তা কাটবে। অলসতার কারণে এ সপ্তাহে খুব ভালো সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। সংসারে কথাবার্তা খুব সাবধানে বলুন।

তুলা : ব্যবসার প্রয়োজনে ঋণগ্রহণ করতে হতে পারে। বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তার অবসান হবে। আপনার বুদ্ধিমত্তার জন্য সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারবেন। প্রলোভনকে সরিয়ে রাখুন। সঠিক সিদ্ধান্তের অভাবে বড় লোকসানের মুখে পড়তে হতে পারে। রাজনীতিকদের কাজকর্মে বাধা। পথে খুব সাবধানে চলাফেরা করুন।

বৃশ্চিক : সংসারে আপনার ব্যস্ততা বাড়তে পারে। সন্তানের কৃতিত্বে গর্বিত হবেন। পথে অবশ্যই সতর্ক থাকুন। প্রেমের ক্ষেত্রটি শুভ ফলদায়ক। কর্মক্ষেত্রে নতুন কোনও দায়িত্ব নিতে হতে পারে। বন্ধুদের কাছে উদারতা দেখানোর আগে সবদিক ভেবেচিন্তে নিন। জমিজমা নিয়ে শরিকি বিবাদের সম্ভাবনা।

ধনু : আপনার উদারতার সুযোগ নিয়ে কেউ আপনাকে সমস্যায় ফেলতে পারে। কাউকে উপকার করার আগে সবদিক খতিয়ে দেখুন। বিদেশে বাসরত সন্তানের সুসংবাদ আসবে। শত্রুর সঙ্গে আপস-আলোচনাই হবে সঠিক পথ। সপ্তাহের শেষ দিকে কর্মপ্রার্থীরা ভালো চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। প্রিয়জনের চিকিৎসার কারণে খরচ বাড়বে।

মকর : বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা কাটবে। সামান্য কারণে উত্তেজিত হয়ে হওয়া কাজ পণ্ড হতে পারে। একাধিক সূত্র থেকে আয়ের পথ খুলবে। লোহা, চামড়ার ব্যবসায়ীরা ভিনদেশে রপ্তানির বরাত পেতে পারেন। উচ্চশিক্ষা ও বৃত্তিমূলক পরীক্ষায় বিশেষ সাফল্য।

কুম্ভ : উত্তেজিত হওয়ার মতো নানান ঘটনার মুখোমুখি হলেও, শান্ত রাখুন নিজেকে। আসতে পারে প্রলোভনও। আর্থিক সমস্যার খানিকটা নিরসন হবে। বাবার রোগমুক্তিতে স্বস্তি পাবেন। গবেষক ও চিকিৎসকরা সাফল্য পাবেন। সন্তানের পড়াশোনায় উন্নতি দেখে মানসিক তৃপ্তিলাভ। পুরোনো বন্ধুকে খুঁজে পেয়ে আনন্দ। উপস্থিত বুদ্ধির জন্য এ সপ্তাহে কোনও বড় সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রচুর সম্পত্তির মালিকানা পেতে পারেন। পুজো, উপাসনায় মন শান্ত হবে।

মীন : ব্যবসার কারণে ঋণ নিতে হতে পারে। রাজনীতির ব্যক্তিদের দায়িত্ব বাড়বে। বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা কমবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়ায় খুশি হবেন। দাম্পত্যের সমস্যা কেটে যাওয়ায় মানসিক শান্তি ফিরবে। অকারণে কাউকে কটুকথা বলে সপ্তাহভর মানসিক অশান্তি। স্ত্রীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা দূর হবে। পৈত্রিক সম্পত্তি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে চলা মামলার ফল আপনার পক্ষে যাবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৫ মাঘ, ১৪৩২, ভাঃ ১৯ মাঘ, ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ২৫ মাঘ, সংবৎ ৭ ফাল্গুন বদি, ১৯ শাবান। সূঃ উঃ ৬।১৯, অঃ ৫।২৪। রবিবার, সপ্তমী শেষরাত্রি ৫।৪৭। স্বাতীনক্ষত্র শেষরাত্রি ৬।৮। গণ্ডযোগ রাত্রি ১।৩২। বিষ্টিকরণ অপরাহ্ণ ৪।৫৭ গতে ববকরণ শেষরাত্রি ৫।৪৭ গতে বালবকরণ। জন্মে-তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মন্তান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, শেষরাত্রি ৬।৮ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। মৃতে-দ্বিপাদদোষ, শেষরাত্রি ৫।৪৭ গতে একপাদদোষ, শেষরাত্রি ৬।৮ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী-বায়ুকোণে, শেষরাত্রি ৫।৪৭ গতে ঈশানে। বারবেলাদি ১০।২৯ গতে ১।১৫ মধ্যে। কালরাত্রি ১।২৯ গতে ৩।৬ মধ্যে। যাত্রা-নাই, দিবা ৩।৪৫ গতে যাত্রা মধ্যম পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ২।১১ গতে পুনঃ যাত্রা নাই, রাত্রি ৩।৬ গতে পুনঃ যাত্রা মধ্যম পশ্চিমে বায়ুকোণে ও নৈর্ঋতে নিষেধ, শেষরাত্রি ৫।৪৭ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম-গর্ভাধান। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-সপ্তমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। মাহেন্দ্রযোগ-দিবা ৬।৪৭ মধ্যে ও ১২।৫৮ গতে ১।৪৪ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।২৬ গতে ৭।১৬ মধ্যে ও ১২।১৩ গতে ৩।৩১ মধ্যে। অমৃতযোগ-দিবা ৬।৪৭ গতে ৯।৫২ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।১৬ গতে ৮।৫৫ মধ্যে।

মহাকালের পথে রাস্তা জয়ন্তীতে

আলিপুরদুয়ার, ৭ ফেব্রুয়ারি : আলিপুরদুয়ারের জয়ন্তীতে ভুটান সীমান্তে থাকা মহাকাল মন্দিরে প্রতিবছর শিবচতুর্দশীর দিন কয়েক লক্ষ পুণ্যার্থীর ভিড় হয়। এবছরও একইরকম ভিড় হওয়ার সম্ভাবনা। ইতিমধ্যেই জোরকদমে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে পুজোর। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও ভাণ্ডারা কমিটি নিজেদের উদ্যোগে জয়ন্তী নদীর বুকে রাস্তা তৈরি করার কাজ শুরু করেছে। তবে দেখা নেই প্রশাসনের। জয়ন্তী মহাকাল মন্দির যেতে পুণ্যার্থীদের জন্য বিভিন্ন আয়োজনে দেখা যাচ্ছে না জেলা ও ব্লক প্রশাসনের ভূমিকা। আদৌ প্রশাসন কোনও সাহায্য করবে কি না, সে নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে পুলিশ ও সিভিল ডিফেন্সকর্মীদের মোতায়েনের প্রস্তুতি অবশ্য শুরু হয়েছে। তবে মন্দিরে যেতে জয়ন্তী নদীর উপর রাস্তা, সাঁকো তৈরি করতে হয়। সেই কাজে প্রশাসনের সাহায্য এখনও দেখা যাচ্ছে না। যদিও একাধিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার তরফে সংশ্লিষ্ট কাজগুলি শুরু হয়েছে। কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাধো লোহার বলেন, 'মন্দিরে যাওয়ার জন্য পরিকাঠামো তৈরির কাজ দু'-একদিনের মধ্যেই শুরু হবে। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকেও সাহায্য করা হবে।'

পাত্র চাই

■ রাজবংশী, SC, 36, সঃ চাকরিরতা। সঃ চাকরিজীবী পাত্র চাই। বয়সে ছোট চলবে। কাস্ট নো বার। (M) 7076784540. (C/120115)

■ Gen, 27/5', M.A. (BHU), NET & SET, B.Ed., একমাত্র সন্তান, পিতা হাইস্কুল শিক্ষক, মাতা সঃ চাকরিজীবী। যোগ্য পাত্র চাই (No caste bar). 9002267428. (C/120394)

■ ব্রাহ্মণ, ভরদ্বাজ, ২৯/৫', B.A., D.El.Ed., শ্যামবর্ণ, পাত্রীর জন্য ব্রাহ্মণ পাত্র কাম্য। Mob : 8972649058. (C/120396)

■ নমশূদ্র, 31+, Ph.D. (Beng.), 5'-3", কলেজের স্থায়ী অধ্যাপিকা, ফর্সা, সুমুখশ্রী পাত্রীর স্থায়ী অধ্যাপক, Medical Officer, Income Tax Officer, B.D.O. এবং সরকারি উচ্চপদে কর্মরত স্বঃ/অসবর্ণ পাত্র কাম্য। কোলকাতায় অগ্রগণ্য। (M) 8509802890. (S/C)

■ 39+, M.A., ডিভোর্সি, 5'-6", ফর্সা, 47-এর মধ্যে পাত্র চাই। শিলিগুড়ি। 8372053044. (C/120506)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, ২৯+/৫'-8", B.A.(H), আবৃত্তিশিল্পী পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। ঘটক/ম্যাট্রিমনি সাইট নিষ্প্রয়োজন। (M) 9434872730. (C/120507)

■ পাত্রী B.A., Eng.(H), 36/5', SC, SBI স্থায়ী কর্মী। এক বোন। পিতা অবসরপ্রাপ্ত SBI কর্মী। মা গৃহিণী। চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। 6295933518. (C/119772)

■ বয়স 40, স্বল্পকালীন ডিভোর্সি, পিতা মৃত, মা পেনশন পান। পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। যোগাযোগ-6297679754. (K)

■ কোচবিহার নিবাসী, রাজবংশী, ৩১/৫', ফর্সা, সুশ্রী, M.A. (Philo.), B.Ed., পাত্রীর জন্য উচ্চশিক্ষিত, চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। (M) 8348012182, অসবর্ণ চলিবে। (C/120428)

■ বয়স 50, বিধবা, প্রাইমারি স্কুলে কর্মরতা পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। যোগাযোগ-9330376738. (K)

■ বিধবা, সুন্দরী, Gen., 34/5'-2", H.S. পাশ। এইরূপ পাত্রীর জন্য সুপাত্র চাই, সন্তান গ্রহণযোগ্য। দিনহাটা ও কোচবিহার মধ্যে। 9734130143. (P/S)

■ পাত্রী সাহা, ফর্সা, সুশ্রী, M.A., 24/5', অনূর্ধ্ব 30-এর মধ্যে সরকারি চাকরিজীবী, সাহা পাত্র কাম্য। (M) 9126480714. (C/120520)

■ WB, মাহিষ্য, 28+/5'-5", MBBS (শিশুরোগ), সরকারি হাসপাতালে কর্মরতা, একমাত্র সন্তান (পাত্রীর) অবিবাহিত, WB সরকারি স্থায়ী পদে কর্মরত MBBS/MD/MS/WBCS অফিসার, 29-33 মধ্যে স্বঃ/অসঃ সুপাত্র কাম্য। (M) 9593433389. (C/120523)

■ কায়স্থ, 23/4'-8", B.Sc. (Hons), ফার্মাসি পাঠরতা, একমাত্র কন্যা, ফর্সা, সুন্দরী, বাবা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি আধিকারিক, মা হাইস্কুল শিক্ষিকা। সরকারি চাকরিজীবী সুপাত্র কাম্য। কোচবিহার জেলা/আলিপুরদুয়ার অগ্রগণ্য। (M) 6294618721, 9434126699, প্রকৃত অভিভাবক যোগাযোগ করুন। (C/119534)

■ সরকার, নমশূদ্র, দেবারিগণ, জলপাইগুড়ি নিবাসী, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা, 27/4'-9", পাত্রীর জন্য সরকারি/বেসরকারি চাকরিজীবী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, অনূর্ধ্ব 35 পাত্র কাম্য। 7478347182. (C/120418)

■ SC, রাজবংশী, 25/5'-4", ফর্সা, মাঝারি গড়ন, B.A. (H), M.A., পিতা-মাতা Teacher (গভঃ), গণ-নর, রাশি-মীন। সঃ চাকুরে (যে কোনও মানের) পাত্র কাম্য। জাতিভেদ নেই। মোঃ 9434858310, দিনহাটা/বহরমপুর। (C/119538)

■ পাত্রী সাহা, 29/5'-1", M.Sc. (Math) (H), D.M. Office-এ কর্মরতা। স্থায়ী সরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার অগ্রগণ্য। কায়স্থ চলবে। (অভিভাবক যোগাযোগ করবেন)। (M) 8906112225. (P/S)

পাত্র চাই

■ পাত্রী সুন্দরী, 31, B.Sc. (Hons.), একমাত্র কন্যা, অর্থনৈতিক স্বনির্ভর, ভ্রমণপিপাসু, পরিবেশপ্রেমী, সংস্কৃতিমনস্ক। সমমনস্ক, শিক্ষিত, সুভদ্র, অর্থনৈতিক স্বনির্ভর, নেশাহীন পাত্র চাই। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। 9064605728. (C/120528)

■ কোচবিহার নিবাসী, রাজবংশী ক্ষত্রীয়, 30+/5'-5", M.A. (Eng.), B.Ed., ইংরেজিমাধ্যমে শিক্ষিতা, পাত্রীর জন্য Defence/Civil Departments-এ A/B Grade Officer পদে কর্মরত, অনূর্ধ্ব 35, স্বর্ণ/অসবর্ণ পাত্র চাই। পিতা অবসরপ্রাপ্ত অর্ধসামরিক আধিকারিক। Ph.No. 8492044100. (C/119539)

■ কায়স্থ, 31+/5'-2", B.A. Pass, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, পাত্রীর জন্য চাকরি/ব্যবসায়ী, শিলিগুড়ি ও সংলগ্ন সুপাত্র কাম্য। (M) 9749110701. (C/120531)

■ পাত্রী কায়স্থ, 28/5'-2", নম্র, ভদ্র, সুশ্রী, M.Com., পাত্রীর জন্য প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী/চাকরিজীবী শিলিগুড়ির সুপাত্র চাই। 7719347252. (C/120420)

■ বারেন্দ্র, ফর্সা, সুন্দরী, 33+/5'-4", Ph.D., মেধাবী, চুক্তিভিত্তিক অধ্যাপিকা। সুদর্শন, সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র কাম্য। অভিভাবক যোগাযোগ করুন। (M) 7602933415. (C/120235)

■ জেনারেল, 31, B.H.M.S., 5'-3", ফর্সা, সুশ্রী, একমাত্র কন্যার সরকারি/বেসরকারি চাকুরে উপযুক্ত স্বঃ/অসবর্ণ পাত্র কাম্য। (M) 9733067702, 7980677976. (S/C)

■ ঘোষ, 29, M.A., B.Ed., 5'-3", পাত্রীর জন্য সঃ চাঃ/বড় ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। 9932502311. (C/120541)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, 27/5'-4", M.Sc., B.Ed., পিতা-মাতা সরকারি চাকরিজীবী, উপযুক্ত পাত্র চাই। 7001761066. (C/120543)

■ কায়স্থ, প্রাথমিক শিক্ষিকা, 36/5'-3", জলপাইগুড়ি/শিলিগুড়ির মধ্যে যোগ্য পাত্র চাই। সত্বর বিবাহ। (M) 8250470063. (B/S)

■ কায়স্থ, 26/5'-2", M.A., B.Ed., সুশ্রী পাত্রীর জন্য সরকারি, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র চাই (অনূর্ধ্ব 32)। 9064402717. (B/B)

■ বারুজীবী, সেন, 25/5'-3", M.Sc. (Nursing), ফর্সা, খুব সুন্দরী পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী সুপাত্র কাম্য। ম্যাট্রিমনি নয়। 8906814456. (C/120542)

■ আলিপুরদুয়ার নিবাসী, রায়, ক্ষত্রীয়, 29/5ft.2", BE, JR. ইঞ্জিঃ, WB ট্রান্সফার, স্বঃ/অসঃ, Govt. Job পাত্র চাই। 9932254823. (C/120546)

■ ব্রাহ্মণ, 30/5'-7", সুশ্রী, B.Sc., B.Ed., ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার/উচ্চপদস্থ সরকারি চাকরিজীবী, কলকাতা/শিলিগুড়ির পাত্র কাম্য। Ph : 8250024039. (C/120547)

■ পাল, 29/5'-3", B.Sc., B.Ed., Yoga Diploma, পাত্রীর জন্য সরকারি/বেসরকারি চাকরি, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। Ph : 7031442709. (C/120548)

■ সাহা, বাড়ি শিলিগুড়ি, মধ্যবিত্ত, 28 বছর, M.A. পাশ, সুন্দরী, শিক্ষিকা, গৃহকর্মে নিপুণা পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। +919641160580. (K)

■ পাত্রী পাল, 22/5'-1", B.A. পাশ, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী বা চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। (M) 9800948448. (S/N)

■ নমশূদ্র, 32/5'-6", B.A.(H), Eng. M.A., Phy. Edu., চাকরিরতা পাত্রীর জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী/চাকরিরত, শিক্ষিত পাত্র কাম্য। শুধুমাত্র অভিভাবকরাই যোগাযোগ করবেন। (M) 9733383607. (A/B)

■ পাত্রী শীল, 28+/5'-5", WB স্টাফ নার্স, ফর্সা, সুশ্রী, স্বঃ/অসবর্ণ চলিবে, উপযুক্ত পাত্র চাই। যোগাযোগ-(M) 9832313490. (C/120550)

■ বারুজীবী, B.A., Eng.(H), 33/5'-2", ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সুপাত্র চাই। (M) 9641837016. (C/120123)

পাত্র চাই

■ ব্রাহ্মণ, 37/5', M.A., সুশ্রী, সঃ চাঃ পাত্রীর জন্য সঃ/অসঃ/ব্যবসায়ী, জলপাইগুড়ি নিবাসী, ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। 8167560312. (C/120252)

■ বৈশ্য, কাশ্যপ, 27/5'-2", M.Sc., B.Ed., সরকারি চাকরির ইচ্ছুক পাত্রীর জন্য চাকরিরত, প্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। স্বঃ/অসবর্ণ চলবে। (M) 9474378947, 9748436083. (C/120425)

■ পাল, 33/5'-2", H.S. পাশ, ঘরোয়া, সুশ্রী পাত্রীর জন্য 38 মধ্যে উপার্জনশীল পাত্র চাই। শিলিগুড়ি। Ph : 8101649533. (C/120425)

পাত্র চাই

■ শিক্ষিত পরিবার, পাত্রী সরকারি ডাক্তার, 38/5'-4", সুশ্রী, Slim, সাংসারিক। 45 অনূর্ধ্ব, উচ্চশিক্ষিত, সুউপায়ী, নেশাহীন যোগ্য পাত্র চাই। (M) 9734423527, ঘটক নিষ্প্রয়োজন। (C/120426)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, পাত্রী ডিভোর্সি, বয়স ২৮+, শিক্ষিতা, সুন্দরী, প্রাইভেট স্কুল শিক্ষিকা। এইরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9831093073. (C/120426)

■ SBI Bank-এ কর্মরত, সুন্দরী, 27, M.Sc. পাশ, পিতা Ex-Army অফিসার, ভদ্র পরিবারের পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। 9733066658. (C/120426)

পাত্রী চাই

■ পাত্র কায়স্থ, MBBS, সরকারি ডাক্তার, ২২-২৯, ফর্সা, সুদর্শনা, ডাক্তার/সুচাকুরে পাত্রী চাই। জলঃ। (M) 9083527580. (C/120254)

■ দেবনাথ, সুদর্শন, শিলিগুড়ি নিবাসী, ওয়েলনেস কোম্পানির Co-founder (Owner) পাত্রের নাম গুগলে পাওয়া যাবে। আয় 7 Lac per month, 34/5'-5", অনূর্ধ্ব 29, সুন্দরী পাত্রী চাই। 9055517666. (C/120412)

■ পাত্র কায়স্থ, 36, বিএ, 5'-5", LIC এজেন্ট, দিনহাটা, আলিপুরদুয়ারে বাড়ি ও বালুরঘাট, কলকাতাতে নিজস্ব ফ্ল্যাট। সুপাত্রী চাই। (M) 7585044922. (S/M)

■ ব্রাহ্মণ, জলঃ নিবাসী, 42/5'-1", মাধ্যমিক পাশ, সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রীর জন্য ব্রাহ্মণ, সুপাত্র কাম্য। সঃ চাঃ হলে ভালো হয়। (M) 9635809247. (C/120246)

■ গেজেটেড অফিসারের একমাত্র কন্যা, কায়স্থ, 33/5'-4", এমএ, বিএড, সুন্দরী, ফর্সা, উপযুক্ত পাত্র কাম্য। অসবর্ণ চলিবে। (M) 6295129193. (C/120248)

■ শিলিগুড়ি, 32/5'-4", ডাক্তার, মেডিকেল কলেজে কর্মরতা পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9475444699. (C/120425)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৭+, রাজবংশী, M.Sc. পাশ ও সরকারি ব্যাংক-এ চাকরিরতা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 9330394371. (C/120426)

■ 28/5'-1", সাহা, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, B.Sc., Hon. (Comp. Sci.), দেবারি, প্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। (M) 8371042156. (C/120426)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬, B.Sc. পাশ ও বর্তমানে ICDS-এ সুপারভাইজার পদে কর্মরত। পিতা সরকারি চাকরিজীবী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 9330394371. (C/120426)

■ জেনারেল, 22, M.A. পাঠরতা, পরমা সুন্দরী, ঘরোয়া, ভদ্র পরিবারের পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। 9733088858. (C/120426)

■ SC, 23/5'-1", M.A., উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ঘরোয়া পাত্রীর জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র কাম্য। 8016232769. (C/120426)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, দেবগণ, 34/5'-1", MBBS, MD (Gynae), সুশ্রী, স্লিম পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য, অনূর্ধ্ব 38, 9635575795. (C/120426)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৭+, M.Tech. পাশ, MNC-তে কর্মরতা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 9831093073. (C/120426)

■ জন্ম ১৯৯৭, উত্তরবঙ্গ বাসিন্দা, M.Sc. পাশ ও ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে কমার্শিয়াল অফিসার। এইরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7596994108. (C/120426)

পাত্রী চাই

■ 42+/5'-4", কায়স্থ, বেঃ সঃ চাঃ পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। স্বঃ/অসঃ, ডিভোর্সি/বিধবা চলিবে। (M) 8902042428. (K)

■ বৈদ্য, সেনগুপ্ত, বয়স 32/5'-4", B.A. (অনার্স), বিএড, শিলিগুড়ি নিবাসী, নিজস্ব বাড়ি, বেসরকারি কাজে কর্মরত। পিতা রিটায়ার্ড স্টেট ব্যাংককর্মী। একমাত্র সন্তান। ঘরোয়া, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। অসবর্ণ চলিবে। সরাসরি যোগাযোগ-8670339041. (C/120392)

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, ৩৩+, মকর রাশি, নরগণ, পুনেতে IT সেক্টরে কর্মরত, রায়গঞ্জে নিজের বাড়ি, সুশ্রী, ঘরোয়া, শিক্ষিতা, ২৫-৩০ মধ্যে যোগ্য পাত্রী চাই। যোগাযোগ-9609787510. (K)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, ৩৮/৫'-৬", প্রাইঃ হাসপাতালের ম্যানেজার পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব ৩৪, শিক্ষিত, ঘরোয়া সুপাত্রী চাই। 8170028064. (C/120310)

■ পাত্র কায়স্থ, দাস, ডিভোর্সি, ওদলাবাড়ি নিবাসী, 35/5'-6", প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, এই পাত্রের জন্য ঘরোয়া, নিঃসন্তান পাত্রী কাম্য। (M) 7583915490, 9547716813. (M/G)

■ কায়স্থ, দাস, ৩৫/৫'-৬", ডিভোর্সি, সরকারি চাকরি কর্মরত, ১১ বছরের পুত্রসন্তান আছে। যে কোনও বর্ণের পাত্রী চাই। (M) 7864921768. (C/120383)

পাত্রী চাই

■ শিলিগুড়ি নিবাসী প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীর একমাত্র পুত্র, কায়স্থ, 29/5'-3", M.A., B.Ed., প্রাইভেট কোম্পানীর অ্যাকাউন্ট্যান্ট, নিজ বাড়ি, দাবিহীন পাত্রের জন্য স্নাতক, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 9474379360. (C/120419)

■ রায়, নমশূদ্র, 33+/6', B.Tech. (Electric), PG Dip., বেঃ সঃ সংস্থায় কর্মরত পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব 28, স্বর্ণ, উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। পিতা Rly. Rtd., শিলিগুড়ি নিজস্ব বাড়ি। (M) 9434980087. (K/D/R)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, 40/5'-6", কুম্ভরাশি, নরগণ, ডিভোর্সি, B.Sc., Chemistry, Hon. ও MBA, নামী ফার্মা কোম্পানীতে কর্মরত পাত্রের জন্য ঘরোয়া পাত্রী চাই। শুধুমাত্র অভিভাবকরা যোগাযোগ করবেন। Ph : 9832499604. (C/120509)

■ ব্রাহ্মণ (কাশ্যপ গোত্র), 27+/5'-8", B.A., সুদর্শন, বাবা ও পুত্র প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, ঘরোয়া, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। কুলীন কায়স্থ হলেও চলবে। (M) 9531747511. (C/119535)

■ ছেলে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, পেশায় ব্যবসায়ী, উচ্চতা ৫ft. ২ ইঞ্চি, বয়স ৩৩, কুমারগঞ্জ, দক্ষিণ দিনাজপুর স্থায়ী বাসিন্দা পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। যোগাযোগ-৮৮২০৪১৮৬১৮. (C/120511)

■ সাহা, 30/5'-7", শিলিগুড়ি নিবাসী, নিজস্ব Gold Showroom 4th Floor-এ Flat cum কারখানা, এছাড়া দোতলা বাড়ি, গাড়ি। English Medium (B.A.), সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 9564567179. (C/120526)

■ ব্রাহ্মণ, 32, স্নাতক, 5'-8", দেবারিগণ, সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। ছোট পরিবার, বাবা পেনশনভোগী, পাত্রের ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। (M) 9749521071. (S/C)

■ ব্যবসায়ী পাত্র, B.Com., 37/5'-7", ভদ্র পরিবার, নেশাহীন, নরগণ, ধনু রাশি, নিজ গাড়ি, নিজের বাড়ি, রানাঘাট ও আলিপুরদুয়ার, পিতা-মাতা অবসরপ্রাপ্ত, সুন্দরী, শিক্ষিতা ও অনূর্ধ্ব 30 পাত্রী চাই। (M) 9749050544, 7407009020. (U/D)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, সরকার, 34, Area Manager (M.R.), উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। 9832527946.

■ দিনহাটা নিবাসী, ব্রাহ্মণ, 43, ডিভোর্সি, দেবারি, মাঙ্গলিক, ব্লক অফিসে কর্মরত পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব 38, পাত্রী কাম্য। অসবর্ণ চলিবে। (M) 9434687482. (S/M)

■ কায়স্থ বিশ্বাস, ২৮/৫'-৬", B.Tech. Pass, নিজস্ব বাড়ি, ব্যাংক-এ কর্মরত পাত্রের জন্য সাংসারিক, সুন্দরী পাত্রী চাই। (M) 9749099150. (C/120535)

■ সাহা, 33+/5'-5", B.A. পাশ, ব্যবসায়ী, নিজ বাড়ি। মধ্যবিত্ত, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রের জন্য শিলিগুড়ি নিকটস্থ ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। সাহা অগ্রগণ্য। (M) 8001871079. (C/120529)

■ চ্যাটার্জি ব্রাহ্মণ, বেসরকারি চাকরি, 42/5'-10", সুদর্শন পাত্রের জন্য সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী চাই। (M) 9830522227, 9547550490. (C/120417)

■ দিনহাটা সিতাই নিবাসী, ব্রাহ্মণ, 45/5'-8", M.A., B.Ed., শাণ্ডিল্য, দেবারিগণ, বৃষ রাশি, বেসরকারি ইংরেজি বিদ্যালয়ে কর্মরত পাত্রের উপযুক্ত ব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য। (M) 9475505408. (S/M)

■ কায়স্থ, 33/5'-9", আলিপুরদুয়ার নিবাসী, রাজ্য সরকারি ইঞ্জিনিয়ার পাত্রের জন্য ফর্সা, সুশ্রী, শিক্ষিতা, উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 9475908602. (C/120120)

■ পাত্র সুদর্শন, ২৯, কায়স্থ, এমবিএ, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ও শিলিগুড়ি নিবাসী। সুন্দরী, ঘরোয়া ও ফর্সা, ন্যূনতম গ্র্যাজুয়েট পাত্রী চাই। (M) 9434048606. (C/119542)

■ কায়স্থ দেবারিগণ, 31+/5'-6", সরকারি ব্যাংক অফিসার পাত্রের জন্য ফর্সা, সুন্দরী, উপযুক্ত শিক্ষিতা, ভালো পরিবার পাত্রী চাই, প্রকৃত অভিভাবকরাই যোগাযোগ করিবেন। জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। 8250392439. (C/120536)

পাত্রী চাই

■ ব্রাহ্মণ, 46, পিতা মৃত, আলিপুরদুয়ার, অবিবাহিত, মাধ্যমিক অনুত্তীর্ণ, ভালো ইলেক্ট্রিশিয়ান। কুমারী অথবা সন্তানহীন বিধবা এবং কায়স্থ পাত্রী চলবে। 9679268326. (C/120121)

■ নাথ, B.A., 24/5'-6", ব্যবসায়ী, শিলিগুড়িতে নিজস্ব Flat ও জলপাইগুড়িতে দ্বিতল বাড়ি। পিতা পেনশনার, সুশ্রী, ফর্সা, ঘরোয়া, শিলিগুড়ি/জলপাইগুড়ির সঃ/অসঃ কর্মরতা পাত্রী অগ্রগণ্যা। (M) 9232779109. (C/120229)

■ কায়স্থ, সম্ভ্রান্ত সচ্ছল পরিবার, নামী বেসরকারি সংস্থায় উচ্চপদে কর্মরত, ৩৭/৫'-৩", দেবারি, ডিভোর্সি পাত্রের ফর্সা, সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রী চাই। (M) 9832065122. (C/120245)

■ কায়স্থ, দাস, 34, M.Sc. (Phy.), B.Ed., 5'-11", ইংরেজিমাধ্যম স্কুল শিক্ষক, দাবিহীন পাত্রের উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। শুধু অভিভাবক ফোন করুন। (M) 9883017048. (S/C)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, ৩২/৫'-৬", কায়স্থ, M.Tech., IT Sector-এ কর্মরত পাত্রের জন্য চাকরিরতা পাত্রী চাই। জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। M.No. 8509188138. (C/120240)

■ কায়স্থ, ৩৮/৫'-১০", বিটেক, বিএড, নেশাহীন, সুস্বাস্থ্য, নামী বেসরকারি হাইস্কুলে কর্মরত পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব ৩২, সুশ্রী, মার্জিত পাত্রী চাই। জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য। পাত্রের মা কেন্দ্রীয় সরকারি চাকুরে। ঘটক নিষ্প্রয়োজন। (M) 7908676458. (C/120236)

■ উঃ বঙ্গ নিবাসী, মাহিষ্য, 34/5'-7", B.Tech. Civil, MNC-তে কর্মরত। স্বঃ/অসবর্ণ, সঃ/বেসরকারি কর্মরতা পাত্রী চাই। (M) 8918930134. (C/120426)

■ ব্রাহ্মণ, অবিবাহিত, 54+, অনূর্ধ্ব 50, ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। Ph : 7863934822. (C/113686)

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, বিটেক, সেঃ গভঃ ইঞ্জিনিয়ার, 39+/5'-10", কয়েকদিনের বিবাহিত জীবন, ফর্সা, সুশ্রী, শিক্ষিত, অবিবাহিত, অনূর্ধ্ব 34+ পাত্রী কাম্য, SC-ST বাদে। Caste bar নেই। (M) 9002983458. (C/120540)

■ পাত্র 34, শিলিগুড়িতে নিজস্ব বাড়ি ও দোকান, B.Com., একমাত্র সন্তান। দাবিহীন পাত্রের জন্য B.A. পাশ, সুশ্রী ও ঘরোয়া পাত্রী চাই। 7001704687, শিলিগুড়ি বিবেচ্য। (C/113683)

■ চাকরিরত, ৪০, বি.কম, ৫'-৬", কায়স্থ, দেবগণ, নেশাহীন, ডিভোর্সি, একমাত্র সন্তানের জন্য উপযুক্ত ঘরোয়া পাত্রী চাই। সরাসরি যোগাযোগ করুন। মোব-৯৮৩২৪২২০২২. (C/120538)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, 31/5'-8", চাকরিজীবী। B.A. পাশ, নিজস্ব বাড়ি। উপযুক্ত সুন্দরী পাত্রী কাম্য। 9832082666, 8101878808. (C/120545)

■ বারুজীবী, 5'-7", M.A., B.Ed., 37+, গৃহশিক্ষক, ব্যবসায়ী, একমাত্র পুত্রের উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 8927704655. (S/C)

■ কোচবিহার, সাহা, 30/5'-9", BE (IT) সঃ প্রাইমারি শিক্ষক, 25 মধ্যে সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। (M) 9933991270, ঘটক নিষ্প্রয়োজন। (D/S)

■ পাত্র পাল, 35/5'-6", B.Sc.(H), B.Ed., নরগণ, রাজ্য সরকারের স্থায়ী কর্মচারী, নেশাহীন, Upper Divisional Assistant, কলকাতায় কর্মরত। পিতা-মাতা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। শীঘ্র বিবাহ। (M) 9883438469. (D/S)

■ জেঃ, 35/5'-11", B.A.(H), একমাত্র পুত্র, নিজ দোকান ব্যবসা, সুশ্রী পাত্রী চাই। অভিভাবকই ফোন করুন। মোঃ 9593937157. (C/120247)

■ বারুজীবী, 33/5'-5", M.A., D.El.Ed. পাশ, কাপড়ের দোকান ও চা বাগান আছে। এইরূপ পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। 7384896030, 9679716006. (C/120249)

■ কায়স্থ, ডিভোর্সি, 46+/5'-8", Ex-Servicemen, এখন ব্যবসায়ী, বাড়ি শিলিগুড়িতে পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 8509924578. (C/120426)

পাত্রী চাই

■ সাহা, 36/5'-5", B.Com. পাশ, Pvt. Co.-তে কর্মরত, শিলিগুড়ি নিজস্ব বাড়ি, পাত্রের জন্য সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। কর্মরতা পাত্রীও চলবে। (M) 9474089874. (C/120425)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, রাজবংশী, ৩২+, সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী। পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 9330394371. (C/120426)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৯, M.Tech. পাশ, রেলওয়েতে ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ার পদে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত গভঃ চাকরিজীবী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9330394371. (C/120426)

■ পাত্র ডিভোর্সি, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বর্তমানে কলকাতায় কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিষ্ঠানে অফিসার পদে কর্মরত। বয়স 45, Gen. একজন সুশ্রী, শিক্ষিতা, অবিবাহিতা/নিঃসন্তান ডিভোর্সি/বিধবা পাত্রী কাম্য। 9733143045. (C/120426)

■ দত্ত বণিক, IIT ভুবনেশ্বর, ৫'-৯", কলকাতা MNC কর্মরত, ২৮-এর মধ্যে সুন্দরী পাত্রী চাই। (M) 9434490654. (C/120426)

■ জেনারেল, ডিভোর্সি, 32/5'-9", ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য ঘরোয়া পাত্রী চাই। অভিভাবক কথা বলুন। 9933133251. (C/120426)

■ জেনারেল, ডিভোর্সি, 32/5'-9", ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য ঘরোয়া পাত্রী চাই। অভিভাবক কথা বলুন। (M) 9933133251. (C/120426)

■ ব্রাহ্মণ, কাশ্যপ, দেব, 33+/5'-8", B.Tech., Electrical, IRCON Manager (Cont.), চাকরিরত, কোচবিহার নিবাসী পাত্রের জন্য উপযুক্ত স্বঃ/অসঃ পাত্রী চাই। Ph : 9475247544 (W), 9382084797. (C/120416)

■ রাজবংশী, 31/5'-9", B.Tech., MBA, Cent. গভঃ অফিসার পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। 9593704442. (C/120426)

■ কায়স্থ, 33, M.Tech., রেলের ইঞ্জিনিয়ার, উচ্চপদে কর্মরত, নেশাহীন পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। 9836935367. (C/120426)

■ ব্যাঙ্গালোর নিবাসী, MNC-তে কর্মরত, 44/5'-7", Divorce পাত্রের জন্য সুন্দরী, স্লিম, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। 6001416719. (C/120426)

■ ২টি বাড়ি, গাড়ি, উচ্চ আয়, 40/5'-8", শিলিগুড়ি নিবাসী, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য, অবিবাহিত/Divorce গ্রহণযোগ্য। 8116521874. (C/120426)

■ 37/5'-8", দেবগণ, শিলিগুড়ি নিবাসী, কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপদে কর্মরত, বাবা অবসরপ্রাপ্ত, নিজস্ব বাড়ি ১ মাত্র পুত্রের জন্য শিক্ষিত পাত্রী কাম্য। Caste no bar. 9635924555. (C/120426)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ৩১+, M.Tech. পাশ এবং নামী MNC-তে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9831093073. (C/120426)

■ জন্ম ১৯৯০, নামমাত্র ডিভোর্সি, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, শিক্ষিত, কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী চাই। (M) 9831093073. (C/120426)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, জন্ম ১৯৯৩, CPWD-তে উচ্চপদে কর্মরত। এইরূপ পরিবারের উপযুক্ত সন্তানের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 7596994108. (C/120426)

■ পাত্র কর্মকার, 33/5'-10", B.tech., Associate Project Manager, কলকাতায় MNC-তে কর্মরত। শিলিগুড়িতে নিজ বাড়ি, একমাত্র পুত্রের জন্য শিলিগুড়ি/উত্তরবঙ্গস্থ, শিক্ষিতা, সুশ্রী, সম্ভ্রান্ত, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। (M) 9333614139. (C/120427)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ একমাত্র আমরাই পাত্রপাত্রীর সেরা খোঁজ দিই মাত্র 999/-, Unlimited Choice. (M) 9038408885. (C/120426)

সিলিকন বিপ্লব

একবিংশ শতাব্দীতে বিশ্ব-শক্তির নতুন মাপকাঠি হল সেমিকনডাক্টর বা সিলিকন চিপ। আধুনিক ভূ-রাজনীতিতে তাইওয়ানের 'সিলিকন বর্ম' যেমন আন্তর্জাতিক ভারসাম্য রক্ষা করছে, তেমনি আমেরিকা-চিনের প্রযুক্তিগত স্নায়ুযুদ্ধ বিশ্ব মানচিত্রের সমীকরণ বদলে দিচ্ছে। এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ভারত আর কেবল আমদানিকারক নয়, বরং 'ইন্ডিয়া সেমিকনডাক্টর মিশন'-এর মাধ্যমে নিজেকে এক শক্তিশালী উৎপাদক হিসেবে গড়ে তুলছে। টাটা গোষ্ঠী থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক লগ্নিকারীদের বিপুল বিনিয়োগ এবং দক্ষ মানবসম্পদ ভারতকে বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলের এক অপরিহার্য 'কৌশলগত স্তম্ভ' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করছে। ইতিহাস এখন সিলিকন দিয়ে লেখা হচ্ছে, যেখানে ভারত বর্তমানে এক অন্যতম প্রধান স্থপতি।

বদলে যাচ্ছে বিশ্ব মানচিত্রের সমীকরণ

দেবরাজ রায় চৌধুরী

আধুনিক বিশ্বে ক্ষমতার মাপকাঠি আর শুধু সেনাবাহিনী, যুদ্ধজাহাজ বা তেলের ভাণ্ডার নয়। ক্রমশ সেই ক্ষমতার কেন্দ্র সরে আসছে এক অতি ক্ষুদ্র অথচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বস্তুতে- সিলিকন চিপ। পাতলা আর ছোট্ট, মোবাইলের সিম কার্ডের আকারে, কিন্তু তার ভেতরেই গেঁথে দেওয়া আছে কয়েক লক্ষ পরস্পর সংযুক্ত বৈদ্যুতিক সার্কিটের অণুবীক্ষনিক অংশ যেমন ট্রানজিস্টার, রেসিস্টর, ক্যাপাসিটর ইত্যাদি। মূল উপাদান সিলিকন যা সামান্য বালির মধ্যেও যথেষ্ট পরিমাণে আছে। আমাদের স্মার্টফোন, গাড়ি, চিকিৎসা সংক্রান্ত যন্ত্র সরঞ্জাম, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, উপগ্রহ ও প্রতিরক্ষা প্রযুক্তির মূলে রয়েছে এই সিলিকন চিপ। ভারতে ডিজিটাল লেনদেন থেকে শুরু করে মহাকাশ অভিযান কিংবা ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তি- সবকিছুর কেন্দ্রে রয়েছে সেমিকনডাক্টর যার মূলে সিলিকন চিপ। ফলে অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও কৌশলগত প্রভাব বিস্তারের লড়াইয়ে চিপ প্রযুক্তি আজ বিশ্ব রাজনীতির এক নতুন কেরামতি দেখানোর ময়দান।

সিলিকন বর্ম এবং তাইওয়ানের কৌশলগত গুরুত্ব

তাইওয়ান আয়তনে ছোট হলেও আজ তার গুরুত্ব বিশ্বব্যাপী। কারণ, বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত সেমিকনডাক্টর চিপের উৎপাদন হয় এখানেই। এই বাস্তবতা থেকেই জন্ম নিয়েছে 'সিলিকন বর্ম' বা 'সিলিকন শিল্ড' ধারণাটি। এর অর্থ তাইওয়ানের চিপ উৎপাদন শিল্প যদি বিপর্যস্ত হয়, তবে গাড়ি শিল্প থেকে শুরু করে মোবাইল ফোন উৎপাদন পর্যন্ত গোটা বিশ্ব অর্থনীতি তীব্র ধাক্কা খাবে। এই কারণেই তাইওয়ানের অর্থনৈতিক এবং প্রযুক্তিগত গুরুত্ব তাকে একপ্রকার অদৃশ্য সুরক্ষা বলয় প্রদান করে, কারণ তাইওয়ানের সঙ্গে সামরিক সংঘর্ষের মূল্য বিশ্বব্যাপী সবাইকে দিতে হবে- ভারতও তার ব্যতিক্রম নয়।

চিপ ক্ষমতার জন্য কি চিন তাইওয়ানের দিকে পা বাড়িয়ে?

চিন দীর্ঘদিন ধরেই তাইওয়ানকে নিজের ভূখণ্ড বলে দাবি করে আসছে এবং পুনর্সংযুক্তি একপ্রকার অনিবার্য বলে জানিয়ে দিয়েছে। যদিও রাজনৈতিক ঐক্যই চিনের সরকারি ব্যাখ্যা, বাস্তবে চিপ প্রযুক্তি এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। চিন এখনও উন্নত প্রযুক্তির চিপের জন্য বহুলাংশে আমদানির উপর নির্ভরশীল, বিশেষ করে কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে। তাইওয়ানের নিয়ন্ত্রণ পেলে এই নির্ভরতা অনেকটাই কমে যেতে পারে। তবে চিনের দিক থেকে সরাসরি সামরিক আক্রমণের অর্থ হবে আমেরিকার নেতৃত্বে আরোপিত বাণিজ্যিক বিধিনিষেধ, অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতা এবং বড় ধরনের সংঘর্ষের সম্ভাবনা। ফলে তাইওয়ানের চিপ প্রযুক্তি শিল্প একদিকে যেমন তাকে রক্ষা করে, অন্যদিকে তেমনই তাকে বিশ্বের শক্তিধর দেশের সামনে চরম ঝুঁকির মুখেও ঠেলে দেয়।

আমেরিকা বনাম চিন : বাণিজ্য যুদ্ধ থেকে চিপ যুদ্ধ

আমেরিকা ও চিনের দ্বন্দ্ব আর শুধু বাণিজ্য কর বা বাণিজ্য ঘাটতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এটি এখন এক পূর্ণাঙ্গ প্রযুক্তিগত সংঘাত। গত কয়েক দশকে চিন পরিকল্পিত সরকারি বিনিয়োগ, দক্ষ মানবসম্পদ এবং দীর্ঘমেয়াদি কৌশলের মাধ্যমে চিপের নকশা ও উৎপাদনে দ্রুত অগ্রগতি করেছে। এতে উদ্বিগ্ন হয়ে আমেরিকা উন্নত প্রযুক্তির চিপ এবং চিপ তৈরির যন্ত্রপাতির রপ্তানির উপর কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। লক্ষ্য একটাই- কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, অতিগণনা এবং সামরিক প্রযুক্তিতে চিনের অগ্রগতি থামানো। এটি নিছক অর্থনৈতিক পদক্ষেপ নয়, বরং ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে এক কৌশলগত যুদ্ধ।

এই পরিস্থিতিকে অনেকেই 'প্রযুক্তিগত ঠান্ডা যুদ্ধ' বলে আখ্যা দিচ্ছেন। বিংশ শতাব্দীর ঠান্ডা যুদ্ধ যেখানে আদর্শ (ধনতন্ত্র বনাম সমাজতন্ত্র) এবং পারমাণবিক অস্ত্র ঘিরে ছিল, সেখানে এই নতুন সংঘাত মূলত তথ্য সংগ্রহ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে সেই তথ্যের দ্রুত বিশ্লেষণ এবং গণনার ক্ষমতাকেন্দ্রিক। দেশগুলিকে এখন বেছে নিতে হচ্ছে- কোন প্রযুক্তির উপর ভরসা করবে, কোন মাপকাঠিই বা গ্রহণ করবে এবং কোন সরবরাহ শৃঙ্খলের উপর নির্ভর করবে বিশেষত অত্যন্ত দ্রুত পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে।

ভারতের মতো দেশের

ক্ষেত্রে এটি এক জটিল সমীকরণ, যেখানে বিভিন্ন ভূ-রাজনৈতিক চাপের মুখে কৌশলগত স্বাধীনতা বজায় রাখা ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে।

একটি চিপের বিশ্বভ্রমণ

একটি সিলিকন চিপ সাধারণত এক দেশে তৈরি হয় না। কাঁচামাল আসতে পারে ইউরোপ বা লাতিন আমেরিকা থেকে, পরিকল্পনা ও নকশা সংক্রান্ত সফটওয়্যার আসতে পারে চিন, আমেরিকা বা জাপান থেকে, আবার উৎপাদন হতে পারে তাইওয়ান বা দক্ষিণ কোরিয়ার মতো কোনও দেশে আবার হয়তো তৈরি চিপ বাজারজাত করা হতে পারে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। এই দীর্ঘ সরবরাহ শৃঙ্খল দেখায় বিশ্বের দেশগুলো একবিংশ শতাব্দীতে এসে কতটা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতা অতিক্রম করার লক্ষ্যেই যাবতীয় সংঘাতের সূত্রপাত। ভারতের মতো দেশ, যেখানে চিপ আমদানির উপর নির্ভরতা বেশি, সেখানে যুদ্ধ বা বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা সরাসরি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প উৎপাদনে বিস্তর প্রভাব ফেলতে পারে।

সরবরাহ শৃঙ্খলের শিক্ষা ও ভারতের সুযোগ

কোভিড চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে অতিরিক্ত বৈশ্বিক নির্ভরতার ঝুঁকি। চিপের জোগানে ঘাটতির কারণে গাড়ি উৎপাদন ধাক্কা খেয়েছে, ইলেক্ট্রনিক পণ্যের দাম বেড়েছে, এবং শিল্পক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার অনেক কমে গিয়েছে। ভারতও এর প্রভাব অনুভব করেছে। আজ 'মেক ইন ইন্ডিয়া'-র আওতায় দেশীয় সেমিকনডাক্টর বাস্তুতন্ত্র গড়ার চেষ্টা চলছে। যদিও এটি সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল, তবুও বর্তমান চিপ সংঘাত ভারতের সামনে এক ঐতিহাসিক সুযোগ এনে দিয়েছে- একটি নির্ভরযোগ্য বিকল্প উৎপাদন কেন্দ্র হয়ে ওঠার।

সিলিকন রাজনীতি : ভারতের সামনে কঠিন প্রশ্ন ও সম্ভাব্য সিদ্ধান্ত

সিলিকন চিপ ঘিরে দুনিয়ার শক্তিশালী দেশগুলোর মধ্যে সংঘাত আমাদের এক কঠোর বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করায়। একবিংশ শতকে যুদ্ধ আর শুধু সীমান্তে হয় না- তা ঘটে বিশ্ববিদ্যালয়ে, কলকারখানায়, গবেষণাগার ও উন্নয়নকেন্দ্রে তাছাড়া তথ্যকেন্দ্রে। তাইওয়ানের ভবিষ্যৎ, মার্কিন-চিন বৈরিতা এবং বিশ্বব্যাপী ভঙ্গুর সরবরাহ শৃঙ্খল এগুলো এই মুহূর্তে কোনও দূরবর্তী কূটনৈতিক গল্প নয়। এর সরাসরি প্রভাব পড়ছে ভারতের শিল্প উৎপাদন, কর্মসংস্থান, মূল্যবৃদ্ধি এবং প্রযুক্তিগত আত্মনির্ভরতার উপর।

বিশ্ব যখন ধীরে ধীরে বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রযুক্তি ব্লকে বিভক্ত হচ্ছে, তখন ভারতের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল নিজের কৌশলগত স্বাধীনতা বজায় রাখা। কোনও একটি শিবিরে অন্ধভাবে ঢুকে পড়া যেমন বিপজ্জনক, তেমনই দীর্ঘমেয়াদি সিদ্ধান্তহীনতাও ক্ষতিকর। দিল্লি যদি সত্যিই বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী ক্ষমতার কেন্দ্র হতে চায়, তবে তাকে শুধু বাজার নয়, প্রযুক্তির উৎপাদক হিসেবেও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সেমিকনডাক্টর চিপের ক্ষেত্রে আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের আত্মনির্ভরতা কোনও বিলাসিতা নয়, বরং এটি জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্ন।

আজ সিলিকন চিপ প্রমাণ করে দিয়েছে- আকারে ক্ষুদ্র হলেও তার ক্ষমতা সীমাহীন। যে দেশ চিপ নিয়ন্ত্রণ করবে, সে দেশ ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণ করবে- অর্থনীতি, প্রতিরক্ষা, প্রযুক্তি পরিবহণ এবং কূটনীতি সব ক্ষেত্রেই। সাম্প্রতিক ভূ-রাজনৈতিক ঘটনাবলি আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করার আর সুযোগ নেই। প্রশ্ন শুধু একটাই : সিলিকন চিপ যখন বিশ্ব-শক্তির নতুন মানদণ্ড হয়ে উঠেছে, তখন ভারত কি কেবল অন্যের তৈরি প্রযুক্তির উপভোক্তা হয়েই থাকবে, নাকি এই বিশ্ব-সরবরাহ শৃঙ্খলের এক অপরিহার্য 'কৌশলগত স্তম্ভ' হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে? অবশ্যই ভারত এই প্রযুক্তিগত বিপ্লবের মাঝে আগামীদিনে শুধু বাজার হিসেবে ব্যবহৃত না হয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করবে, সেই পরিকাঠামো এবং মানবসম্পদ ভারতের আছে। তবে এই উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য কেবল রাজনৈতিক বাগাড়ম্বর নয়, প্রয়োজন এক নিবিড় ও সুসংহত জাতীয় প্রস্তুতি।

(লেখক মালদা পলিটেকনিকের অধ্যাপক)

নতুন সাম্রাজ্যে ভারতের রাজ্যাভিষেক

দেবাশীষ সরকার

প্রকৃতিতে সে এক আশ্চর্য জাদুকর। বিজ্ঞানীদের ভাষায় সে এক অদ্ভুত সত্তা— কেউ বিদ্যুৎকে অনায়াসে নিজের ভেতর দিয়ে বইতে দেয়, কেউ বা দেয় না। কিন্তু এই দুই মেরুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা এক রহস্যময় উপাদান আছে, যার নাম 'সেমিকনডাক্টর' বা অর্ধপরিবাহী। সে অনন্য, কারণ তার কাছে রয়েছে 'সিদ্ধান্ত' নেওয়ার এক অলৌকিক ক্ষমতা। চারদিকে ছড়িয়ে থাকা অতিসাধারণ বালুকণা থেকে উঠে আসা এই সিলিকন যখন মানুষের মেধা আর আধুনিক প্রযুক্তির ছোঁয়ায় প্রাণ পায়, তখন সে নির্ধারণ করে সভ্যতার ভবিষ্যৎ গতিপথ। আধুনিক পৃথিবীতে শক্তির সংজ্ঞাই এখন বদলে গিয়েছে। যুদ্ধ এখন আর কেবল সীমান্তে নয়, যুদ্ধ চলে কে কত দ্রুত আর নির্ভুলভাবে ডিজিটাল সিদ্ধান্ত নিতে পারছে— তার ওপর। ১৯৪৭-এর সেই আদি ট্রানজিস্টার থেকে আজকের কয়েক লক্ষ কোটি ট্রানজিস্টর সমৃদ্ধ 'মাইক্রোচিপ'— আসলে আমাদের যাপনের চাকা এখন এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র চিপের পকেটে বন্দি।

ডিজিটাল সভ্যতার প্রাণভোমরা ও বিশ্ব বাজারের অঙ্ক

আজকের বিশ্ব পুরোপুরি কম্পিউটার ও ডেটা নির্ভর। ফলে যে দেশের দখলে যত উন্নত চিপ প্রযুক্তি, বিশ্ব রাজনীতি আর ভূ-কৌশলগত অবস্থানে তার পাল্লা ততটাই ভারী। এটি এক অত্যন্ত সরল অথচ কঠোর সমীকরণ। বিশ্ব অর্থনীতির গণিত বলছে, ২০২৫ সালে বিশ্বজুড়ে সেমিকনডাক্টরের বাজার ছিল প্রায় ৭০ হাজার কোটি ডলার, যা ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৬৩ লক্ষ কোটি টাকার সমান। বিস্ময়কর তথ্য হল, মাত্র এক বছর পার করে ২০২৬ সালেই এই বাজার ৮০ লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে এবং ২০৩০ সাল নাগাদ এই অঙ্ক আকাশ ছুঁয়ে দাঁড়াবে প্রায় ১৩০ লক্ষ কোটি টাকায়।

ভারত এই বিশাল যজ্ঞের এক অন্যতম প্রধান ঋত্বিক হতে চায়। ভারতের নিজস্ব সেমিকনডাক্টর বাজার ২০৩০ সালের মধ্যে প্রায় ৯ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছানোর লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে। তবে ভারতের দীর্ঘদিনের একটি গভীর ক্ষত ছিল— আমদানি নির্ভরতা। আমরা চিপ ব্যবহার করতাম প্রচুর, কিন্তু দেশের মাটিতে তা বানানোর সাহস বা পরিকাঠামো ছিল না। অথচ একটি চমকপ্রদ তথ্য আমাদের গর্বিত করে— গোটা বিশ্বে চিপের 'নকশা' বা ডিজাইনের নেপথ্যে যে মেধা কাজ করে, তার প্রায় ২০ শতাংশই ভারতীয় প্রকৌশলী। অর্থাৎ মেধা ভারতের, কাঁচামাল বা বালুও হাতের কাছে— শুধু অভাব ছিল উপযুক্ত পরিবেশের। এই বৈপরীত্য ঘোচাতেই ভারত এখন পা বাড়িয়েছে 'সিলিকন রুট'-এ।

ইন্ডিয়া সেমিকনডাক্টর মিশন : এক নতুন যুগের পদধ্বনি

২০২১ সালটি ভারতের প্রযুক্তির ইতিহাসে এক সন্ধিক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। সে বছর কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা থেকে 'ইন্ডিয়া সেমিকনডাক্টর মিশন' বা আইসিএম-এর ছাড়পত্র মেলে। প্রায় ৭৬ হাজার কোটি টাকার এক বিশাল বাজেট ঘোষণা করে সরকার বুঝিয়ে দেয় যে ভারত এখন এই দৌড়ে অত্যন্ত সিরিয়াস। আইসিএম একটি কেন্দ্রীয় সংযোগস্থল হিসেবে কাজ করছে, যার লক্ষ্য হল সেমিকনডাক্টর তৈরির বিভিন্ন ধাপে নিযুক্ত দেশি-বিদেশি সংস্থাগুলোকে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত আর্থিক ভরতুকি দেওয়া। এরই সুফল হিসেবে ২০২৩ থেকে ২০২৫-এর মধ্যে দেশের মাটিতে ১০টি মেগা প্রকল্পের অনুমোদন এসেছে, যেখানে মোট লগ্নির পরিমাণ ১.৬ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি।

এই মহাযজ্ঞের প্রধান জ্বালানি হল দক্ষ জনশক্তি। শুধুমাত্র কলকারখানা বসালেই হবে না, প্রয়োজন লক্ষ লক্ষ কুশলী হাত। সেই লক্ষ্যে 'অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেকনিকাল এডুকেশন' ইতিমধ্যেই আইসি বা ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট তৈরির বিশেষ পাঠ্যক্রম চালু করেছে। আগামী দশকে ৮৫ হাজার দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ শুরু হয়েছে।

কালিকটের আধুনিক প্রশিক্ষণকেন্দ্র থেকে ইতিমধ্যেই কয়েক হাজার প্রকৌশলী প্রশিক্ষিত হয়ে বেরিয়েছেন। ২০২৫ সালে নয়ডা ও বেঙ্গালুরুতে ৩ ন্যানোমিটারের মতো অত্যন্ত আধুনিক চিপের নকশা করার কেন্দ্র উদ্বোধন করে ভারত বুঝিয়ে দিয়েছে, লড়াইটা শুধু উৎপাদনের নয়, মেধার শ্রেষ্ঠত্বেরও।

লগ্নির ভূমি ও মেগা প্রোজেক্টের কর্মযজ্ঞ

ভারতের এই চিপ-বিপ্লবের প্রধান সারথি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে টাটা গোষ্ঠী। গুজরাটের ঢোলেরাতে তাইওয়ানের বিখ্যাত 'পাওয়ার চিপ সেমিকনডাক্টর ম্যানুফ্যাকচারিং কর্পোরেশন'-এর সঙ্গে যৌথভাবে প্রায় ৯১ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে গড়ে উঠছে এক বিশাল সিলিকন সাম্রাজ্য। এখান থেকে প্রতি মাসে উৎপাদন হবে ৫০ হাজার 'সিলিকন ওয়েফার', যা চিপ তৈরির মূল ভিত্তি। অন্যদিকে, উত্তর-পূর্ব ভারতের আসামের জাগিরোডে টাটার ২৭ হাজার কোটি টাকার প্রকল্পটি হবে এক অনন্য কেন্দ্র। সারা বিশ্ব থেকে আসা কয়েক কোটি চিপের গুণমান যাচাই এবং পরীক্ষার গুরুভার থাকবে 'টাটা সেমিকনডাক্টর অ্যাসেম্বলি অ্যান্ড টেস্ট' বা টিএসএটি কোম্পানির ওপর।

গুজরাটের সানন্দ এখন ভারতের সেমিকনডাক্টর হাবে পরিণত হয়েছে। আমেরিকার 'মাইক্রন টেকনলজি' সেখানে ২৫ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে, যার কারখানা তৈরির কাজ ২০২৬-এর শুরুতেই পূর্ণগতিতে শুরু হয়েছে। পাশাপাশি 'কেনেস সেমিকন'-এর ৩ হাজার কোটি টাকার বেশি লগ্নির প্রকল্পটিও দ্রুত রূপ নিচ্ছে। উত্তরপ্রদেশের জেওয়ারে 'এইচসিএল' ও 'ফক্সকন'-এর হাত ধরে গড়ে উঠছে আরও এক ওয়েফার উৎপাদনকেন্দ্র। এই প্রতিটি নাম ভারতের শিল্প-মানচিত্রে একেকটি সাফল্যের স্তম্ভ।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং ভবিষ্যতের বাজার সমীকরণ

কেন এই বিপুল আয়োজন? কারণ আগামীর চাহিদা কোনও ভৌগোলিক সীমানায় আটকে নেই। স্কুলের সাধারণ প্রবন্ধ লেখা থেকে শুরু করে মহাকাশ গবেষণার জটিলতম অঙ্ক— আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এখন আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো জীবনের অঙ্গ। আর এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ফুসফুস হল এই মাইক্রোচিপ। সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ৫জি টেলিকম এবং পরিবেশবান্ধব ইলেক্ট্রিক গাড়ি বা ই-ভেহিকল-এর জনপ্রিয়তা। একটি ইলেক্ট্রিক গাড়িতে যে পরিমাণ চিপ লাগে, তা সাধারণ গাড়ির কয়েকগুণ। ফলে ভারতের এই প্রকল্পগুলো যে এক বিশাল তৈরি বাজার হাতের মুঠোয় পাবে, তা নিশ্চিত।

বাজারের এই উজ্জ্বল সম্ভাবনা লগ্নিকারীদের মধ্যেও এক উন্মাদনা তৈরি করেছে। লগ্নিকারীদের কাছে শুধু উৎপাদনের লভ্যাংশ নয়, কোম্পানির 'মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন' বা বাজারমূল্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ২০২৫ সালে দেখা গিয়েছে, চিপ তৈরির শীর্ষ ১০টি কোম্পানির বাজারমূল্য তাদের মোট উৎপাদনের তুলনায় ১৩ গুণ বেশি। অর্থাৎ, লগ্নিকারীদের লাভের অঙ্ক এখানে আকাশচুম্বী। তাই লগ্নির এই জোয়ার সহসা থামার কোনও সম্ভাবনা নেই।

আগামীর চ্যালেঞ্জ ও সোনা-বাঁধানো সিঁড়ি

তবে এই 'অতি সুমধুর' চিত্রের আড়ালে লুকিয়ে আছে কিছু কঠিন সত্য। বিশ্ব বাজারের সিংহভাগ আজ আমেরিকার দখলে, আর উৎপাদনের শক্ত ঘাঁটি হল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো। তারা কেউ বিনা যুদ্ধে এক ইঞ্চি জমিও ভারতকে ছেড়ে দেবে না। ভারতের সামনে আসল চ্যালেঞ্জ হল একদিকে লাল ফিতের ফাঁস থেকে মুক্তি পাওয়া, আর অন্যদিকে উন্নত প্রযুক্তি ও স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির যুগেও সাধারণ মানুষের জন্য কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা।

সেমিকনডাক্টর শিল্প মূলত যান্ত্রিক উৎকর্ষের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু সেই যন্ত্রের পেছনে থাকা ভারতীয় শ্রমিকের হাত যেন অবহেলিত না হয়। ভারতের লড়াইটা তাই শুধু প্রযুক্তির নয়, লড়াইটা আত্মমর্যাদার। যদি আমরা মেধা, পরিকাঠামো এবং সরকারি সদিচ্ছাকে এক সুতোয় বাঁধতে পারি, তবেই সামনে সোনা-বাঁধানো সিঁড়ি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। সিলিকন চিপ আজ প্রমাণ করে দিয়েছে— আকারে ক্ষুদ্র হলেও তার ক্ষমতা অসীম। ইতিহাস যখন সিলিকন দিয়ে লেখা হচ্ছে, তখন ভারত আর শুধু সেই ইতিহাসের পাঠক থাকতে রাজি নয়; সে এখন নিজের ভাগ্য লেখার কলমটিও হাতে ধরতে প্রস্তুত। রাজনৈতিক স্তুতির চেয়েও বড় প্রয়োজন এখন নিবিড় প্রস্তুতি— যাতে ভারতের এই 'ম্যাক্রো' দৌড় বিশ্বজয়ে সফল হয়।

(লেখক সাংবাদিক)

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। **Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in**

সংস্কারের অভাবে বেহাল মানঝা সেতু। -সংবাদচিত্র

মানঝায় আর কবে নতুন সেতু

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৭ ফেব্রুয়ারি : সেতুতে উঠতেই চোখে পড়বে পূর্ত দপ্তরের সাইনবোর্ডে বড় বড় অক্ষরে স্পষ্টভাব লেখা 'দুর্বল সেতু'। মানঝা নদীর ওই সেতু দিয়ে ভারী যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি আছে। এই পরিস্থিতিতে মানঝা সেতুর হাল বালাসন বা দুধিয়ার সেতুর মতো হবে না তো, তা নিয়ে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। প্রবল বর্ষণে নদী বিপর্যয়ের জেরে বালাসন ও দুধিয়া সেতুর ভয়াবহ পরিণতি হয়েছিল। পিলার পর্যন্ত ভেঙে গিয়েছিল। ফলে শিলিগুড়ি মহকুমার নকশালবাড়ি ব্লকের বেলডাঙ্গির মানঝা সেতুর পরিস্থিতি নিয়েও প্রশ্ন ওঠাটা স্বাভাবিক। পূর্ত দপ্তরের তরফে মানঝার ওপর নতুন সেতু তৈরির জন্য গত বছরের ২১ মার্চ নির্দেশিকা জারি করে টেন্ডার ডাকা হয়। নয়া ট্রাস সেতুর জন্য প্রায় ৭ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দও হয়। কিন্তু প্রায় এক বছর অতিক্রান্ত হতে চললেও কেন ট্রাস সেতু তৈরির কাজ শুরু করা গেল না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

নকশালবাড়ি, ত্রিহানা ও বাগডোগরার মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন মানঝা সেতুর মধ্যে দিয়েই হয়। তাছাড়া নকশাবাড়ি, খড়িবাড়ি, পানিট্যাঙ্কি সহ আশপাশের এলাকার বাসিন্দারা মিরিক, দার্জিলিং, কার্সিয়াং কিংবা দুধিয়ার দিকে যাওয়ার ক্ষেত্রে মানঝা সেতুটি ব্যবহার করেন। কিন্তু টেন্ডার প্রক্রিয়া এক বছরেও শেষ না হওয়ায় সেতুর কাজ শুরু হয়নি বলে অভিযোগ। যদিও সেতুর কাজ নিয়ে পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকরা কার্যত মুখে কুলুপ এঁটেছেন। বিষয়টি নিয়ে শনিবার পূর্ত দপ্তরের নর্থবেঙ্গল কনস্ট্রাকশন সার্কেল ২-এর চিফ ইঞ্জিনিয়ার এএস পণ্ডিত শুধু বলছেন, 'সেতুটির কাজ শুরুর বিষয়টি আমার ঠিক জানা নেই। যা বলার পুরোটা ওই সার্কেলের সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনায়ার বলতে পারবেন।'

এদিকে, সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার রাজীব সরকারকে তিনবার ফোন করা হলে দুইবার ফোন বেজে গেলেও কোনও সাড়া মেলেনি (বেলা ৩টে বেজে ৩ মিনিট, সন্ধ্যা ৭টা বেজে ১ মিনিট)। একবার তিনি ফোন কেটে দেন (বেলা ৩টা বেজে ৯ মিনিট)। অন্যদিকে, সেতু তৈরির কাজ কেন শুরু হয়নি, তা জানা নেই বলে জানিয়েছেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ। তিনি বলছেন, 'ভারী যান চলাচল বন্ধ রয়েছে। কেন পূর্ত দপ্তর কাজ শুরু করেনি, তা নিশ্চিতভাবে খোঁজ নিয়ে দেখছি।'

- দুর্বল মানঝা সেতু দিয়ে ভারী যান চলাচল বন্ধ করা হয়েছে
- সেখানে ট্রাস সেতুর জন্য প্রায় ৭ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দও হয়
- কিন্তু নির্দেশিকা জারির প্রায় এক বছর অতিক্রান্ত হতে চললেও সেতুর কাজ শুরু হয়নি

নকশালবাড়ির বেলডাঙ্গির বাসিন্দা রাহুল নাগাসিয়ার কথায়, 'গত বছর পুজোর সময় নদী বিপর্যয়ে দুধিয়ার সেতুর পিলার ভেঙে গিয়ে যান চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এই সেতু তৈরি না হলে ভবিষ্যতে বড় বিপর্যয় হতে পারে।'

এলাকার আরেক বাসিন্দা হিরণ মুন্ডার কথায়, 'এক বছর আগে যদি সেতু তৈরির নোটিশ হয়ে যায়, তবে এতদিনে নিশ্চিতভাবে কাজ শুরু হয়ে যাওয়ার কথা। এই সেতুর কাজ দ্রুত শুরু করার দাবি জানাচ্ছি।'

পরিত্যক্ত চা বাগানে সর্ষে চাষ

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ৭ ফেব্রুয়ারি : বীরপাড়া থানার ভুটান সীমান্তের বান্দাপানি চা বাগানটি অচল মাস ছয়েক ধরে। অথচ বাগান পরিচালনার দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেনি মেরিকো টি কোম্পানি। খাতায়-কলমে বাগানের পরিচালক সংস্থা থাকলেও দীর্ঘদিন ধরে সেখানে কোনও ম্যানেজার নেই। শ্রমিকরা কমিটি গড়ে চা পাতা বিক্রি করে কোনওমতে চালাচ্ছিলেন এতদিন। বর্তমানে সেই পাতা তোলাও বন্ধ রয়েছে। ফলে রুজির সংস্থানে বাগান ছাড়ছেন শ্রমিকরা।

এই পরিস্থিতিতে বান্দাপানির পঞ্চায়েত প্রধান ধান্য মিঞ্জ সহ এলাকার কয়েকজন বাসিন্দা বাগানের পড়ে থাকা কয়েক হেক্টর জমিতে সর্ষে চাষ শুরু করেছেন। শ্রমিকরা ১৬০ টাকা মজুরিতে সেখানে কাজ করছেন। কার্যত বাগান থেকে হাত গুটিয়ে নেওয়া মেরিকো টি কোম্পানির কর্ণধার সুরজিৎ বক্সীর কাছেও বাগানের জমি এভাবে 'দখল' হয়ে যাওয়ার কোনও খবর নেই। বাগানে সর্ষে চাষ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, 'আমি খোঁজ নিচ্ছি।'

পরিত্যক্ত বান্দাপানি বাগান পরিচালনার দায়িত্ব খাতায়-কলমে দেওয়া হয়েছে মেরিকো টি কোম্পানিকে। কিন্তু আবেদন জানিয়েও তারা বাগানের জমির লিজ অধিকার পায়নি। ফলে ব্যাংক ঋণ পাওয়া সহ বিভিন্ন কাজে সমস্যায় পড়তে হয়েছে পরিচালন কর্তৃপক্ষকে। এই অবস্থায় বাগানে নতুন করে বিনিয়োগেও বড় সমস্যা চলছে। বাগানের এই অচলাবস্থার মধ্যেই সেখানে জমি দখল করে সর্ষে চাষ শুরু করেছেন স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান সহ কয়েকজন। আলিপুরদুয়ারের অতিরিক্ত শ্রম কমিশনার গোপাল বিশ্বাস জানান, ওই চা বাগানের জমি এখন সরকারের। সর্ষে চাষ নিয়ে তাঁর কাছে তথ্য নেই। তাঁর বক্তব্য, 'সরকারের কোনও জমিতেই বিনা অনুমতিতে চাষাবাদ করা যায় না। আবার এনিয়ে শ্রম দপ্তরের কিছু করারও নেই।' আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসক আর বিমলাকে মেসেজ পাঠানো হলেও তিনি তা দেখার পর উত্তর দেননি।

বান্দাপানিতে সর্ষেখেতে মহিলা শ্রমিকরা।

বান্দাপানি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেতা টেম্পু ওরাওঁ বলছেন, 'এভাবে চা বাগানের জমিতে চাষাবাদের নিয়ম নেই। কারণ বাগানটি একটি নির্দিষ্ট সংস্থার আওতায় রয়েছে। অথচ কেউ কেউ কাঁচা পাতা বিক্রি করে ফায়দা লুটছেন। এদিকে শ্রমিকদের ভাত জুটছে না।' পঞ্চায়েত প্রধানই জানান, প্রায় ১ হাজার বিঘা জমি ঝোপঝাড় কেটে সর্ষে চাষ করা হয়েছে। তিনি বলছেন, 'আমি একা নই, এলাকার আরও ৮-১০ জন মিলে জমি চাষ করেছি।' প্রধানের দাবি, 'ঝোপঝাড়ে ঢাকা জমিগুলি চিতাবাঘের আখড়ায় পরিণত হয়েছিল। মাঝে মাঝে হাতিও আশ্রয় নিত। তাই ঝোপঝাড় কেটে সর্ষে চাষ করা হয়েছে। জমি ফেলে রাখার চেয়ে চাষ করা ভালো।'

সুশীলা কেরকেট্টা, সংগীতা কেরকেট্টা, প্রতিমা ওরাওঁরা জমি থেকে সর্ষে তোলার কাজ করছিলেন। জমিতেই মেশিনে সর্ষে ঝাড়াই করার ফাঁকে সুশীলা বলছিলেন, 'বাগানে এখন পাতা তোলা বন্ধ। চা গাছ ছাঁটাই করা, নালা কাটার কাজ করলে সারাদিনে ১০০ টাকা করে মজুরি পাওয়া যায়। এখানে তো ৫০ টাকা করে বেশি পাচ্ছি। তাই প্রধানের জমিতে কৃষিকাজ করছি।'

কিউআর কোডে নিগমের বাসভাড়া শীঘ্রই

শিলিগুড়ি, ৭ ফেব্রুয়ারি : 'খুচরো নেই। বলছি, দাদা খুচরো দিন।' যে কোনও রুটের বাসে উঠলেই কনডাক্টরের মুখে এহেন চিরাচরিত বাক্য শোনা যাবেই। তবে এখানেই অবশ্য শেষ হয় না। খুচরো ইস্যুতে আকছার চলন্ত বাসেই যাত্রী ও কনডাক্টরের মধ্যে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়ে যায়। এবার চিরতরে সেই সমস্যার সমাধান করতে চলেছে এনবিএসটিসি। মার্চেই শুরু হতে চলেছে ডিজিটাল পেমেন্ট পরিষেবা। এর আগেও অবশ্য একাধিকবার সংস্থা এমন আশ্বাস দিলেও বাস্তবায়িত হয়নি। নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় বলেন, 'খুচরোর সমস্যা মেটাতে এবার আমরা প্রযুক্তির সাহায্য নিচ্ছি। শীঘ্রই ডিজিটাল পেমেন্ট পরিষেবা চালু হবে। প্রাথমিকভাবে দিন পনেরোর মধ্যেই কোচবিহার ডিপোয় পরীক্ষামূলকভাবে তা চালু করা হবে।'

নিগম সূত্রে খবর, ডিজিটাল পেমেন্ট চালুর ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। মার্চেই প্রতিটি রুটের বাস সহ ডিপোয় এই পরিষেবা আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করা হবে। এক্ষেত্রে ডাইনামিক কিউআর কোড চালু করা হবে। বাসের ক্ষেত্রে ওই কোড ইটিএম স্ক্রিনে ফুটে উঠবে। নির্দিষ্ট ওই কোড স্ক্যান করে যাত্রীরা বাস ভাড়া মেটাতে পারবেন। মিলবে টিকিট।

খুচরোর সমস্যায় জেরবার শিলিগুড়ি ডিপোর এক কনডাক্টর পঙ্কজকুমার রাহা বলেন, 'বহু যাত্রীই ১৮ কিংবা ২৩ টাকা ভাড়া মেটাতে আমাদের হাতে ১০০ টাকা তুলে দেন। খুচরো চাইলেই বাকবিতণ্ডা শুরু হয়ে যায়। সেই সমস্যা মেটাতে ব্যক্তিগত উদ্যোগে আমরা প্রতিদিনই ১,০০০ থেকে ১,২০০ টাকা খুচরো নিয়ে তারপরই বাসে উঠি। আমরা চাই খুচরো সমস্যার দ্রুত সমাধান হোক।' সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাই জানান, সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের কাজ চলছে। মার্চে ডিজিটাল পেমেন্ট পরিষেবা চালু হয়ে যাবে।

বালুরঘাটের কাছে কাটানায় ভলিবল খেলার ছবিটি তুলেছেন মাজিদুর সরদার।

বিক্ষোভ পাঞ্জিপাড়ায়

নিকাশি ব্যবস্থার বালাই নেই

মহম্মদ আশরাফুল হক

গোয়ালপোখর, ৭ ফেব্রুয়ারি : আবর্জনা জমে নিকাশিনালা একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ফলে নোংরা জল উপচে পড়ছে রাস্তার উপর। এই অবস্থায় রাস্তার বেশ কিছু অংশে জল জমে রয়েছে। গোয়ালপোখরের পাঞ্জিপাড়া বাজারের এমন পরিস্থিতিতে ক্ষোভ জমছে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। শনিবার রাস্তা ও নিকাশিনালার অবস্থা নিয়ে বাসিন্দারা বিক্ষোভ দেখান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান বিজেপি নেতা গোলাম সারওয়ার প্রমুখ। তিনি পাঞ্জিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ ও তৃণমূলের সমালোচনা করেন। বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে এধরনের সমস্যা থাকতে পারে না।' বাসিন্দাদের আশ্বস্ত করে বলেন, 'আপনাদের সমস্যাগুলি নিয়ে বিডিওকে তদন্ত করার কথা বলব। যদি না হয়, আমরা চুপ করে থাকব না।'

চন্দন সাহা নামে আরেক স্থানীয় বাসিন্দা বলছেন, 'প্রতিদিন এই নোংরা জলের মধ্যে দিয়ে হেঁটে বাড়ি থেকে বেরোতে হয়। জুতো, কাপড় সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বাচ্চারা স্কুলে যেতে পারছে না ঠিকমতো। পচা গন্ধে টেকা দায়। প্রশাসনের কাছে বারবার বলেও কোনও কাজ হয়নি।' আশিফ রেজা নামে এক বাসিন্দার কথায়, 'এই জমা নোংরা জলের মধ্যে মশামাছির উপদ্রব বাড়ছে। পাঞ্জিপাড়া একটি ঘিঞ্জি এলাকা। ডেঙ্গির হটস্পট হিসেবে পরিচিত। যে কোনও সময় বিপদ ঘটতে পারে।'

পাঞ্জিপাড়া বাজারের ব্যবসায়ী সৌরভ বিশ্বাস বলছেন, 'গত কয়েক মাসে পঞ্চায়েত অফিস ও ব্লক প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছি। কিন্তু কোনও সাড়া মেলেনি। শনিবার সকালে এলাকার কয়েকশো বাসিন্দা রাস্তায় জড়ো হয়ে প্রতিবাদ জানান এবং দ্রুত নালা পরিষ্কারের দাবি তোলেন।' তিনি বলেন, 'যদি এখনই ব্যবস্থা না নেওয়া হয়, তাহলে আমরা আরও বড় আন্দোলনে নামতে বাধ্য হব।'

বাজারে জমে আছে জল।

এদিকে, পাঞ্জিপাড়া পঞ্চায়েতের প্রধান অবেদুল্লা শামস বলেন, 'রাস্তা ও নিকাশিনালার টেন্ডার ইতিমধ্যেই পাশ হয়ে গিয়েছে। আগামী বুধবার থেকে কাজ শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। তার আগে বিজেপি নেতা গোলাম সারওয়ার জানতে পেরে এখানে এসে নাটক করলেন। যখন কাজ শুরু হবে তখন বলবেন, আন্দোলনের জেরে হয়েছে।'

তবে স্থানীয় বাসিন্দারা এই আশ্বাসে আর ভরসা রাখতে পারছেন না। তাঁদের বক্তব্য, পাঁচ বছর ধরে নিকাশিনালা ও রাস্তা নিয়ে সমস্যা রয়েছে। কাজ শুরু হলে তবেই বুঝতে পারবেন, সত্যিই প্রতিশ্রুতি পূরণ হচ্ছে কি না।

পাচারকারী ধৃত

খড়িবাড়ি, ৭ ফেব্রুয়ারি : রাতের অন্ধকারে মেচি নদী পেরিয়ে সীমান্তের ওপারে মাদক পাচারের চেষ্টা করতে গিয়ে পুলিশের জালে ধরা পড়ে গেলেন নেপালের এক তরুণ। নেপালের ইটভাটা এলাকার বাসিন্দা সঞ্জীব চৌধুরী নামে ওই তরুণের কাছ থেকে ২০৩ গ্রাম ব্রাউন সুগার পাওয়া গিয়েছে। খড়িবাড়ি থানার পুলিশ শুক্রবার রাতে নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি ডাঙ্গিবস্তি এলাকায় হানা দেয়। সঞ্জীব হেঁটে মেচি নদী পেরিয়ে নেপালের দিকে যাচ্ছিলেন। তাঁকে আটক করে তল্লাশি চালিয়ে তাঁর জ্যাকেটের পকেট থেকে দুই প্যাকেট ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়। খড়িবাড়ি থানার ওসি অনুপ বৈদ্য বলেন, 'আজ ধৃতকে আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।'

কুয়াশায় কনটেনারে ধাক্কা বাইকের

পথ দুর্ঘটনায় মৃত দুই পড়ুয়া সহ ৩

রামপ্রসাদ মোদক

রাজগঞ্জ, ৭ ফেব্রুয়ারি : ইদানীং কুয়াশার প্রকোপ বেশ কমলেও শনিবার সকালে তা ফের কিছুটা প্রকট হয়। আর এরই জেরে ঠিকমতো দেখতে না পেরে কনটেনারে ধাক্কা মেরে বাইক আরোহী তিনজনের মৃত্যু হল বলে অভিযোগ উঠেছে। রাজগঞ্জ থানার অন্তর্গত তুঁতবাগান এলাকায় আমবাড়ি-হাতি মোড় সড়কের ঘটনা। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতরা হলেন কর্ণদেব মণ্ডল (৩২), দীপঙ্কর মজুমদার (২০) ও শুভাশিস ওরাওঁ (২০)। প্রথম দুজন মগরাডাঙ্গি এবং অন্যজন আমবাড়ি বিজনেস কলোনি এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। কর্ণদেব একটি বেসরকারি সংস্থার কর্মী ছিলেন। দীপঙ্কর ও শুভাশিস বলাইগছের একটি বেসরকারি কলেজে পড়াশোনা করতেন। পুলিশ সময়মতো ব্যবস্থা নিলে এই দুর্ঘটনা এড়ানো যেত বলে দাবি উঠেছে। রাজগঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বলাইগছের পঞ্চায়েত সদস্য শ্যামলচন্দ্র রায় বলেন, 'শুক্রবার রাত থেকে কনটেনারটি রাস্তার প্রায় তিন ভাগ অংশ দখল করে দাঁড়িয়ে ছিল। পুলিশ সেটি সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করলে বা গাড়িটির সামনে আলো জ্বালিয়ে রাখার ব্যবস্থা করলে মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনাটি হয়তো এড়ানো যেত।' গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে বলে ডিএসপি (সদর) পার্থকুমার সিনহা আশ্বাস দিয়েছেন।

যাঁরা মারা গিয়েছেন, তাঁরা সকলেই কাছাকাছি এলাকায় থাকতেন। কর্ণদেব এদিন একটি বাইকে করে বাকি দুজনকে এদিন সকালে কলেজে পৌঁছে দিতে যাচ্ছিলেন। সেই সময় হরিহর হাইস্কুল পেরিয়ে তুঁতবাগান এলাকায় একটি কনটেনারে তাঁদের বাইকটি ধাক্কা মারে। অভিযোগ, কনটেনারটি যে রাস্তার বেশিরভাগ অংশ জুড়ে রয়েছে তা কুয়াশার জন্য বাইকচালক দেখতে পারেননি। ফলে তিনি সরাসরি সেটিকে ধাক্কা মেরে বসেন। স্থানীয় সূত্রে খবর, শুক্রবার রাতে চালক কনটেনারটিকে ঘোরাতে গেলে কোনও যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে অসফল হন। নির্দিষ্ট একটি কোণ পর্যন্ত সেটিকে ঘোরানো গেলেও গাড়িটিকে তারপর আর সোজা করা যায়নি। গভীর রাত থেকে সেটি সেই অবস্থাতেই রাস্তায় পড়ে ছিল।

- রাস্তা আটকে থাকা একটি কনটেনারে ধাক্কা বাইকের, ঘটনাস্থলেই দুজনের মৃত্যু
- পরে হাসপাতালে আরেকজন মারা যান, কুয়াশার কারণেই দুর্ঘটনা বলে আশঙ্কা
- প্রশাসন সময়মতো ব্যবস্থা নিলে দুর্ঘটনা এড়ানো যেত বলে দাবি উঠেছে

সংঘর্ষে কর্ণদেব ও শুভাশিস ঘটনাস্থলেই মারা যান। দীপঙ্করকে ফুলবাড়ি এলাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু পরে তিনিও মারা যান। বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সদস্য দেবাশিস দে'র বক্তব্য, 'প্রশাসন একটু সক্রিয় হলেই এই দুর্ঘটনা এড়ানো যেত। তাদের এই গাফিলতি কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।'

এলাকার এক বাসিন্দার কথায়, 'এদিন ওরা বাইকে করে কলেজে যাচ্ছিল। কিন্তু সেই যাওয়াই যে শেষ যাওয়া হবে তা কেউবা ভাবতে পেরেছিল।' বাসিন্দারা প্রশাসনের দিকেই অভিযোগের আঙুল তুলেছেন। এলাকার একজন বললেন, 'কেউ কেউ মনে করতে পারেন কর্ণদেবদের বাইকের গতি বেশি ছিল। কিন্তু রাস্তার মধ্যে প্রায় আড়াআড়িভাবে কোনও কনটেনার পড়ে থাকলে আর তা দেখতে না পেলে কম গতিতে থাকা যানও সমস্যায় পড়তে বাধ্য।'

মৃত্যু শ্রমিকের

খড়িবাড়ি, ৭ ফেব্রুয়ারি : পাথরবোঝাই ডাম্পারের ধাক্কায় জাতীয় সড়কে এক নির্মাণশ্রমিকের মৃত্যু হল। খড়িবাড়িতে এই ঘটনার পরই ডাম্পার নিয়ে পালিয়ে যান চালক। রাহুল দাস (২২) নামে ওই নির্মাণশ্রমিক আলিপুরদুয়ার জেলার বাসিন্দা ছিলেন।

মৃতের বাবা উজ্জ্বল দাস বলেন, 'ছেলে রাস্তায় ঝাড়ু দিচ্ছিল। হঠাৎ একটি পাথরবোঝাই ডাম্পার ছেলেকে পিষে দিয়ে পালিয়ে যায়।' চালককে শাস্তি দেওয়ার ও ক্ষতিপূরণের দাবি তুলেছেন পরিবারের সদস্যরা। খড়িবাড়ি থানার ওসি অনুপ বৈদ্য বলেন, 'ডাম্পারটির খোঁজ চলছে।'

কোচবিহারে ফুড জোন

কোচবিহার, ৭ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়ি, কলকাতার মতো বড় শহরের ধাঁচে এবার ফুড জোন হতে চলেছে কোচবিহারে। শহরের রাসমেলার সার্কাসের মাঠে এই ফুড জোন তৈরি হবে। ফলে শহরের নতুন ল্যান্ডমার্ক হতে চলেছে এই সার্কাসের মাঠ। ফুড জোনের জন্য পুরসভা সেখানে স্টল বানিয়ে দেবে। কোচবিহারের রাজবাড়ি, মদনমোহন ঠাকুরবাড়ি সহ বিভিন্ন হেরিটেজ ভবনের আদলে এই স্টলগুলি তৈরি করা হবে। ১১ মাসের জন্য পুরসভা এই স্টলগুলি ইজারা দেবে। এতে পুরসভার যেমন আয় হবে তেমনই বিভিন্ন ব্যবসায়ীরাও এর ফলে উপকৃত হবেন। এতে খুশি কোচবিহারের তরুণ প্রজন্ম। কাউন্সিলার অভিজিৎ দে ভৌমিক (হিপ্পি) বলেন, 'আমরা পুরসভার তরফে রাসমেলার সার্কাস মাঠে ফুড জোন করার জন্য প্রশাসনের কাছে প্রস্তাব জমা দিয়েছি। তারা অনুমোদন দিলে বোর্ড মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে আমরা সেখানে তা করব।'

রেলগুমটি এলাকার তরুণ রত্নদীপ বর্মন বলেন, 'এক জায়গায় যদি আমরা রকমারি খাবার পাই, তাহলে সেটা তো খুবই ভালো। এতে পছন্দসই খাবারের জন্য আমাদের নানা জায়গায় ছোটাছুটিও করতে হবে না।'

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে ব্রেকফাস্টে ছাতু

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ৭ ফেব্রুয়ারি : এবার থেকে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের শিশুদের 'ব্রেকফাস্ট' দেওয়া হবে। সকাল সকাল অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পৌঁছানোর পরই প্রত্যেক শিশু ব্রেকফাস্ট পাবে। তারপরই শুরু হবে পড়াশোনা। দার্জিলিং জেলার পাহাড় ও সমতলের শিশুরা শীঘ্রই এই বিশেষ পরিষেবা পেতে চলেছে। জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের শিশুদের ব্রেকফাস্টের মেনুতে থাকবে ছাতু। নির্দিষ্ট পরিমাণে একদিন অন্তর সপ্তাহের তিনদিন তা শিশুদের দেওয়া হবে। আগামী সপ্তাহ থেকেই এই পরিষেবা চালু হওয়ার কথা রয়েছে বলেই জানিয়েছেন আধিকারিকরা।

ডিস্ট্রিক্ট প্রোগ্রাম অফিসার দিবাকর মিত্র বলেন, 'সরকারিভাবে নির্দেশ এসেছে। আগামী সপ্তাহ থেকেই তিনদিন সকালে প্রতিটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের শিশুদের পাতে ছাতু দেওয়া হবে। এই ছাতু পুষ্টি সহায়ক হবে।'

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, জেলার পাহাড় ও সমতল মিলিয়ে মোট ৩ হাজার ২৫২টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র রয়েছে। তার মধ্যে শুধুমাত্র সমতল এলাকায় ১ হাজার ৭৩৬টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র রয়েছে। অন্যদিকে, পাহাড় ও সমতল মিলিয়ে ৩ হাজার ২৫২টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের অধীনে কমবেশি ৭০ হাজার শিশুর নাম নথিভুক্ত রয়েছে। তাদের মধ্যে অধিকাংশ শিশুই অবশ্য সমতলের। প্রত্যেক শিশু সপ্তাহের তিনদিন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের তরফে ভাত পায়। বাকি তিনদিন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের তরফে খিচুড়ি দেওয়া হয়। এবার থেকে একদিন অন্তর সপ্তাহের তিনদিন প্রত্যেক শিশুর পাতে সকাল সকাল ছাতু দেওয়া হবে। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, প্রত্যেক শিশুর জন্য ১০.৪৪ গ্রাম করে ছাতু বরাদ্দ করা হয়েছে। পুষ্টি বিশেষজ্ঞদের দাবি, ছাতু সেবনে শিশুরা বাড়তি পুষ্টি পাবে।

জেলা প্রশাসনের তরফে জানা গিয়েছে, ছাতু দেওয়ার নির্দেশিকায় স্পষ্ট করা হয়েছে, সমতল এলাকার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে স্থানীয় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের ছাতু সরবরাহের দায়িত্ব দেওয়া হবে। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, আগামী সপ্তাহ থেকেই দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বনির্ভর গোষ্ঠী ছাতু সরবরাহের কাজ শুরু করবে। তবে পাহাড়ের ক্ষেত্রে ভিন্ন নিয়ম রয়েছে। পাহাড়ের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে কনফেডের তরফে ছাতু সরবরাহ করা হবে।

- অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে শিশুদের ব্রেকফাস্টের মেনুতে থাকবে ছাতু
- নির্দিষ্ট পরিমাণে একদিন অন্তর সপ্তাহের তিনদিন তা শিশুদের দেওয়া হবে
- প্রত্যেক শিশুর জন্য ১০.৪৪ গ্রাম করে ছাতু বরাদ্দ করা হয়েছে

এবিষয়ে পুষ্টিবিদ ডাঃ প্রজ্ঞা চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'ছাতুতে আয়রন, ফাইবার সহ প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট থাকে। যা শিশুদের স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই ভালো।'

সেতুই বদলে দিয়েছে গ্রামবাসীর জীবন

নকশালবাড়ি ব্লকের মণিরাম ও হাতিঘিসা পঞ্চায়েতের মাঝখান দিয়ে বয়ে গিয়েছে বিজলি নদী। এই নদীতে সেতু তৈরি হওয়ায় জীবনযাপন অনেক সহজ হয়েছে গ্রামবাসীর।

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ৭ ফেব্রুয়ারি : এক সময়ে নদীর একবুক জল পেরিয়ে পারাপার করতে হত গ্রামবাসীকে। বর্ষা এলেই বিজলি নদীর আতঙ্কে রাতের ঘুম উড়ে যেত হরশিং জোতের বাসিন্দাদের। সেতুর অভাবে অ্যাম্বুল্যান্সও ঢুকতে পারত না গ্রামে। ফলে রোগীকে নিয়ে চরম বিপাকে পড়তে হত গ্রামবাসীকে। তবে এখন আর সেই সমস্যা নেই। সেতু তৈরি হওয়ায় এখন কয়েক মিনিটেই নদী পারাপার সম্ভব। নকশালবাড়ি ব্লকের মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েত এবং হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় হাজার দুয়েক বাসিন্দার জীবনধারাই বদলে দিয়েছে বিজলি নদীর এই সেতু।

নকশালবাড়ি ব্লকের মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েত এবং হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েতের মাঝখান দিয়ে বয়ে গিয়েছে বিজলি নদী। দুটি গ্রাম পঞ্চায়েতের দু'পাশে মিরজাংলা বস্তি এবং হরসিং জোতের প্রায় হাজার দেড়েক বাসিন্দার বসতি। এই দুটি গ্রাম পঞ্চায়েতের মানুষের যাতায়াতের একমাত্র পথ হল বিজলি নদী। সেতু তৈরির আগে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বর্ষাকালে যাতায়াত করতেন দুই গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দারা। সেতু তৈরির আগে ধানের বস্তা মাথায় করে নদীর ওপারে নিয়ে যেতেন হরসিং জোতের বাসিন্দা বছর পঁয়শট্টির পিয়ন মুন্ডা। বললেন, 'একবার বাগানের কাজ থেকে বাড়ির ফেরার পথে নদীতে নামতেই স্রোতে ভেসে গিয়েছিলাম। সেসময়ে খানিকটা দূরে উদ্ধার করা হয় আমাকে।' সেই সময়কার ভয়ংকর যন্ত্রণা আজও ভুলতে পারেননি পিয়ন।

বিজলি নদী পারাপারের ভরসা এই সেতু।

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের বরাদ্দে সেতু তৈরি শুরু হয়েছিল। কিন্তু কাজের শুরুতেই ভয়াবহ বৃষ্টিতে নদীর গতিপথ বদলে যায়। ফলে সেসময়ে কাজ আটকে যায়। পরে নদীর নতুন গতিপথে ফের সেতুর কাজ শুরু হয়। ২০২১ সালের ডিসেম্বর মাসে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের তরফে বিজলি নদীর সেতু সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি হরসিং জোত গ্রামে যাতে নদীর জল ঢুকে না যায়, সেজন্য সেচ দপ্তরের তরফে নদীর ধারে বাঁধও নির্মাণ করা হয়। বিজলি নদীতে বাঁধ এবং সেতু পেয়ে হরশিং জোতবাসী বেশ খুশি।

অজিতা টোপ্পো নামে এক গ্রামবাসী বলেন, 'বর্ষাকালে কোনও গাড়ি গ্রামে ঢুকত না। জলকাদায় রাস্তাঘাট একেবারে বেহাল ছিল। অ্যাম্বুল্যান্স এলেও জমিদারগুড়ির রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকত। সেখান থেকে রোগীদের গাড়িতে তুলে জাবরা চা বাগানে প্রায় আড়াই কিলোমিটার ঘোরাপথ দিয়ে হাসপাতালে যেতে হত। সেতু হওয়ায় এখন গ্রামে অ্যাম্বুল্যান্স ঢুকতে পারছে।'

সেতু পেয়ে খুশি বিহারী ওড়াওঁ বলছেন, 'নদীতে সেতু না থাকায় আমরা নিজেদের জমির ধান কম দামে দালালদের কাছে বিক্রি করতাম। কারণ কোনও যানবাহন এলাকায় ঢুকতে পারত না। এজন্য মহাজনরা বেশি শ্রমিক লাগিয়ে ধানের বস্তা নদীর ওপারে নিয়ে যেত। এখন অনেক সুবিধা হয়েছে। আমরা সহজেই ধান নিয়ে যেতে পারছি।'

সেতুতে যে লাভ হয়েছে, তা মানছেন স্থানীয় সিপিএম নেতাও। সিপিএমের হাতিঘিসা অঞ্চলের এরিয়া কমিটির সম্পাদক তুফান মল্লিক বলছেন, 'সেতু হওয়ায় গ্রামের মানুষের অনেক সুবিধা হয়েছে।'

এনজেপিতে টোটোয় সিন্ডিকেট

বাইরের টোটো ঢোকায় অলিখিত নিষেধাজ্ঞা

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৭ ফেব্রুয়ারি : দিনদুয়েক আগেই জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে ভাড়া নিয়ে বচসার জেরে এক মহিলা যাত্রী ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের আরপিএফের সামনে পেটানোর অভিযোগ ওঠে টোটোচালকদের বিরুদ্ধে। এই ঘটনার পর যাত্রী নিরাপত্তা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠেছিল। এরই মধ্যে আধুনিক হতে চলা উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে ব্যস্ত নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) স্টেশনেও প্রায় একই ধরনের ছবি ধরা পড়ল। শনিবার স্টেশন থেকে বাইরে বেরোতেই যাত্রীদের ওপর টোটোচালকদের কার্যত ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখা গিয়েছে। যে ঘটনা যাত্রী নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।

প্রতিদিন হাজার হাজার পর্যটক ও নিত্যযাত্রীর আনাগোনা এনজেপি স্টেশনে। তবে ট্রেন থেকে নামতেই যাত্রীদের চরম ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে বলে অভিযোগ। সৌজন্যে স্টেশন চত্বরে থাকা টোটোচালকদের একাংশের লাগামহীন দাপট। যাত্রীদের অভিযোগ, স্টেশন থেকে বেরোতেই একশ্রেণির টোটোচালক কার্যত ঝাঁপিয়ে পড়ছেন। চলছে ইচ্ছেমতো ভাড়া হাঁকানো এবং সিন্ডিকেটরাজ। এমনকি আগাম টোটো বলে রাখলেও সেই টোটোচালককে স্টেশন চত্বরে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। সেই টোটোতে যেতে হলে প্রায় এক কিলোমিটার হেঁটে নেতাজি মোড়ের কাছে আসতে হচ্ছে।

এনজেপি স্টেশনের বাইরে টোটোর লাইন। শনিবার। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

শনিবার রাতে পাটনা থেকে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে পরিবার নিয়ে শিলিগুড়িতে আসেন জ্যোতি শা। এনজেপিতে নেমে লাগেজ নিয়ে প্ল্যাটফর্মের বাইরে বেরোতেই কয়েকজন টোটোচালক তাঁদের পিছু নেন। কিছুটা এগোতেই আরও জনা পাঁচেক ঘিরে ধরেন তাঁদের। পরিবারের সকলকেই জনে জনে জিজ্ঞাসা করতে থাকেন, কোথায় যাবেন। জ্যোতির বক্তব্য, 'এমন করে আমাদের ঘিরে ধরছিল যে হেঁটে এগোতে দিচ্ছিল না। এরপর আমি চিৎকার করলে ওরা সরে যায়।'

ভাড়ার ক্ষেত্রেও এনজেপি স্টেশনের বাইরে চলছে চরম অরাজকতা। যাত্রীদের অভিযোগ, ভাড়া চাওয়ার কোনও লিমিট নেই। শক্তিগড় কিংবা মিলনপল্লির মতো স্বল্প দূরত্বের জন্য চাওয়া হচ্ছে ১৫০ থেকে ২০০ টাকা, যা স্বাভাবিক ভাড়ার চাইতে কয়েকগুণ বেশি। পর্যটকদের দেখলেই এই ভাড়ার অঙ্ক আরও বেড়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ।

দিন পাঁচেক আগে দিল্লি থেকে এনজেপিতে নেমে টোটোতে মিলনপল্লির বাড়িতে যাওয়ার জন্যে দরদাম করছিলেন রাজু দাস। প্রথমে এক টোটোচালক ১৮০ টাকা চেয়ে বসেন তাঁর কাছে। এরপর অন্যজন এসে ১৫০ টাকা বলেন। এর থেকে কমে কেউই যাবেন না বলে ওই টোটোচালক দাবি করেন। এই পরিস্থিতিতে বাইরের টোটো ডাকার কথা বলেন রাজু। সেসময় তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হয় বাইরের টোটোকে ঢুকতে দেওয়া হবে না। বাধ্য হয়ে হেঁটে এনজেপি থেকে নেতাজি মোড়ে আসেন রাজু। সেখান থেকে আগে বলে রাখা টোটোতে করে বাড়ি ফেরেন। রাজুর কথায়, 'ওখানে রীতিমতো জুলুম চলে। যে ভাড়া চাইবে সেটাই নাকি দিতে হবে। সিন্ডিকেটের নাকি নিয়ম। বাইরের টোটো ঢুকতেই দেয় না।'

এনজেপি স্টেশনের টোটোচালক প্রদীপ দাসের বক্তব্য, 'এখন অনেক বেশি টোটো। আমাদের সিরিয়াল নম্বর অনুযায়ী চালাতে হয়। একেকজন সারাদিনে খুব বেশি হলে তিন থেকে চারটে ভাড়া যেতে পারে। এর মধ্যেই তো আমাদের সমস্ত খরচ তুলতে হবে।' বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (পূর্ব) রাকেশ সিং জানান, যা সমস্যা হচ্ছে তা ট্রাফিক বিভাগ ও পুলিশ দেখে নেবে।

অলস বিকেলে

শীতের পশম গায়ে সাইকেল সওয়ারি। শনিবার বালুরঘাটে মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি।

পকসো মামলায় গ্রেপ্তার 'কাকু'

মৃত বন্ধুর মেয়েকে কুপ্রস্তাব বৃদ্ধের

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৭ ফেব্রুয়ারি : বন্ধুর মৃত্যুর পর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন বছর ষাটের এক প্রবীণ। বন্ধুর তিন মেয়ে ও স্ত্রীর বিপদের সময় পাশে থেকে 'আপন' হয়ে উঠেছিলেন তিনি। কিন্তু, তাঁর মনের কুমতলব আঁচই করে উঠতে পারেনি মৃত বন্ধুর পরিবার। শুক্রবার মেজো মেয়ের কথা শুনে বন্ধুর স্ত্রী'র মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে। মোবাইলে মেসেজ দেখিয়ে মেজো মেয়ে মাকে জানায়, সেই কাকু তাকে প্রেম প্রস্তাব দিচ্ছেন। বাড়ির বাইরে বেরোলেই পিছু নিচ্ছেন। প্রায় ছ'মাস ধরে অত্যাচার সহ্য করে চলেছে সে। সেটাও এখন সীমার বাইরে চলে গিয়েছে।

> **ওঁর বান্ধবী হওয়ার জন্য জোর করতেন। বাইরে গেলেই পিছু নিতেন। দিনের পর দিন মানসিক অত্যাচার সহ্য করেছি। শেষমেশ মাকে বলতে বাধ্য হই।**
>
> অভিযোগকারিণী

মেয়ের থেকে শোনার পরই নিজেকে আটকে রাখেননি ওই বধূ। শুক্রবার প্রধাননগর থানায় ওই প্রবীণের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে রাতেই অভিযুক্তকে পকসো আইনে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতকে শনিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত প্রবীণ ও অভিযোগকারী পরিবার প্রধাননগর থানার একই এলাকার বাসিন্দা। টাইলসের ব্যবসার সুবাদে নির্যাতিতার বাবার সঙ্গে অভিযুক্তের পরিচয় হয়েছিল। আগে একাধিকবার ওই ব্যক্তি অভিযুক্তের থেকে ঋণ নিয়েছিলেন। তবে আচমকা মৃত্যুর পর ঋণের একাংশ মেটানো বাকি ছিল। নির্যাতিতার মায়ের বক্তব্য, 'আমার স্বামী মারা যাওয়ার পর তিন মেয়েকে নিয়ে সংসার চালাচ্ছি। অনেক কষ্টে সমস্ত টাকা শোধ করে দিয়েছি। তারপরও স্বামীর সেই বন্ধু নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন।' সেই যোগাযোগই বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াল বছর সতেরোর মেয়েটির কাছে।

পরিবারের সেই মেজো মেয়ে বলে, 'বাবার ওই বন্ধু আলাদাভাবে আমার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করতেন। হাতখরচের টাকা দেবে বলেছিলেন। প্রথমে ভাবতাম, তিনি আমার খেয়াল রাখছেন। কিন্তু ধীরে ধীরে ওঁর কথার টোন বদলে যায়। আমাকে ওঁর বান্ধবী হওয়ার জন্য জোর করতেন। বাইরে গেলেই তিনি আমার পিছু নিতেন। দিনের পর দিন মানসিক অত্যাচার সহ্য করেছি। শেষমেশ মাকে বলতে বাধ্য হই।'

যদিও অভিযুক্ত বা তাঁর পরিবারের তরফে এই ব্যাপারে কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি। প্রধাননগর থানা জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তদন্ত চলছে।

রাজবংশী ভাষার স্কুল নিয়ে তোপ বংশীর

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৭ ফেব্রুয়ারি : উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ আশ্বাস দিলেও রাজবংশী ভাষার স্কুলের ঘর নির্মাণের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে গ্রেটার নেতা বংশীবদন বর্মন অভিযোগ তুললেন। এনিয়ে তিনি মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন। বংশীবদনদের উদ্যোগে উত্তরবঙ্গজুড়ে রাজবংশী ভাষার ২০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় তৈরি করা হয়। সেগুলি সরকারি অনুমোদনও পেয়েছে। তবে পরিকাঠামোর অভাব থাকায় বর্তমানে অধিকাংশ স্কুলেরই বেহাল অবস্থা। এই পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে ঘর তৈরি করে দেওয়া হবে বলে বছরখানেক আগে উদয়ন বংশীবদনকে আশ্বাস দেন। এবিষয়ে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর তোড়জোড়ও শুরু করেছিল। কিন্তু মাঝপথেই সেই কাজ বন্ধ হয়ে যায় বলে অভিযোগ। ফলে বিধানসভা ভোটের আগে এই ইস্যুতে বংশীবদন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন।

গ্রেটার নেতার কথায়, 'স্কুলগুলির পরিকাঠামো একদমই ভালো নেই। ঘর তৈরি করে দেবেন বলে মন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু আর কথা রাখেননি।' যদিও এবিষয়ে উদয়ন সংবাদমাধ্যমের কাছে কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

উদয়ন গুহর সঙ্গে বংশীবদন বর্মনের তিক্ততার কথা কারও অজানা নয়। প্রকাশ্যেই দুজনায় দুজনের বিরুদ্ধে নানা গুরুতর অভিযোগ তুলেছিলেন। যা নিয়ে রাজনৈতিক মহল কার্যত সরগরম। এর আগেও রাজবংশী ভাষার স্কুলের ঘর তৈরি নিয়ে মন্ত্রী প্রতিশ্রুতি পূরণ না করায় বংশীবদন নিজেদের কর্মসূচিতেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন।

কোচবিহারের নির্বাচনগুলিতে রাজবংশী ভোট অন্যতম একটি ফ্যাক্টর। গত বিধানসভা ভোটে জেলার নয়টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে ছয়টিই বিজেপির দখলে যায়। ফলে এবারের বিধানসভা ভোটে নিজেদের আসন বাড়াতে হলে যে রাজবংশী ভোট বেশি করে কাছে টানতে হবে তা তৃণমূল কংগ্রেস নেতারা ভালোমতোই জানেন। জেলার রাজবংশী ভোট মূলত দুটি ভাগে বিভক্ত। একটি ভাগ বংশীবদনের আর আরেকটি নগেন রায়ের দিকে রয়েছে। নগেন কেন্দ্রের প্রতি ক্ষুব্ধ থাকলেও তিনি বিজেপির সাংসদ। আবার বংশীবদন তৃণমূলের সহযোগী হিসেবে পরিচিত হলেও মাঝেমধ্যেই 'বেসুরো' হন। তৃণমূল নেতৃত্বের একাংশের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কও খুব একটা ভালো নয়। এই পরিস্থিতিতে বারবার তিনি রাজবংশী ভাষার স্কুলের পরিকাঠামো নিয়ে রাজ্য সরকারকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানোয় বিধানসভা ভোটে তার কোনও প্রভাব পড়বে কি না সেদিকেই রাজনৈতিক মহল তাকিয়ে।

গ্রেপ্তার তরুণ

নকশালবাড়ি, ৭ ফেব্রুয়ারি : পুলিশের অভিযানে ব্রাউন সুগার ও কাফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত সহ গ্রেপ্তার এক তরুণ। শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে নকশালবাড়ি থানার রথখোলা রেলগেট সংলগ্ন এলাকায়। এদিন রাতে পানিট্যাঙ্কি গৌর সিং জোতের বাসিন্দা সঞ্জয় সাহানিকে আটক করে তল্লাশি করেন নকশালবাড়ি থানার পুলিশ। তাঁর পোশাকে লুকিয়ে রাখা ছিল ১৫টি কাফ সিরাপের বোতল এবং ১০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার। এনডিপিএস মামলায় পুলিশ সঞ্জয়কে গ্রেপ্তার করেন। রবিবার তাঁকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

বন্ধু চল ওই মাঠে

ময়নাগুড়ির আমগুড়িতে শুভদীপ শর্মার তোলা ছবি।

১০ কিলোমিটার দূরে গ্রামীণ হাসপাতাল

সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে অন্তর্বিভাগ দাবি

ফাঁসিদেওয়া, ৭ ফেব্রুয়ারি : ফাঁসিদেওয়ার চটহাট বাঁশগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতে একটি সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র থাকলেও, সেখানে খুব বেশি পরিষেবা পাওয়া যায় না। এই পরিস্থিতিতে জ্বর, সর্দি, পেটব্যথার মতো সমস্যা হলে এলাকায় থাকা হাতুড়েদের কাছে ছুটছেন অনেকে। কেউ আবার এলাকায় থাকা ওষুধের দোকানের উপর ভরসা করছেন। কেননা ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতালে যেতে গেলেও এই এলাকার বাসিন্দাদের প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরে যেতে হবে। এই পরিস্থিতিতে সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে ২৪ ঘণ্টা চিকিৎসা পরিষেবা চালু রাখা এবং অন্তর্বিভাগ চালু করার দাবি উঠেছে।

২০১১ সালের জনশুমারি অনুযায়ী, প্রায় ২৪ হাজার মানুষ এই এলাকায় বসবাস করতেন। স্থানীয়রা বলছেন, এত বছর পরে সেই সংখ্যা আরও কয়েক হাজার বেড়েছে। এই পরিস্থিতিতে অন্তত ১০ শয্যাবিশিষ্ট অন্তর্বিভাগ চালু হলে এলাকাবাসীর সমস্যা অনেকটাই কমবে বলে তাঁদের মত। কেননা, জরুরি ভিত্তিতে চিকিৎসার জন্য এলাকার মানুষকে ১০ কিলোমিটার দূরে ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতাল অথবা উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে যেতে হয়।

এলাকাবাসীর কথায়, রাতে কোনও অন্তঃসত্ত্বা অথবা আশঙ্কাজনক রোগীকে গ্রামীণ হাতপাতালে নিয়ে যেতে হলে কমপক্ষে ১৫০০-২০০০ টাকা গাড়ি ভাড়া দিতে হয়।

স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান তথা বর্তমান সদস্য রাজেশ মণ্ডল বললেন, 'সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে যদি অন্তত ১০ শয্যার অন্তর্বিভাগের ব্যবস্থা থাকত, তবে এই চরম ভোগান্তি থেকে রেহাই পাওয়া যেত।' স্থানীয় মহম্মদ হাপিজুলের কথায়, 'একজন স্থায়ী চিকিৎসক এবং দুজন নার্স থাকলে বড় কোনও সমস্যা না হলে এখানেই চিকিৎসা পরিষেবা মিলত।'

যদিও এলাকাবাসীকে এই সমস্যা থেকে রেহাই দিতে ২০১১-'১২ সালে এলাকায় একটি বড় স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতাল তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়। সেই মতো জায়গাও ঠিক হয়ে যায়। তবে কোনও কাজ এগোয়নি।

বিষয়টি নিয়ে ফাঁসিদেওয়ার বিএমওএইচ শাহিনুর ইসলামের বক্তব্য, 'আগে কী পরিকল্পনা হয়েছিল তা নিয়ে কিছু জানা নেই। ওই এলাকায় জনসংখ্যা অনেকটাই বেশি। তাই সেখানে অন্তর্বিভাগ চালু হলে ভালো হবে। পাশাপাশি ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতালের উপরও চাপ কমবে।'

চটহাট বাঁশগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের একমাত্র সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র। -সংবাদচিত্র

ভোটারদের খোঁজে চা বাগানে ডিএম

চোপড়া, ৭ ফেব্রুয়ারি : চোপড়ার মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় শনিবার আদিবাসী শ্রমিক মহল্লায় পরিদর্শনে আসেন উত্তর দিনাজপুরের জেলা শাসক সুরেন্দ্রকুমার মিনা। সঙ্গে ছিলেন চোপড়ার বিডিও সৌরভ মাজি, ইআরও বিপ্লব বিশ্বাস প্রমুখ। এদিন ভোটার তালিকা ধরে ধরে ভোটারদের খোঁজ নিয়েছেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা। আদিবাসী চা শ্রমিকদের মধ্যে চোপড়া ব্লকে তালিকাভুক্ত ভোটারের সংখ্যা প্রায় সাড়ে ৬০০। ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্বাচন কমিশনারের বিশেষ নির্দেশিকা মেনে ইতিমধ্যে তালিকাভুক্ত ওই ভোটারদের ব্লক প্রশাসন স্তরের শুনানি শেষে জেলা শাসকের মাধ্যমে রাজ্যের নির্বাচন কমিশন অফিসে অনুমোদনের জন্য তালিকা পাঠানো হয়েছে। সেই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এদিন জেলা শাসক সরেজমিনে পরিদর্শনে আসেন।

দেবীঝোরা ৭৫ নম্বর বুথের বিএলও সঞ্জীব মিঞ্জ বলেন, 'আমার বুথে ১০-১২ এমন ভোটার রয়েছেন, শুনানিতে তাঁরা সন্তোষজনক নথি দেখাতে পারেননি। যদিও প্রত্যেকেই স্থায়ী বাসিন্দা। এরকম এলাকায় একাধিক বুথে অধিবাসীদের সমস্যা রয়ে গিয়েছে। এই ব্যাপারে জেলা শাসক খোঁজ নেন।' চোপড়ার বিডিও সৌরভ মাজি বলেন, 'এখনও পর্যন্ত ব্লকে নো ম্যাপিং আদিবাসী চা শ্রমিক ভোটারের সংখ্যা প্রায় সাড়ে ৬০০। ইতিমধ্যে প্রত্যেকেই শুনানিতে ডাকা হয়েছিল।'

নতুন স্টপ

ইসলামপুর, ৭ ফেব্রুয়ারি : পাঞ্জিপাড়া স্টেশনে শনিবার থেকে স্টপ দেওয়া শুরু করল নিউ জলপাইগুড়ি-মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস। এদিন এই উপলক্ষ্যে স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন রায়গঞ্জের সাংসদ কার্তিকচন্দ্র পাল সহ বিজেপির নেতারা। সাংসদ জানান, সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস পাঞ্জিপাড়া স্টেশনে দাঁড়াক। সেই দাবি আজ পূরণ হল।

অ্যাম্বুল্যান্স

চোপড়া, ৭ ফেব্রুয়ারি : অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেডের উদ্যোগে শনিবার বিধাননগরের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার হাতে একটি অ্যাম্বুল্যান্স তুলে দেওয়া হয়। জানা গিয়েছে, এই অ্যাম্বুল্যান্সটি এলাকার সাধারণ মানুষের জরুরি চিকিৎসা পরিষেবার কাজে ব্যবহার করা হবে।

যত্নআত্তি।। জলপাইগুড়ি শহরে ছবিটি তুলেছেন সৌমেন রায় রানা।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

দু'পক্ষের বচসা, ধৃত ১

চোপড়া, ৭ ফেব্রুয়ারি : দু'পক্ষের পুরোনো বিবাদের ফলে সংঘর্ষের ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুক্রবার রাতে উত্তপ্ত হয়ে উঠল এলাকা। ঘটনাটি ঘটেছে চোপড়া থানার চুটিয়াখোর গ্রাম পঞ্চায়েতের কালিকাপুর এলাকায়। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। গ্রেপ্তার করা হয় একজনকে। ইসলামপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ডেনডুপ শেরপা জানিয়েছেন, ঘটনার তদন্ত চলছে। স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, পাথর ও তির ছোড়ার ঘটনা ঘটেছে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, এলাকার বাসিন্দা মহম্মদ ইসারুল ও হামিদুলের মধ্যে পুরোনো বিবাদ ছিল। এরই মধ্যে ইসারুল বাড়ির গেট তৈরির কাজ শুরু করেন। অভিযোগ, শুক্রবার সন্ধ্যায় হামিদুলের বাড়ির লোকজন গেট তৈরিতে বাধা দেন। আর এতেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। রাতে দুই পরিবার সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। যদিও এই ঘটনায় শনিবার পর্যন্ত পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ জমা করেনি কোনও পক্ষ। এদিকে ধৃত মুজফফর আলিকে শনিবার ইসলামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তিনদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। এলাকায় পুনরায় যাতে অশান্তি না ছড়ায়, সেজন্য পুলিশি নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।

খাঁচা পাতার দাবি

নাগরাকাটা, ৭ ফেব্রুয়ারি : লুকসান ভুট্টাবাড়ি বস্তিতে চিতাবাঘের হানা বেড়ে যাওয়ায় আতঙ্কিত গ্রামবাসী খাঁচা পাতার দাবিতে বন দপ্তরের বন্যপ্রাণ শাখার খুনিয়া রেঞ্জের কাছে দাবি জানালেন। সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ অফিসারের কাছে শনিবার একটি স্মারকলিপি তুলে দেন তাঁরা। তার আগে বন দপ্তরের ডায়নার রেঞ্জ অফিসার অশেষ পালকেও স্মারকলিপি প্রদান করেন তাঁরা।

স্থানীয়রা জানান, গত কয়েক মাস ধরে এলাকায় চিতাবাঘের আতঙ্ক চলছে। বস্তির কাছেই লুকসান চা বাগানে চিতাবাঘের ডেরা। সন্ধ্যা হলেই ঢুকে পড়ছে গ্রামে। বস্তিতে অনেক ছোট ছোট শিশু রয়েছে। দ্রুত খাঁচা পাতা অত্যন্ত জরুরি। খুনিয়া রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার নির্মল এক্কা বলেন, 'রবিবার সকালেই খাঁচা পাতা হবে।'

আগুনে বই পুড়লেও স্বপ্ন উজ্জ্বল প্রতিমার

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ৭ ফেব্রুয়ারি : চারিদিকে পোড়া গন্ধ। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে চোখের সামনে ছাই হয়ে গিয়েছে বাড়িটা। সেই ছাই থেকে শনিবার সকালে মাধ্যমিকের শংসাপত্র, বই খুঁজে চলেছে একাদশ শ্রেণির ছাত্রী প্রতিমা রায়।

শুক্রবার রাতে নকশালবাড়ির ঢাকনা কলোনি এলাকার বাসিন্দা অশ্বিনী রায়ের বাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। জানা গিয়েছে, তাঁদের বাড়ির পাশে থাকা বিদ্যুতের খুঁটিতে শটসার্কিটের জেরে মুহূর্তেই আগুন লেগে যায়। পাশে থাকা হরি রায়ের বাড়িটিও আগুনের লেলিহান শিখা থেকে ছাড় পায়নি। সেই বাড়িটিরও আংশিক ক্ষতি হয়।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সব হারিয়ে কার্যত দিশেহারা হয়ে পড়ে প্রতিমা। মা অশ্বিনী, বৌদি এবং একবছরের ভাইপোকে নিয়ে এক প্রতিবেশীর রান্নাঘরে রাত কাটিয়েছে তারা। বর্তমানে সেটাই তাদের মাথা গোঁজার একমাত্র সহায়। প্রতিমার কথায়, 'আগের দিন যে বাড়ির বিছানায় বসে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, সেই বাড়িটাই আর নেই। সবই এখন শুধুই ধ্বংসস্তূপ।' তবে এই সংকটের সময়েও নিজের স্বপ্ন দেখতে ভুলছে না মেয়েটি। সমস্ত বইপত্র পুড়ে গেলেও, পরীক্ষায় বসতে অনড় সে। পাড়ার এক বান্ধবীর থেকে বই নিয়ে পড়ে পরীক্ষায় বসবে বলে জানিয়েছে।

এদিকে, শনিবার সকাল থেকে প্রতিমাদের বাড়িতে নেতা, বিধায়ক, স্থানীয় মানুষদের জটলা। প্রতিবেশীদের অনেকে পোড়া বাড়ি দেখতে ভিড় জমিয়েছেন। অনেককে এদিন বলতে শোনা যায়, এত সরু রাস্তা না হলে হয়তো আরও আগে আগুন নেভানো সম্ভব হত। কেন-না, দমকল এলেও রাস্তা সরু হওয়ায় ঘটনাস্থল পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি। কোনওক্রমে কুয়ো, চাপাকল থেকে জল নিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে।

মনোরঞ্জন সিংহ নামে এলাকার এক বাসিন্দা বললেন, 'দমকলের গাড়ি ঢুকবে কী করে। কেউই এক ইঞ্চি জমি ছাড়তে রাজি নয়। সবাই রাস্তার উপর ঘরবাড়ি বানাতে প্রতিযোগিতা শুরু করে দিয়েছে।'

প্রতিমার মা অশ্বিনী জানালেন, স্বামী মারা গিয়েছেন কয়েকবছর আগেই। এক ছেলে রয়েছে। ঘটনার সময় ছেলে বাড়িতে ছিলেন না। বাড়ি পাকা করার জন্য কয়েকদিন আগেই ব্যাংক থেকে লোন নিয়েছিলেন। সেই টাকাও আগুনে পুড়ে গিয়েছে বলে দাবি তাঁর। অশ্বিনীর কথায়, 'গতকাল রাত থেকেই বৌমা, মেয়ে, নাতিকে নিয়ে প্রতিবেশীদের রান্নাঘরে আশ্রয় নিয়েছি। তারা যা দিচ্ছে সেই খাবার খেয়েই বেঁচে রয়েছি। রাজমিস্ত্রির সহায়কের কাজ করি। আগামীদিনে কীভাবে সংসার চলবে সেই চিন্তায় ঘুম আসছে না। মেয়ের পড়াশোনা, নতুন করে ঘরবাড়ি কীভাবে বানাব।'

এদিন নকশালবাড়ির বিডিও প্রণব চট্টরাজ, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গৌতম ঘোষ ক্ষতিগ্রস্ত দুই পরিবারের বাড়িতে যান। তাঁদের হাতে আর্থিক সহযোগিতা, খাবার এবং ত্রিপল তুলে দেওয়া হয়। অরুণ জানান, দুটি পরিবারকে বাংলার বাড়ি প্রকল্পে ঘর বরাদ্দ করা হয়েছে। পাশাপাশি একাদশ শ্রেণির সমস্ত বইপত্র দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকেও আর্থিক সহযোগিতা করা হবে। এদিন সন্ধ্যায় এলাকার বিধায়ক আনন্দময় বর্মন ঘটনাস্থলে যান। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার দুটিকে আর্থিক সহযোগিতা করার পাশাপাশি তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। এদিকে শিলিগুড়ির বিতর্কিত তৃণমূল কাউন্সিলার দিলীপ বর্মনও ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিবার দুটির পাশে থাকার আশ্বাস দেন।

আধপোড়া বই খুঁজতে ব্যস্ত প্রতিমা রায়। শনিবার। -সংবাদচিত্র

কারখানার গোডাউনে আগুন

শিলিগুড়ি, ৭ ফেব্রুয়ারি : ডাবগ্রাম-২'এর পাপিয়াপাড়া এলাকায় একটি কারখানায় অগ্নিকাণ্ড। তবে বড়সড়ো দুর্ঘটনার আগেই নিয়ন্ত্রণে চলে আসে আগুন। শনিবার দুপুরে ওই এলাকায় একটি স্টিল কারখানার গোডাউনে ঘটনাটি ঘটে। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে যায় আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ ও দমকলের ইঞ্জিন। কারখানার কর্মীরা জানান, গোডাউনে থাকা একটি মেশিন থেকে হঠাৎ করে আগুন বেরোতে দেখেন তাঁরা। ফায়ার এক্সটিংগুইশার দিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। ততক্ষণে খবর দেওয়া হয় দমকলবাহিনীকে। দমকলের প্রাথমিক অনুমান, কোনওভাবে শর্টসার্কিটের ফলে মেশিনে আগুন ধরে যায়।

দমকলবাহিনী জানায়, ওই ফ্যাক্টরিতে একাধিক ডোমেস্টিক গ্যাস সিলিন্ডার দেখা যায়। ঘটনার সময় গ্যাস সিলিন্ডারগুলি ফ্যাক্টরির বাইরে এনে রাখা হয়। এই সিলিন্ডারগুলি ফ্যাক্টরিতে কেন রাখা হয়েছিল এবং ফ্যাক্টরিতে সঠিক ফায়ার সেফটি ব্যবস্থা ছিল কি না, তা খোঁজ নিয়ে দেখছে দমকল বিভাগ।

কারখানার এক কর্মী জানান, তাঁরা ফায়ার সেফটি ব্যবহার করে আগুন অনেকটাই নিভিয়ে ফেলেন। এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় কোনও হতাহত ও সেরকম কিছু ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই।

ট্রাকে আগুন : শুক্রবার গভীর রাতে শিলিগুড়ি সেবক রোডে চেকপোস্টের কাছে একটি ট্রাকে আগুন লেগে যায়। দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, গাড়ির ভেতরে শর্টসার্কিটের কারণে আগুন লেগেছিল। তবে, সেসময় চালক ছিলেন না গাড়িতে। ভস্মীভূত ট্রাকটি থানায় নিয়ে যায় ভক্তিনগর থানার পুলিশ।

মিত্র সম্মিলনীর সমাবর্তন

শিলিগুড়ি, ৭ ফেব্রুয়ারি : মিত্র সম্মিলনীর ১১৭ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আগামী ২৪ এবং ২৫ ফেব্রুয়ারি শিলিগুড়ি দীনবন্ধু মঞ্চে আয়োজিত হতে চলেছে সমাবর্তন অনুষ্ঠান। শনিবার মিত্র সম্মিলনী হলে সাংবাদিক বৈঠক করে অনুষ্ঠানের কথা জানান ক্লাবের সভাপতি অশোক ভট্টাচার্য, সাধারণ সম্পাদক সৌরভ ভট্টাচার্য, কার্যনির্বাহী সভাপতি সুদীপ রাহা প্রমুখ। সুদীপ বলেন, সাংস্কৃতিক পরিচর্যার ধারক ও বাহক মিত্র সম্মিলনী। এবারের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ২৪ তারিখ স্মারক বক্তৃতা রাখবেন জনপ্রিয় বক্তা চন্দ্রিল ভট্টাচার্য। প্রথম দিন কলকাতার নিউ আলিপুর নাট্যচর্চার নাটক 'মুখ' প্রদর্শিত হবে। দ্বিতীয় দিনে ক্লাবের নিজস্ব প্রযোজনার নাটক 'শ্যামের সাইকেল' প্রদর্শিত হবে। এছাড়াও থাকছে প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী শ্রীকান্ত আচার্যের একক সংগীতানুষ্ঠান।

পাশাপাশি, এবছর মিত্র সম্মিলনীর দুর্গাপুজোর শতবর্ষ। সেই পুজোকে গোটা নগরবাসীর পুজো করে তুলতে নানা পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে বলেও জানানো হয়।

বাইক মিছিল

শিলিগুড়ি, ৭ ফেব্রুয়ারি : সিপিএমের শিলিগুড়ি ২ নম্বর এরিয়া কমিটির ডাকে বাইক মিছিল হল শনিবার। সংগঠনের নেতৃত্বের দাবি, তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির বিভাজনের রাজনীতি আর এসআইআর-এর অজুহাতে সাধারণ মানুষকে হয়রানির প্রতিবাদে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গে শিল্প ধর্মঘটের সমর্থনে তাদের এদিনের মিছিল। সেখানে পা মেলান এরিয়া সম্পাদক সৌরভ সরকার, সদস্য তানিয়া দে, নান্টু কুণ্ডু প্রমুখ।

চাই মনের মতো গোলাপ। শনিবার শিলিগুড়ি ফুল বাজারে সঞ্জীব সূত্রধরের তোলা ছবি।

প্রকাশ্যে নিভৃত কথা

আজ প্রপোজ ডে। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলেছে প্রেম নিবেদনের পদ্ধতিও। একসময় একে অপরকে মনের কথা জানানোর মাধ্যম ছিল চিঠি। এখন চিঠির জায়গায় এসেছে সোশ্যাল মিডিয়া। আগের প্রজন্ম সাদা কাগজে কবিতা লিখে মনের কথা জানাত, এখন ফোনের ইনবক্সে পৌঁছে যায় মনের অনুভূতি। প্রেম নিবেদনের পদ্ধতিতে বদল এলেও ভালোবাসার গল্পগুলি যেন একইরকমের রয়ে গিয়েছে। এরকম কিছু গল্প **প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাসের** কলমে।

চিঠিতে কথা

বাড়ির মত না থাকলেও শেষপর্যন্ত বিয়েটা নিজের পছন্দের মানুষকেই করেছিলেন সুকান্তনগরের বাসিন্দা সুজয় পাল। তিনি জানান, তাঁর স্ত্রী মিলি পালের বাড়িতে যখন তাঁদের সম্পর্কের বিষয়ে সবাই জেনে গিয়েছিলেন তখন তাঁদের একে অপরের সঙ্গে সাক্ষাৎ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাঁর কথায়, 'সেই সময় চিঠি ছিল আমাদের যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম। যে কথাগুলো কখনও সামনাসামনি বলা হয়নি সেই কথাগুলো চিঠির মধ্যে দিয়ে একে অপরকে বলতাম। চিঠির মধ্যে দিয়ে আমাদের ভালোবাসাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলাম। তাই আজ ২৯ বছর পরেও নিজেদের মধ্যে ভালোবাসাটা একইরকম রয়ে গিয়েছে।' তিনি আরও বলেন, 'খুব লাজুক ছিলাম। তাই সারাজীবন একসঙ্গে থাকবে কি না, এই কথাটাও সেই সময় চিঠিতে জিজ্ঞেস করেছিলাম।'

দিনগোনা

পাঁচ বছরের প্রেমের পর পঁয়ত্রিশ বছরের দাম্পত্য জীবন। এতগুলো বছর একসঙ্গে পার করে এলেও চন্দ্রপাল ভট্টাচার্য ও পিংকি ভট্টাচার্যের প্রথম দেখা হয়েছিল আলিপুরদুয়ারে একটি অনুষ্ঠানে। তাঁদের দুজনের মতেই, চিঠি ছাড়া প্রেম হয় না। চন্দ্রপালের কথায়, 'পিংকির দেওয়া চিঠিগুলি আমি বহু বছর যত্ন করে রেখে দিয়েছিলাম। ভালোবাসি এই কথাটা সামনাসামনি বলাটা আমার খুব কঠিন মনে হত। তাই চিঠি ছিল মনের কথা বলার সবচেয়ে সহজ মাধ্যম।' পুরোনো সেই দিনগুলির কথা মনে করতে করতে তিনি বলেন, 'মনের কথা জানিয়ে যে চিঠিটা লিখেছিলাম তার উত্তর পাওয়ার জন্য বহুদিন অপেক্ষা করেছিলাম। বেশ কয়েকদিন অপেক্ষা করার পর যখন কোনও চিঠি পাইনি তখন পিংকিকে ফের চিঠি লিখেছিলাম। তারপর অবশ্য উত্তর মিলেছিল।'

মেসেজে প্রেম

যুগ বদলেছে। সাদা কাগজে চিঠি লেখার অভ্যাস এখন আর সেরকম নেই। এখন সকলের হাতে হাতে স্মার্টফোন। সেখানেই একে অপরকে মনের কথা জানায় এই প্রজন্ম। একটি বেসরকারি কোম্পানিতে কর্মরত রয়েছেন জয় বড়ুয়া। সেখানে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল সুপ্রীতি রায়ের। একসঙ্গে কাজ করতে করতে পছন্দ হয়ে যায় সুপ্রীতিকে। ধীরে ধীরে ফোন, মেসেজে, সোশ্যাল মিডিয়াতেও কথা হতে থাকে। জয় বলেন, 'একদিন মেসেজেই সুপ্রীতিকে নিজের মনের কথা জানাই। তবে সেই মেসেজ এক বা দুই লাইনের ছিল না। তা ছিল রীতিমতো একটা চিঠি। সঙ্গে সঙ্গে না হলেও কয়েকদিন পরে সুপ্রীতি সেই প্রপোজালে সম্মতি দিয়েছিল।'

কবিতায় জয়

নিলান ঘোষ প্রেমিকার মন জয় করতে আশ্রয় নিয়েছিলেন কবিতার। নিলানের প্রেমিকা অদিতি হালদারের কথায়, 'সোশ্যাল মিডিয়াতেই একে অপরের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। নিলান মাঝেমধ্যে নানারকমের কবিতা লিখে পোস্ট করত।

কবিতাগুলো পড়তে আমারও বেশ ভালো লাগত। এরপর ধীরে ধীরে একে অপরের সঙ্গে কথা শুরু হয়। নিলান কবিতা লিখে পাঠাত, আমি সেগুলো পড়তাম।' তিনি মুচকি হেসে বলেন, 'একদিন একটা প্রেমের কবিতা লিখে আমাকে পাঠিয়েছিল। কবিতাটা আমার খুব পছন্দ হয়েছিল। সেই কথা বলতেই নিলান জানিয়েছিল কবিতাটা আমার জন্য লেখা। এরপর থেকে ধীরে ধীরে সময়ের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আরও মজবুত হয়েছে।'

অফারে নজর

সময় পরিবর্তনের সঙ্গে উৎসব অনুষ্ঠানের ধরন বদলাবে, এটাই স্বাভাবিক। তাই যা একসময় নিভৃত ছিল তা এখন ফেসবুক, ইনস্টাগ্রামের যুগে আর ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, সেটি সাজিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় তুলে ধরাটাও একটা ট্রেন্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর অন্যদের দেখে অনেকে এই ধারায় গা ভাসাচ্ছেন। আর বাজার অর্থনীতি এই বিশেষ দিনগুলোকে আরও বেশি উসকে দিচ্ছে। গিফট শপ থেকে শুরু করে রেস্তোরাঁ- সব জায়গাতেই প্রপোজ ডে উপলক্ষ্যে নানা অফারে নজর রয়েছে সকলের।

সাঁটার কাজে ভিনরাজ্যের কর্মী

পোস্টার কাণ্ডে তর্জা বাড়ছে

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৭ ফেব্রুয়ারি : গ্রামবাংলার বিভিন্ন এলাকায় নির্বাচনি পোস্টার-ফ্লেক্স সাঁটানোর বরাত পেয়েছে প্রাইভেট এজেন্সি। আর এই এজেন্সির ভিনরাজ্যের কর্মীরা পোস্টার লাগাতে এলে ঘটছে বিপত্তি। গত ২৯ জানুয়ারি মাটিগাড়ায় এমনই ঘটনা ঘটে। বিজেপির পোস্টার সাঁটাতে এসে গ্রেপ্তার হন উত্তরপ্রদেশের দুই তরুণ। যা নিয়ে মহকুমা এলাকায় রাজনীতির পারদ চড়তে শুরু করেছে। এদিকে, মাটিগাড়ার পর মালদার মানিকচকের শেরপুরাতেও শুক্রবার রাতে এমন ঘটনা ঘটেছে। বিজেপির নির্বাচনি পোস্টার লাগাতে এসে পাকড়াও হয়েছেন উত্তরপ্রদেশের দুই তরুণ সহ তিনজন। ওই কর্মীদের হিন্দিতে কথাবার্তা শুনে উদ্দেশ্য অসৎ হতে পারে বলে স্থানীয়দের মনে সন্দেহ জাগছে। দুই ক্ষেত্রেই বিজেপির পোস্টার সাঁটানো নিয়ে ঝামেলা। যা নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস বহিরাগতদের কাজে লাগানো হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলছে।

মাটিগাড়া ব্লকের তৃণমূলের যুব সভাপতি নির্মলচন্দ্র রায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। নির্মলের অভিযোগ, গত ২৯ জানুয়ারি সকালে ওই দুজন তাঁর বাড়ির দেওয়ালে বিনা অনুমতিতে বিজেপির পোস্টার লাগাচ্ছিলেন। মানা করলে ওই দুজনের মধ্যে একজন তেড়ে এসে তাঁকে মারতে থাকেন। পরে প্রতিবেশীরা এগিয়ে এলে তাঁরা পালিয়ে যান। ১ ফেব্রুয়ারি দায়ের করা সেই অভিযোগের ভিত্তিতে শুক্রবার রাতে মাটিগাড়া থেকেই দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে স্থানীয় পুলিশ। ধৃত মহম্মদ ফিরোজ ও সমীর গাজিয়াবাদের বাসিন্দা। ধৃতদের বিরুদ্ধে মারধর সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়েছে।

এদিকে, ওই ঘটনার দিন নির্মল সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও পোস্ট করেছিলেন। সেই ভাইরাল ভিডিওতে (সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ) ওই দুই তরুণকে দেখিয়ে নির্মলকে বলতে শোনা গিয়েছে, 'এরা বাইরে থেকে এসেছে অথচ বাংলা ভাষা জানে না। বাংলায় কথা বলতে পারে না। আমার অনুমতি ছাড়াই ওরা আমার দেওয়ালে পোস্টার সাঁটাচ্ছে।'

এদিকে, গোটা ঘটনায় বিজেপির সাংগঠনিক ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতারা। তাঁদের কটাক্ষ, বিজেপির পোস্টার সাঁটানোর মতো লোকবল কি মাটিগাড়ায় নেই? যদি থাকে, তবে বাইরে থেকে ছেলেদের আনা হচ্ছে কেন? শিলিগুড়ির বিধায়ক বিজেপির শংকর ঘোষের যুক্তি, 'আসলে এই ফ্লেক্স, পোস্টারগুলো বিশেষ পদ্ধতিতে লাগাতে হয়। তাই কোম্পানির লোক এসে লাগাচ্ছেন। তাছাড়া, এরাজ্যের মানুষও তো কাজের সূত্রে ভিনরাজ্যে যান। কোনও রাজ্যেই কাজে যাওয়া মানুষকে হেনস্তা করা ভালো দিক নয়।' বিধায়কের হুঁশিয়ারি, 'যদি ওই কর্মীদের অন্যায়ভাবে ফাঁসিয়ে দেওয়া হয়, তবে অবশ্যই প্রতিবাদ করা হবে।' বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির সভাপতি অরুণ মণ্ডল জানান, বিষয়টা তাঁর এখনও জানা নেই। খোঁজ নিয়ে দেখবেন।

শনিবার ধৃত ওই দুজনকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিংয়ের বক্তব্য, 'ওঁরা বিনা অনুমতিতে ফ্লেক্স লাগাচ্ছিলেন। তাছাড়া ওঁদের চালচলন সন্দেহজনক ছিল। হঠাৎ করে তাঁরা ভিনরাজ্য থেকে এখানে পোস্টার লাগাতে আসবেনই বা কেন। তাই গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'

তৃণমূলের দার্জিলিং (সমতল) জেলা কমিটির চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়ালও বলেন, 'বাইরে থেকে কারা, কেন, কী কারণে এসেছেন- এসব নিয়ে অবশ্যই তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।'

> **এরাজ্যের মানুষও তো কাজের সূত্রে ভিনরাজ্যে যান। কোনও রাজ্যেই কাজে যাওয়া মানুষকে হেনস্তা করা ভালো দিক নয়।**
> **-শংকর ঘোষ,** বিধায়ক

> **বাইরে থেকে কারা, কেন, কী কারণে এসেছেন- এসব নিয়ে অবশ্যই তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।**
> **-সঞ্জয় টিব্রুয়াল,** চেয়ারম্যান, তৃণমূলের দার্জিলিং (সমতল) জেলা কমিটি

রাজ্যকে দুষলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী

শিলিগুড়ি, ৭ ফেব্রুয়ারি : অনুপ্রবেশ থেকে শুরু করে মাদ্রাসা ইস্যুতে রাজ্য সরকারের সমালোচনায় মুখর হলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই। শনিবার শিলিগুড়িতে বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে তিনি বলেন, 'এ রাজ্যে তৃণমূল সরকার মাদ্রাসার জন্য হাজার হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করছে। অনুপ্রবেশকারীদের শিক্ষা দেবে। অনুপ্রবেশকারীদের স্থায়ী ঠিকানা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ।'

তিনি বলেন, 'যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার উত্তর-পূর্ব ভারত তথা চিকেন নেকের সুরক্ষার জন্য রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করছে, সেখানে এই রাজ্যের সরকার অনুপ্রবেশকারীদের মাথায় ছাতা ধরছে।' সীমান্তে কাঁটাতার বসাতে প্রয়োজনীয় জমি বিএসএফকে রাজ্য দিচ্ছে না বলে অভিযোগ তুলে অনুপ্রবেশ নিয়ে তৃণমূল সরকারকে বিঁধেছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। এদিন অনুপ্রবেশ ইস্যুতে তাঁর সুরেই সুর মেলান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই। এদিকে, এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানতে চেয়ে বারবার ফোন করা হলেও উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহর সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

ভ্যাট থাকতে রাস্তায় আবর্জনা

শিলিগুড়ি, ৭ ফেব্রুয়ারি : রাস্তায় রাখা রয়েছে আবর্জনা ফেলার জন্য নির্দিষ্ট ভ্যাট। কিন্তু সেই ভ্যাটে নেই আবর্জনা। জঞ্জাল ছড়ানো-ছেটানো ভ্যাটের সামনে রাস্তাজুড়ে। এবার প্রশ্ন, ভ্যাট থাকতে রাস্তায় আবর্জনা ফেলছে কে? উত্তর খোঁজার সময় কেউ বলছেন ওয়ার্ডের সাফাইকর্মীরা, আবার কেউ বলছেন বিভিন্ন ফ্ল্যাটে থাকা মানুষজন। ভ্যাট থাকতে রাস্তার মধ্যে কেন পড়ে থাকবে আবর্জনা? কথা হচ্ছে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের শাস্ত্রীনগর এলাকার।

ওই এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, রাস্তাজুড়ে আবর্জনা পড়ে রয়েছে। দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছিল, হয়তো ভ্যাট ভরে গিয়েছে। কিন্তু কাছে যেতেই ভুল ভাঙবে। ভ্যাট তো খালিই রয়েছে। তবে রাস্তায় এত আবর্জনা কেন? এই বিষয়ে ওই এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, ভ্যান পুলাররা যখন ওয়ার্ডের বিভিন্ন জায়গার থেকে আবর্জনা সংগ্রহ করে আনছেন, তা ওই ভ্যাটে না ফেলে রাস্তার মধ্যে এনে জমা করছেন। আর তা নিয়মিত পরিষ্কার না হওয়াতেই হচ্ছে সমস্যা। নীচে থাকা সেই আবর্জনাগুলি রাস্তার মধ্যে আরও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিচ্ছে কুকুর কিংবা গোরু। আর রাস্তায় চলাচলের ক্ষেত্রে দুর্গন্ধের কারণে নাকে রুমাল চাপা দিতে হচ্ছে।

প্রশাসন কেন নজর দিচ্ছে না? এই বিষয়ে শিলিগুড়ির পুরনিগমের জঞ্জাল বিভাগের মেয়র পারিষদ মানিক দে বলেন, 'এই বিষয়টা যদি সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের ওয়ার্ড কমিটি বা সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরা দেখেন, তাহলেই সমস্যা মিটে যায়। অনেকসময় ভ্যান পুলাররা তাঁদের কাজে ফাঁকি দিতে রাস্তার মধ্যেই আবর্জনা এনে জমা করছেন। তাঁরা জানেন, বড় গাড়ি এসে নিয়ে যাবে। কিন্তু এই অভ্যাস তো ঠিক নয়। বেলচা দিয়ে আবর্জনা ভ্যাটে ফেললেই কিন্তু মুশকিল আসান হয়ে যায়। বিষয়টা আমি দেখে দ্রুত ব্যবস্থা নেব।'

ওই এলাকার বাসিন্দা সুবোধ চৌধুরী বলেন, 'ওয়ার্ডের সাফাইকর্মীরা সংগ্রহ করা আবর্জনা ভ্যাটে না ফেলে রাস্তার মধ্যে এনে জমা করছেন। তা দেখে এলাকার বেশকিছু মানুষও রাস্তার মধ্যে ওই আবর্জনার স্তূপে এসে আবর্জনা ফেলছে। প্রশাসনের নজরদারি নেই। তার জন্যই এমনটা হচ্ছে। ভ্যাট থাকতে ভ্যাটে আবর্জনা না ফেলে কেন রাস্তায় ফেলা হচ্ছে? ভ্যাট খালি, এদিকে রাস্তাজুড়ে আবর্জনা!' তবে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলার শিবিকা মিত্তালের বক্তব্য, 'ওয়ার্ডে আবর্জনা নিয়মিত পরিষ্কার করা হয়।'

ফুটানির রূপ পালটালেও মোড় আছে

ইসলামপুর শহরে ফুটানি মোড় চেনেন না এমন লোক খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে এই মোড়ের একাধিক দোকানের সাইনবোর্ডে 'ফুটানি মোড়' লেখা জ্বলজ্বল করে। এক সময় ওই মোড়ে বসে ফুটানি করা বয়স্কদের মতে, সময়ের সঙ্গে ফুটানির রূপ পালটেছে। মোড় থাকলেও এখন আর ফুটানি নেই।

কী নামে ডেকে

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ৭ ফেব্রুয়ারি : 'তুই হামাকে ফুটানি দেখাবি লয়, বেটা তুকেই কিনে লিবো', 'মোক চিনছিস? মোর লগত ফুটানি দ্যাখাবোনি, বুঝা পালো?'

গত শতকের সাতের দশকে মিলনপিল্ল (বরোট) রেলগেট পেরিয়ে বিহার যাওয়ার রাস্তার মোড়ে ঠেকে বসে এসবই ছিল 'কমন ডায়ালগ'। প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার ইসলামপুরে বসত হাট। আর সেই দুইদিন মিলনপল্লির রাস্তার মোড়েও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা হত, অন্তত জনশ্রুতি তো এমনটাই বলছে। হাট ফেরত অনেকেই ওই ঠেকে সময় কাটিয়ে বাড়ি ফিরতেন। তারপর কারও কারও কপালে জুটত গিন্নীদের ঝাঁঝালো উক্তি, 'ইস...নুন আনতে পান্তা ফুরোচ্ছে, উনি আবার নেশা করে ফুটানি দেখাচ্ছেন।' আজ থেকে ৬০ বছর আগের সেই কাহিনী থেকে জায়গাটি 'ফুটানি মোড়' নামে পরিচিত।

কয়েক দশক পরেও একটি জায়গার নামের সঙ্গে আমোদ-প্রমোদের গল্প জড়িয়ে থাকাকে বেশ উপভোগ করেন এলাকাবাসী। স্বাস্থ্য দপ্তরের অবসরপ্রাপ্ত কর্মী কিসকু মার্ডি ফুটানি মোড়ের চায়ের দোকানে বসে 'সল্টেড মটর' খেতে মগ্ন ছিলেন। পাশে চেয়ারে বসে ফুটানি মোড় নামটাই পড়ল কেন প্রশ্ন করতে তিনি হেসে কুটিপাটি। মিনিট পাঁচেক প্রাণ খুলে হেসে বলতে শুরু করলেন, 'সেকি আজকের কথা! উঠতি বয়সে আমিও মাঝেমধ্যে অংশগ্রহণ করতাম। ওই আমলে মানুষের অভাবও তো ছিল। ফলে এই মোড়ে নেশা করার পর নিজেকে এলাকার রাজা ভাবা শুরু করতেন অনেকে। সেই থেকেই মোড়ের নাম ফুটানি মোড় হয়ে গেল।'

ইসলামপুর শহরের মিলনপল্লি এলাকায় ফুটানি মোড়।

পাশেই সূর্য চৌধুরীর চায়ের দোকানে বসে রাজনৈতিক আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন এলাকার কিছু মানুষ। ফুটানি মোড় নামকরণের রহস্য কী জানতে চাইলে মহম্মদ হাকিমুদ্দিন মুচকি হেসে বলেন, 'নেশা করে সকলেই এই মোড়ে জমিদারের মতো হাবভাব করতেন বলে বাবার মুখে শুনেছি। আমি তখন ছোট। আবছা হলেও স্মৃতিতে কিছুটা আছে। ওই জমিদারি হাবভাবের কারণেই এই মোড়ের নাম হয়ে গেল ফুটানি মোড়। সেকি আর আজকের কথা?'

ফুটানি মোড় ছেড়ে একটু এগিয়ে ষাটোর্ধ্ব বৃধু হেমব্রমের সঙ্গে দেখা। আলাপচারিতায় তিনি মজা করে বললেন, 'ওই মোড়ে অনেকেই সেই জমানায় মোটা টাকা খরচ করে আনন্দ করতেন। বন্ধুদের খাওয়াতেন। এই ফুটানির চালচলন থেকেই মোড়ের নাম হয়ে গেল ফুটানি মোড়।'

মোড়ের নামকরণের ইতিহাস নিয়ে এলাকার প্রবীণ থেকে নবীন প্রজন্মের মধ্যে কথা বলে দ্বিমত পাওয়া যায়নি। ৮০ ছুঁইছুঁই দুলাল মার্ডি গোঁফে পাক দিয়ে বললেন, 'কেউ কারোর চাইতে কম নয়। পাল্লা দিয়ে চলত মুখে মুখে ইসলামপুর কিনে নেওয়ার ডায়ালগ। ব্যাস, মোড়ের সঙ্গে ফুটানির তকমা জুড়ে গেল।' ওয়ার্ড কাউন্সিলার সংগীতা সাহা দাস বলেন, 'নেশার ঠেকের কারণে মোড়ের নাম ফুটানি মোড় এমনটাই জনশ্রুতি শুনে এসেছি।' মিলনপল্লি হাইস্কুলের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক তথা ইসলামপুর শহরের স্বনামধন্য সংগীতশিল্পী সঞ্জীব বাগচী বলেন, 'ফুটানি মোড়ে আমার প্রচুর ছাত্রছাত্রী ছিল। মোড়ের নামের সঙ্গে নেশার বিষয়টি লোকমুখে আমিও শুনে এসেছি। জনশ্রুতিতে এলাকার ইতিহাস থাকে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু গর্বের বিষয় হল, বর্তমানে ফুটানি মোড়ে শিক্ষিত ও জীবনে সফল মানুষের সংখ্যা হাতে গুনে শেষ করা যাবে না।'

পৃথিবীর পাঠশালা

জলের নীচে ঝরনা

সমুদ্রের নীচে আবার নদী বা ঝরনা হয় নাকি? মরিশাসের উপকূলে ওপর থেকে তাকালে মনে হবে সমুদ্রের তলদেশে বিশাল এক জলপ্রপাত বা ঝরনা নীচে গড়িয়ে পড়ছে। এটি আসলে একটি অপটিক্যাল ইলিউশন বা চোখের ভ্রম। এখানকার বালু এবং পলি স্রোতের টানে গভীর খাদে গিয়ে পড়ে। সেই বালি পড়ার দৃশ্য ওপর থেকে দেখলে মনে হয় যেন জলই নীচে গড়িয়ে পড়ছে। প্রকৃতির এই মায়াবী দৃশ্য দেখতে প্রতিবছর হাজার হাজার পর্যটক হেলিকপ্টারে চড়ে এখানে আসেন।

সোনার রক্ত যাঁর শরীরে

রক্তদান মহৎ দান, কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার জেমস হ্যারিসন যা করেছেন, তা অলৌকিক। তাঁর রক্তের গ্রুপ এতটাই বিরল যে, তা দিয়ে তৈরি ওষুধ প্রায় ২৪ লক্ষ শিশুর প্রাণ বাঁচিয়েছে! ১৩ বছর বয়সে এক বড় অস্ত্রোপচারের পর তাঁর শরীরে ১৩ লিটার রক্ত দিতে হয়েছিল। সুস্থ হয়ে তিনি প্রতিজ্ঞা করেন, তিনিও রক্ত দেবেন। রক্ত দিতে গিয়ে ডাক্তাররা অবাক হয়ে দেখেন, তাঁর রক্তে এক বিশেষ অ্যান্টিবডি আছে, যা 'রিসাস ডিজিজ' থেকে নবজাতকদের বাঁচাতে পারে। এই রোগ হলে মায়ের রক্তই গর্ভস্থ সন্তানের ক্ষতি করে। জেমসের রক্ত থেকে তৈরি 'অ্যান্টি-ডি' ইনজেকশন এই সমস্যার সমাধান করেছে। তাঁকে বলা হয় 'ম্যান উইথ দ্য গোল্ডেন আর্ম'। ৮১ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি ১০০০-এর বেশি বার রক্ত দিয়েছেন।

যে প্রাণী কখনও মরে না

মৃত্যু অমোঘ সত্য, কিন্তু 'টুরিটোপসিস ডহর্নি' (Turritopsis dohrnii) নামের জেলিফিশের কাছে এই নিয়ম খাটে না। এই জেলিফিশটি জৈবিকভাবে অমর। যখন এরা খুব বুড়ো হয়ে যায় বা আঘাত পায়, তখন এরা নিজেদের কোষগুলোকে আবার ছোট বা শিশু অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে। অনেকটা প্রজাপতি থেকে আবার শুঁয়োপোকা হওয়ার মতো! এই প্রক্রিয়া তারা বারবার করতে পারে। অর্থাৎ, কেউ যদি এদের খেয়ে না ফেলে বা মেরে না ফেলে, তবে এরা অনন্তকাল বেঁচে থাকতে পারে। সাগরের বুকে অমৃতের সন্ধান বোধহয় এরাই পেয়েছে।

একাই একশো

শহর শহর মানেই লোকলস্কর, ট্রাফিক আর কোলাহল। কিন্তু আমেরিকার নেব্রাস্কায় 'মনোউই' নামে এমন একটি শহর আছে, যার জনসংখ্যা মাত্র ১! হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন। এলসি আইলার নামের এক ৮৪ বছর বয়সি বৃদ্ধাই এই শহরের একমাত্র বাসিন্দা। তিনি একাধারে এই শহরের মেয়র, লাইব্রেরিয়ান, বারটেন্ডার এবং ট্যাক্স কালেক্টর। ২০০০ সালে তাঁর স্বামী মারা যাওয়ার পর থেকে তিনি একাই শহরটি চালাচ্ছেন। তিনি নিজেই নিজেকে ভোট দিয়ে মেয়র নির্বাচিত করেন, নিজের বারের লাইসেন্স নিজেই সই করেন, আবার সরকারকে নিয়মিত করও দেন। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পর্যটকরা এই 'এক নারীর শহর' দেখতে ভিড় জমান। একাকিত্বকে যে এমন রাজকীয়ভাবে উদযাপন করা যায়, এলসি তার জীবন্ত উদাহরণ।

সেরার লড়াইয়ে ডুয়ার্সের পবন

৮৮ দেশের ৪০০ সিনেমার মধ্যে ঠাঁই 'বিকামিং আদিবাসী'র

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৭ ফেব্রুয়ারি : কেরলের আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভালে ৮৮ দেশের ৪০০টি সিনেমার মধ্যে ঠাঁই করে নিল ডুয়ার্সের রায়ডাক চা বাগানের শ্রমিক সন্তান পবন টোপ্পোর তৈরি তথ্যচিত্র 'বিকামিং আদিবাসী'। নবম আন্তর্জাতিক এই ফোকলোর ফিল্ম ফেস্টিভালে সেরা সিনেমার জন্য 'ডঃ কেএস ভারু পুরস্কার'-এর লড়াইয়ে রয়েছে মূলত ওরাওঁ জনজাতির প্রকৃতিকেন্দ্রিক করমপুজো, সরহুল, ফাগুয়া, সোহরাইয়ের মতো নানা উৎসব নির্ভর ২৭ মিনিটের ওই তথ্যচিত্র। এর আগে হায়দরাবাদ লিটারারি ফেস্টিভালেও মনোনীত হয় বিকামিং আদিবাসী। ২০২৪-এ ওডিশার বারিপদ ন্যাশনাল শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভালেও পবনের ওই তথ্যচিত্র স্থান পেয়েছিল। পব নির্দেশনায় তৈরি বিকামিং আদিবাসী'র সম্পাদনা করেছেন বীরপাড়া এলাকার চা বাগানের আরেক তরুণ প্রবীর দাস ভগৎ। পবন বলছেন, 'ডুয়ার্সের চা বাগানের কৃষ্টি, সংস্কৃতির বিরাট ভাণ্ডারের একটা বড় অংশ এখনও অনাবিষ্কৃত। সামান্য কিছু তুলে ধরতে পেরেছি মাত্র। ইচ্ছে আছে ভবিষ্যতেও এই ধরনের কাজ চালিয়ে যেতে। রিল-এর মাধ্যমে দুটি পাতা একটি কুঁড়ির রাজ্যে লুকিয়ে থাকা হাজারো মণিমাণিক্যকে তুলে ধরাই উদ্দেশ্য।'

পবন বর্তমানে ধূপগুড়ি কলেজে ইংরেজির সহকারী অধ্যাপক। পবনের বাবা ধনীরাম টোপ্পো রায়ডাক বাগানের অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক। মা মনা টোপ্পো গৃহবধূ। ইংরেজিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি কোচবিহারের ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তথ্যচিত্রটি ২০২১-২০২৫ এই চার বছরের পরিশ্রমের ফল। ওরাওঁদের উৎসবের ওপর পিএইচডি করেছেন

পবন টোপ্পো

তিনি। বছরের নানা সময়ে অনুষ্ঠিত ওই উৎসবগুলির মূল চরিত্র ভিডিওবন্দি করতে ছুটে বেড়িয়েছেন আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলার বিভিন্ন চা বাগানে। ডুয়ার্সের পূর্ব প্রান্তের কার্তিক, রায়ডাক, মধ্য ডুয়ার্সের দলগাঁও, তাসাটি কিংবা পশ্চিমের

> ডুয়ার্সের চা বাগানের কৃষ্টি, সংস্কৃতির বিরাট ভাণ্ডারের একটা বড় অংশ এখনও অনাবিষ্কৃত। সামান্য কিছু তুলে ধরতে পেরেছি মাত্র। ইচ্ছে আছে ভবিষ্যতেও এই ধরনের কাজ চালিয়ে যাওয়ার।
>
> পবন টোপ্পো

সাতখাইয়ার মতো নানা চা বাগানে অনুষ্ঠিত বর্ণময় উৎসবগুলির মূল কথা তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন বিকামিং আদিবাসী'র প্রতি ধাপে। এককথায়, ১৮৬৫ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে চা বাগান প্রতিষ্ঠার সময় থেকে ওরাওঁরা ছত্তিশগড়ের ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চল থেকে ডুয়ার্সে আসতে বাধ্য হন, এবং এখানকার পরিবেশে একাত্ম হয়ে ওঠেন, তা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তথ্যচিত্রে।

অনেকের সাক্ষাৎকারও রয়েছে এই তথ্যচিত্রে। কথোপকথন ওরাওঁদের মাতৃভাষা কুরুখে, ইংরেজিতে সাব-টাইটেল করা হয়েছে। তথ্যচিত্রটির নেপথ্য ভাষ্যও ইংরেজিতে। দেশের অন্য প্রান্তের পাশাপাশি বিদেশেও যাতে কারও বুঝতে সমস্যা না হয়, সেজন্যই ইংরেজিকে বেছে নেওয়া। তথ্যচিত্র তৈরিতে তাঁর মেন্টর ছিলেন ডঃ শক্তিপদ কুমার।

রেল রোকোর ডাক

ময়নাগুড়ি, ৭ ফেব্রুয়ারি : ১৫ ফেব্রুয়ারি উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় রেল রোকো আন্দোলনের ডাক দিল কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিল। শনিবার সংগঠনের সদস্যরা ময়নাগুড়িতে সাংবাদিক বৈঠক করে বিষয়টি জানান। সঙ্গে সংগঠনের নেতারা কেন্দ্রীয় সরকার ও বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করেন।

কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিলের ট্রেড ও কমার্স সেক্রেটারি সুকুমার রায় বলেন, 'কেএলও চিফ জীবন সিংহ এবং ডিএল কোচকে ভারত সরকার শান্তি চুক্তির জন্য ডেকে আনলেও এখনও সুরাহা হয়নি। প্রায় তিন বছর অতিক্রম হলেও কেন্দ্র সরকার তেমন উৎসাহ দেখাচ্ছে না। বারবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও বাস্তবায়ন হচ্ছে না। শান্তি চুক্তি সহ একাধিক দাবিতে রেল রোকো করা হবে।'

রাজ্যপালের সফর

কিশনগঞ্জ, ৭ ফেব্রুয়ারি : শনিবার সন্ধ্যায় কিশনগঞ্জ সফরে এলেন বিহারের রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ খান। শনিবার ও রবিবার দু'দিনের সফরে এসেছেন তিনি। জেলা তথ্য আধিকারিক কুন্দনকুমার সিং জানিয়েছেন, রাজ্যপাল শহরের একটি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের ৩১তম দীক্ষান্ত সমারোহে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করবেন। একাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ১০০-র বেশি ছাত্রছাত্রীকে শংসাপত্র প্রদান করবেন তিনি। এদিন রাজ্যপাল সড়কপথেই কিশনগঞ্জ এসেছেন। রবিবার বিকেল তিনটায় সরকারি ছোট বিমানে আকাশপথে পাটনায় পাড়ি দেবেন। রবিবার সকালে প্রথমে বেসরকারি এমজিএম মেডিকেল কলেজের একটি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভূমিকায় থাকবেন। এরপর প্রায় সারাদিন তাওহীদ এডুকেশনাল ট্রাস্টের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে শামিল হবেন।

মদ বাজেয়াপ্ত

কিশনগঞ্জ, ৭ ফেব্রুয়ারি : কিশনগঞ্জের নেপাল সীমান্তের ৩২৭ ই জাতীয় সড়কে গলগলিয়া আবগারি চেকপোস্টে আবগারি দপ্তরের কর্মীরা বিদেশি মদ বাজেয়াপ্ত করলেন। শনিবার এসআই মুকেশকুমার দাসের নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মীরা একটি পিকআপ ভ্যান থেকে ২৯২.৫ লিটার বিদেশি মদ বাজেয়াপ্ত করে। পিকআপ ভ্যানটি আটক করে পাচারকারী মহম্মদ আদিল ও অভিষেক কুমারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

উত্তরবঙ্গের খড়িবাড়ি এলাকা থেকে বিহারের দ্বারভাঙ্গায় বিদেশি মদ পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। এদিন ধৃতদের কিশনগঞ্জ আদালতের নির্দেশে ১৪ দিনের জেল হেপাজতে পাঠানো হয়েছে।

ধৃত চার

কিশনগঞ্জ, ৭ ফেব্রুয়ারি : শনিবার রাত ৯টা নাগাদ ৩২৭ই জাতীয় সড়কে চারঘরিয়া চেকপোস্টে নাকা তল্লাশি চলাকালীন পঞ্জাবের রেজিস্ট্রেশন নম্বরের একটি কনটেনার থেকে ৩০টি গবাদিপশু উদ্ধার করেছে কিশনগঞ্জের কোচাধামন থানার পুলিশ। সংশ্লিষ্ট থানার আইসি রণজয় কুমার জানান, কনটেনার সমেত ৪ জন পশু পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতরা পুলিশকে ওই পশু সংক্রান্ত কোনও বৈধ নথি দেখাতে পারেনি।

যাবজ্জীবন

কিশনগঞ্জ, ৭ ফেব্রুয়ারি : স্ত্রীকে খুনের দায়ে মোহনলাল সিং নামে এক ব্যক্তিকে (৩৯) কিশনগঞ্জ জেলা আদালত যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিল। পাশাপাশি ৫০ হাজার টাকা জরিমানা ধার্য করা হয়েছে। শনিবার জেলা আদালতের ভারপ্রাপ্ত জেলা বিচারপতি সুরেশকুমার সিং এই সাজা ঘোষণা করেন।

দু'দফায় কম্পন সিকিম, উত্তরবঙ্গে

শিলিগুড়ি, ৭ ফেব্রুয়ারি : ফের কাঁপল পাহাড় থেকে সমতল। শনিবার সন্ধ্যায় দু'দফায় কেঁপে ওঠে মাটি। এদিন প্রথম কম্পনটি অনুভূত হয় ৬টা ৩৫ মিনিটে। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ৪.২ এবং উৎসস্থল সিকিমের গেইলসিং। গভীরতা মাত্র

পাঁচ কিলোমিটার হওয়ায় রাবাংলা সহ সংলগ্ন এলাকায় ভালো কম্পন অনুভূত হয়েছে। কম্পন টের পেয়েছে শিলিগুড়ি সহ বিস্তীর্ণ এলাকা। এর ঠিক ১৯ মিনিট পর ৬টা ৫৪ মিনিটে আবার মাটি কেঁপে ওঠে। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ধরা পড়েছে ২.৩ এবং উৎসস্থল মংগন। গভীরতা ১০ কিলোমিটার। এদিন সকালেও মৃদু কম্পন অনুভূত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার মধ্যরাত থেকে শুক্রবার ভোর পর্যন্ত প্রায় চার ঘণ্টায় ১২ বার কেঁপেছে মাটি। যে আলোচনা শেষ হওয়ার আগে শনি সন্ধ্যায় আবার কম্পন অনুভূত হওয়ায়, অনেকেই বড় বিপদের আশঙ্কা করছেন। অতীতে এমন ধারাবাহিক ভূমিকম্প না হওয়ায় অনেকেরই আশঙ্কা, 'স্যাকরার ঠুকঠাকের পরই কামারের এক ঘা পড়বে।'

নেশাগ্রস্তদের চোখরাঙানি

প্রথম পাতার পর

'কখন কী হয়ে যায় কিচ্ছু বলা যায় না!' হাসপাতালপাড়ার বৃদ্ধা ননীবালা ভৌমিকের অভিজ্ঞতায় সেই আতঙ্ক আরও পরিস্ফুট। এক মাস আগে রাত ৯টায় টোটোচালকের আচরণে মাদকাসক্তির আভাস পেয়ে প্রাণের ভয়ে তিনি চলন্ত গাড়ি থেকে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। সেই ক্ষতের দাগ শরীর থেকে কিছুটা শুকোলেও মনে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষত সৃষ্টি করেছে। বাড়ি থেকে একা বের হতে ভয় পান। এক ট্রমা তাঁকে সবসময়ই তাড়া করে বেড়ায়। সমস্যার বিষয়টি মহকুমা শাসক অঙ্কিতা আগরওয়াল ও পুর চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল স্বীকার করেছেন। সমাধানে দ্রুত পদক্ষেপ করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

কিন্তু সেই আশ্বাস কি আদৌ বাস্তবায়িত হবে? কিষান মান্ডির অন্ধকারে উঠতি তরুণদের জটলা কিংবা রেললাইনের ধারের বাঁশঝাড়ে নেশার ঠেক, রাত যতই গভীর হয় মহিলাদের বুকের ধুকপুকানি ততই বাড়ে। স্থানীয় এক মহিলা সবজি বিক্রেতা বলছিলেন, 'সন্ধ্যার পর এদিকে লোকজন খুব কম আসে। ফলে, ব্যবসাতেও কোপ পড়ে। পুলিশের টহলদারি গাড়ি মাঝেমধ্যে এলে, ঠেক গুটিয়ে যায়। খানিকক্ষণ বাদে ফের একই অবস্থা হয়।' মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছেলেকে সন্ধ্যার পর বাইরে বের হতে দেন না দীপালি মহন্ত। কিছুদিন আগে এক সরকারি কর্মী মাদকাসক্তদের হাতে নিগৃহীত হয়েছিলেন। আলুয়াবাড়ি স্টেশন সংলগ্ন দোকানে প্রকাশ্যেই মদের আসর বসে, আর পর্দার আড়ালে চলে মাদকের ছোট ছোট পুরিয়ার কারবার। ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অসিত সেন সোনার পুকুর ও লোকনাথপাড়ায় সমাজবিরোধীদের দাপট নিয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন। নিউটাউন বা ক্ষুদিরামপল্লির মতো এলাকা দিয়ে রাত বাড়লে চলাফেরা করা অত্যন্ত ঝুঁকির বলে শহরের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী মুক্তা রায় বিশ্বাস ব্যবস্থার দাবি জানিয়েছেন।

পুলিশ প্রশাসন সজাগ রয়েছে বলেই দাবি অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ডেন্ডুপ শেরপার। তাঁর যুক্তি, বিগত কয়েক মাসে অনেক মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং অনেক তরুণকে পাঠানো হয়েছে পুনর্বাসনকেন্দ্রে। কিন্তু পুলিশের আশ্বাসই বা আর ভয় কাটাতে পারছে কই! সোনার পুকুরের মেঠো পথে অন্ধকার থেকে রোজ সন্ধ্যায় অশ্রাব্য গালিগালাজ ভেসে আসে। সেদিকে এগোনোর চেষ্টা করতেই এলাকার এক গৃহবধূর পিছুডাক, 'কেন ঝুঁকি নিচ্ছেন? অন্ধকারে কোথা থেকে ওরা আক্রমণ চালাবে টেরও পাবেন না।' নেশা ও জুয়ার আসরের দাপট তাঁরা গভীর রাত পর্যন্ত সহ্য করতে বাধ্য হন বলে জানালেন। প্রতিবাদ করেন না? উত্তর আসে, 'পাগল নাকি, কার ঘাড়ে ক'টা মাথা!' অস্ফূট আর্তনাদে হাহাকার স্পষ্ট।

কোন্দল রুখতেই নির্বাচনি

প্রথম পাতার পর

তৃণমূলের আঠারোখাই অঞ্চল সভাপতি গোপাল ঘোষ অবশ্য দাবি করেছেন, 'অঞ্চলে দলের সমস্ত কর্মসূচি ভালোভাবে করা হচ্ছে। সবাই অংশগ্রহণ করছেন।' একই পরিস্থিতি শহরেও। প্রধাননগরের একটি ওয়ার্ড সভাপতিকে নিয়ে দলের ক্ষোভ এতটাই বেড়েছে যে সেখানে পূর্ণাঙ্গ ওয়ার্ড কমিটি তৈরির প্রক্রিয়াই শুরু করা যায়নি। বিধানসভা নির্বাচন ঘাড়ের ওপরে নিঃশ্বাস ফেলছে। তার মধ্যে শিলিগুড়ির এই কোন্দলের খবর জেলার একাধিক নেতা-নেত্রীর মাধ্যমে কলকাতায় পৌঁছেছে। আর তারপরেই তৎপর হয়েছে রাজ্য নেতৃত্ব। দলের রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সংস্থা বিষয়টি নিয়ে খোঁজখবর করে রাজ্যকে রিপোর্ট দিয়েছে। বৃহস্পতিবার দলের দার্জিলিং জেলা চেয়ারম্যান এবং কোর কমিটির সদস্যদের কাছে একটি নির্দেশ পাঠিয়েছে রাজ্য নেতৃত্ব। সেখানে বলা হয়েছে, যে সব অঞ্চল এবং শহরের ওয়ার্ডে সভাপতি বদল হয়েছে সেগুলিতে অবিলম্বে নির্বাচন কমিটি তৈরি করতে হবে। এই কমিটিতে প্রাক্তন সভাপতিকে কনভেনার এবং বর্তমান সভাপতিকে কো-কনভেনার পদে রাখতে হবে। অর্থাৎ নির্বাচনের আগে কমিটি গঠনকে ঘিরে শুরু হওয়া ক্ষোভ-বিক্ষোভ কিছুটা হলেও প্রশমিত করতে চাইছে রাজ্য নেতৃত্ব। কোর কমিটির এক সদস্যের কথায়, ঘোষিত কমিটিতে রাজ্যের অনুমতি ছিল কি না, সেটা নিয়েই প্রশ্ন রয়েছে। কেন-না কমিটির তালিকায় জেলা চেয়ারম্যান ছাড়া অন্য কারও সই ছিল না। এই কমিটি নিয়ে নেতা-নেত্রীদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হওয়া স্বাভাবিক।'

বন্দে ভারত স্লিপারে মাছ, চিকেন

শিলিগুড়ি, ৭ ফেব্রুয়ারি : সমালোচনার মুখে পড়ে বন্দে ভারত স্লিপারে আমিষ চালু করল রেল। মাছের পাশাপাশি পাতে চিকেন রাখার সিদ্ধান্তও নিয়েছে আইআরসিটিসি। শনিবার টিকিট কাটতে গিয়ে যাত্রীরা বুঝতে পারেন আমিষ খাবারের বিষয়টি।

আইআরসিটিসি সূত্রে খবর, হাওড়া-কামাখ্যা সেমি হাইস্পিড ট্রেনটিতে এখন থেকে মিলবে কড়াইশুঁটির পোলাও, মরশুমি সবজি ভাজা, মুগডাল, চিকেন অথবা মাছ, পরোটা এবং মিষ্টি। যাঁরা নিরামিষ খাবেন তাঁদের মাছ, চিকেনের পরিবর্তে দেওয়া হবে ছানা অথবা পনিরের ডালনা। আমিষ খাবার পাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই খুশি যাত্রীরা। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, পাঁচতারা হোটেলের খাবারই পাবেন যাত্রীরা। ১৭ জানুয়ারি মালদা থেকে হাওড়া-কামাখ্যা বন্দে ভারত স্লিপারের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তার এক সপ্তাহের মধ্যে বাণিজ্যিক যাত্রা শুরু হতেই ট্রেনটির মেনু তালিকায় চোখ রেখে যাত্রীরা হতবাক হয়ে যান। কেননা, আমিষের কোনও গন্ধ ছিল না তাতে। বাংলা এবং অসমের মধ্যে চলা ট্রেনে কেন আমিষের পদ থাকবে না, প্রশ্ন তোলেন যাত্রীরা। কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন বিজেপির উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তোলে বিরোধীরা। এরপরেই কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ও বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার বিষয়টি নিয়ে চিঠি দেন রেলমন্ত্রককে। পালটা চিঠি দিয়ে আমিষ খাবার রাখার আশ্বাস দেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো।

পরজনমে হইও রাধা...

প্রথম পাতার পর

নিজে পুরুষ, কিন্তু আর কোনও মহিলাকে জড়িয়ে সংসারও করতে পারেননি।

শ্রীমতী নদীর পশ্চিমপাড়ে কিছুটা এগিয়ে গেলেই দিলালপুর গ্রাম। গ্রামের বারুলিয়া মোড়ের ছোট্ট একটি চায়ের দোকান রয়েছে সুরেশের। দিনাজপুরের লোকনাট্য খন পালাগানের জগতে সুরেশচন্দ্র দেবশর্মাকে চেনেন না, এমন শিল্পী খুঁজে পাওয়া মুশকিল। উত্তর দিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জ ব্লকের দিলালপুর গ্রামের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র সুরেশ একসময় হয়ে উঠেছিলেন মিনতি, কখনও বা বড় দেউনিয়ানী (বড় বৌ)। আর ভালোবেসে ফেলেছিলেন সেই নারীসত্তাকেই। শুধু খন পালাগান নয়, লোকনাট্য সত্যপির, বিষহরা, রাম বনবাস পালাতেও তিনি ছিলেন দক্ষ অভিনেত্রী। তবে অকপটে বলেন, 'মিনতি সরি পালায় মিনতির চরিত্রটাই আমার জীবনের সেরা চরিত্র।'

যে চরিত্র তাঁর সত্তাটাকেই বদলে দিল, তাতে অভিনয়ের সুযোগ পাওয়াটাও হঠাৎ করেই। মিনতিকে ঘিরে ছোকরারা নাচ করত। তাদের মধ্যে সুরেশও ছিলেন। একদিন মূল অভিনেত্রীর অনুপস্থিতিতে সুযোগ মিলে যায়। আজও সেই দিনটার কথা ভোলেননি। বলছিলেন, 'মিনতি চরিত্রে অভিনয়ের ডাক পেয়ে একটাই কথা মনে হয়েছিল। তাহলে আর আমাকে ছোকরা নাচতে হবে না।'

তারপর থেকে আজ অবধি ২৫০টির বেশি আসর করেছেন। সারারাতের আসর করে ইদানীং দেড় থেকে দুই হাজার টাকা পান। তবে নায়িকার চরিত্রে অভিনয়ের যে পরিশ্রম, তাতে এখন আর অনুমতি দেয় না শরীর। এখনও সত্যপির কিংবা বিষহরা পালায় ছোকরা হিসেবে মঞ্চে দাঁড়ালে অবাক হয়ে যান দর্শকরা। মঞ্চের বেশভূষার আড়ালে পরিচিতরাও খুঁজতে থাকেন চেনা সেই সুরেশ দেবশর্মাকে। আর নারীচরিত্রের পোশাকে সেজে দাঁড়ালে তিনি তখন পুরোপুরি নারীই।

সুরেশ বলছিলেন, 'বাড়ি থেকে দলের সঙ্গে বেরিয়ে ফিরতাম এক মাস বাদে। কীভাবে ভালোবেসে ফেললাম খন পালাগানকে, জানি না। যতদিন শরীর চলবে ততদিন এই ভালোবাসা থেকে বিচ্ছেদের কোনও কারণ নেই।'

এখন ভাইপো বিকাশ দেবশর্মাকে নিয়ে থাকেন। বৌমা গীতা দেবশর্মা সুরেশকে বাবার চোখেই দেখেন। মাঝেসাঝে পালা করেন। বাকি সময় দোকান চালান। দীর্ঘদিন নারীচরিত্রে অভিনয়ের অভ্যাসেই হয়তো কথা বলার সময়, চলনবলনের সময় হাত দুটো নড়ে ওঠে বেশি। চোখের পাতা ঘনঘন পড়ে। সুরেশ বলেন, 'মঞ্চ আমাকে ডাক দিয়েছিল, আমি এগিয়ে এসেছিলাম। মঞ্চ আমাকে নারীচরিত্র দিয়েছে। আমিও নিজেকে উজাড় করে দিয়েছি।'

মঞ্চের দিকে হেঁটে যান সুরেশ। আর কোথা থেকে জানি, চিত্রাঙ্গদা সিনেমার রুদ্র চ্যাটার্জি চরিত্রে অভিনয় করা ঋতুপর্ণ ঘোষের ছায়াটা তাঁর পাশে পাশে লম্বা হয়ে পড়ে!

মাল-এ তৃণমূলের আত্মঘাতী রাজনীতি

প্রথম পাতার পর

আর পাহাড়-সমতলের সন্ধিক্ষণে বইছে দুর্নীতির ফল্গুধারা। মাল ও ক্রান্তি- দুই ব্লক আর মাল পুরসভা- এই তিন জনপদ নিয়ে গড়ে ওঠা বিধানসভা ক্ষেত্রটির সমীকরণ বড়ই বিচিত্র। বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় ঘাসফুলের একচেটিয়া বাগান, কিন্তু ভেতরে কান পাতলে শোনা যায় ভাঙনের শব্দ।

এই জনপদের ক্ষমতার অলিন্দে এখন এক রাজপুত্রের ছায়া পড়েছে। বাম আমলের সেই ঋজু, সাদামাঠা বুলু চিকবড়াইক মন্ত্রী হয়ে ক্ষমতার চাদরে ঢাকা পড়ে গিয়েছেন। তাঁর যে স্বচ্ছ ভাবমূর্তি একসময় তৃণমূলের সবচেয়ে বড় বিজ্ঞাপন ছিল, আজ তা অনেকটাই ফিকে। রাজনীতির অলিন্দে গুঞ্জন, মন্ত্রীর পাওয়ার বাটনের নিয়ন্ত্রণ এখন তাঁর ছেলে অশোকের হাতে। রাঙ্গামাটি পঞ্চায়েতের প্রধান হয়েও অশোক যেন অলিখিত অধীশ্বর। সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের নিয়োগ থেকে শুরু করে প্রশাসনিক কলকাঠি নাড়া- সর্বত্রই তাঁর নাম। ফলে বুলুর সেই পুরোনো টিআরপি এখন নিম্নমুখী। বাবার দীর্ঘদিনের অর্জিত স্বচ্ছ আকাশ আজ ছেলের উচ্চাকাঙ্ক্ষার মেঘে ঢাকা। ফলে ভোটারদের মনে সেই পুরোনো আবেগ ধূসর হয়েছে। তাঁরা আর মাটির মানুষ বুলুকে খুঁজে পাচ্ছেন না।

মাল পুরসভার অলিগলিতে কান পাতলে শোনা যায় দুর্নীতির মহাকাব্য। যে দুর্নীতির দায়ে স্বপন সাহাকে সিংহাসনচ্যুত হতে হয়েছে, সেই বিষবৃক্ষেরই ডালপালা এখন শহরের শিক্ষিত আর আমজনতার মনে বিতৃষ্ণার জন্ম দিয়েছে। অথচ দল থেকে বহিষ্কৃত হয়েও স্বপন যেন এক ট্র্যাজিক হিরো। তৃণমূলের তরুণ তুর্কিদের বড় অংশ এখনও তাঁর ক্যারিশমায় মজে। ফলে স্বপনহীন মাল পুরসভায় অজয় লোহার বা পুলিন গোলদারদের গোষ্ঠী নিজেদের ঘর সামলাতেই হিমসিম খাচ্ছে। এই গৃহযুদ্ধ এতটাই প্রকট যে, দলের নেতারা এখন প্রকাশ্যে রাস্তার মোড়ে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ছেন।

বিধানসভাটির ভৌগোলিক চরিত্রে যেমন বৈচিত্র্য, রাজনীতির রসায়নেও তাই। একদিকে চা বলয়ের আদিবাসী আবেগ, অন্যদিকে নেপালি, রাজবংশী আর মুসলিম ভোটব্যাংক। এর মাঝেই নিঃশব্দে ঢুকে পড়েছে মতুয়া ফ্যাক্টর। ক্রান্তির চাপাডাঙ্গা আর চ্যাংমারির মতুয়া সমাজ এখন বিধানসভার রাজনীতির দাবার বোড়ে হয়ে উঠেছে। বিজেপিকে বাইরে থেকে নড়বড়ে মনে হলেও, নাগরাকাটার ধাঁচে আরএসএসের সেই গৈরিকীকরণ-এর চোরা স্রোত কিন্তু স্তব্ধ হয়নি। হিন্দুত্ববাদের শেকড় যখন চা বাগানের গভীরে নামছে, তখন তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শাসকবিরোধী ক্ষোভের অক্সিজেন। এই দুইয়ের রসায়নে পদ্ম শিবির নিঃশব্দে নিজেদের জমি তৈরি করছে।

শুধু ভাবমূর্তি ধূসর হওয়াই নয়, মাল-এর না পাওয়ার দুঃখ ঘোচাতে পারেননি বুলু। বারে বারে প্রতিশ্রুতি দিলেও রাজাডাঙ্গা ও কুমলাইয়ের সংযোগকারী চেল সেতুর জন্য এক কোদাল মাটিও কাটা হয়নি। দ্বিতীয় কলেজ বা চাপাডাঙ্গার বাঁধ, মন্ত্রী হয়েও কিছুই করতে পারেননি তিনি। উলটে মাল থেকে আদিবাসী কল্যাণ বোর্ডের হেড অফিস চলে গিয়েছে কলকাতায়। মাল মহকুমা হাসপাতালের সামনের চায়ের দোকানে সেসব নিয়ে তর্ক চলছিল। স্থানীয় বেকারির তৈরি বিস্কুটে কামড় দিয়ে ষাটোর্ধ্ব এক ব্যক্তি বললেন, "পুজোর উদ্বোধনেও মুখ্যমন্ত্রী বুলু দা-কে জিজ্ঞাসা করলেন কিছু লাগবে কি না। তখন ও 'সব হয়ে গিয়েছে' বলে হাসতে লাগল। এভাবে নিজে ভালো সাজতে গিয়ে আমাদেরই ক্ষতি করল।"

মাল বিধানসভার রাজনীতির আসল চালিকাশক্তি অবশ্য আদর্শ নয়, বালি-পাথর-জমির অন্ধকার সাম্রাজ্য থেকেই এলাকার রাজনীতি নিয়ন্ত্রিত হয়। এখানকার নদীগর্ভ থেকে উঠে আসা বালি, বোল্ডার কিংবা সরকারি জমির দখল- সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ যার হাতে, এলাকার দাপটও তার। এই মাফিয়ারাজের নিয়ন্ত্রকরাই এখন স্থানীয় রাজনীতির কিংমেকার। বালি আর জমি মাফিয়ারা যখন নেতার খোলস পরে শাসকদলের মঞ্চে বসে থাকেন, তখন এলাকা দখল নিয়ে বিবাদ অবধারিত। মালে সেটাই হচ্ছে। এলাকা দখলের অর্থই হল অর্থের জোগান। নেতা আর পুলিশের সঙ্গে যার সেটিং যত মজবুত, ডালপালা তার ততই বিস্তৃত।

এই আধিপত্যের লড়াইয়ে তৃণমূল নানা খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। ডামডিমে বাবুয়া প্রসাদ বনাম তমাল ঘোষ, ওদলাবাড়িতে রাসেল সরকার বনাম তমাল গোষ্ঠী, কিংবা কুমলাইয়ে রাজু শর্মা বনাম বাদশা আহমেদ- প্রত্যেকেই যেন এক একটি স্বতন্ত্র দুর্গের অধিপতি। এদের এলাকা দখলের লড়াই থামাতে জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপের নাজেহাল দশা। ক্রান্তি ব্লকে সমীকরণ আরও জটিল। ব্লক সভাপতি মহাদেব রায়ের সঙ্গে মন্ত্রীর শীতল যুদ্ধ এখন ওপেন সিক্রেট। তার ওপর সংখ্যালঘু নেতা মেহবুব আলমের ঘন ঘন রং বদল আর নৌশাদ সিদ্দিকীর সঙ্গে তাঁর গোপন বৈঠক শাসক শিবিরের কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। ব্লকের সংখ্যালঘু ভোট যদি একটুও হেলে যায়, তবে ঘাসফুলের সাজানো বাগান শুকিয়ে যেতে সময় লাগবে না।

সব মিলিয়ে মাল বিধানসভা এখন এক জটিল গোলকধাঁধা। এখানে তৃণমূলের প্রধান প্রতিপক্ষ তৃণমূলই, বিজেপি নয়। শাসকদলের এই আত্মঘাতী লড়াই আর দুর্নীতির কলঙ্ক যদি নির্বাচনের আগে ধুয়ে ফেলা না যায়, তবে জয়ের মালা পরা কঠিন হবে। মালের পুর এলাকা বা শহরের ভোট যদি দুর্নীতির কারণে হাতছাড়াও হয়, তৃণমূলের শেষ আশা টিকে আছে ক্রান্তি ব্লকে। কিন্তু সেখানেও যদি মেহবুব বা মহাদেবের অভিমানী রাজনীতি প্রভাব ফেলে, তবে মাল বিধানসভার ফলাফল হবে এক বড় রাজনৈতিক ট্র্যাজেডি।

সাম্প্রদায়িক হিমন্ত-অঙ্কেই এসআইআর

প্রথম পাতার পর

নাও ঠ্যালা! এ কী কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে! বিশ্বশর্মা বলছেন, আর মোদি-শা শুনবেন না, তা কী করে হয়!

যে হাসির যুক্তি শোনানো হচ্ছে, তা থেকে স্পষ্ট, মোদি জমানায় যা খুশিই হতে পারে। এক রাজ্যে এক নিয়ম, অন্য রাজ্যে অন্য নিয়ম। আমার এলাকায় এক নিয়ম, তোমার এলাকায় আর এক নিয়ম। সবই আমার পছন্দমতো। আমিই নিয়ম গড়ি, আমিই নিয়ম ভাঙি।

কেন্দ্রীয় সরকারের যুক্তি হচ্ছে, অসমে এনআরসি চূড়ান্ত হয়নি বলে এসআইআর হওয়া মুশকিল। নাগরিকপঞ্জি চূড়ান্ত হয়নি বলে নিবিড় সংশোধন হবে না। ব্যাপারটা কত হাস্যকর ভাবুন। বিরোধীরা ভাঙা বাড়ির উদাহরণ দিচ্ছেন। বলছেন, বাড়ির ছাদ ভাঙা, জল পড়ছে। ওটা মেরামত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি একটা কারণে। ঘরের মালিক এখনও সিদ্ধান্ত নেননি, বৃষ্টির জল ধরার বালতিটা প্লাস্টিকের হবে, তা লোহার। তাই আসল বড় কাজটাই হয়নি।

হিমন্ত বিশ্বশর্মার বড় ঢাল হল, ২০১৯ সাল থেকে এনআরসি না হওয়া। এখন কিছু কড়া পদক্ষেপের কথা বললেই ভদ্রলোক ও তাঁর সঙ্গীরা ঢাল করে দেন ওটাকেই। এনআরসি না করাটাই তাঁর বড় অস্ত্র হয়ে গিয়েছে। অথচ হিমন্ত মুসলিমদের যেভাবে মিয়াঁ বলে কটাক্ষ করে যাচ্ছেন, যোগী আদিত্যরাজ বাদে পদ্মের কোনও মুখ্যমন্ত্রী তা করেন না। এসব বলতে তাঁর সামান্য বিবেক দংশন হয় না। কারণ তিনি দলবদলিয়া। বাংলার দলবদলিয়া পদ্ম নেতাদের মতো তাঁরও দায়, নিজেকে প্রবল হিন্দু প্রমাণ করা। চরম সাম্প্রদায়িক হিমন্ত হিন্দু তাসেই জয় আনতে চান। এবং তিনি ভোটযুদ্ধে অনেকটাই ফেভারিট।

শীত শেষে বসন্তের মুখে হিমন্ত এখন কথায় কথায় মিয়াঁ মুসলিমদের বিরুদ্ধে হুংকার দিচ্ছেন। অথচ এসআইআর না করার সময় এঁরাই তাঁর ঢাল। বলা হচ্ছে, এসআইআর করলে ৪-৫ লক্ষ মিয়াঁর নাম বাদ যেত। তাই ওই প্রক্রিয়া ২০২৬ সালের নির্বাচনের পরে হবে। ব্যাপারটা কী হল তা হলে! এটা অনেকটা নিমন্ত্রণ খাইয়ে দাইয়ে অতিথিদের বলে দেওয়া- আপনাদের তো নিমন্ত্রণ ছিল না ভাই।

আমরা কী দেখতে পাচ্ছি? বাংলায় যখন এসআইআর-এর নামে নানা তল্লাশি হচ্ছে, অসমে চলছে সাদামাঠা এসআর।

নির্বাচন কমিশন এখন বিজেপির হয়ে কাজ করতে ব্যস্ত। অসমের ক্ষেত্রে তাদের যুক্তি একেবারে ছেঁদো। তাদের যুক্তি, সুপ্রিম কোর্টের নজরদারিতে নাগরিকত্ব যাচাই চলছে, তাই পাশাপাশি এসআইআর চলছে না। দুর্জনের ছলের অভাব নেই। বিশ্বশর্মা আসলে স্থায়ী সমাধান চাইছেন না। বরং চ্যাঁচামেচি করে যাবেন, ভোটার তালিকা কত ভুলে ভরা। এ সব বললে লাভ বেশি। কেননা অধিকাংশ ভোটারই অশিক্ষিত, খতিয়ে দেখতে চান না।

প্রশ্ন উঠছে, নির্বাচন কমিশন যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, বর্তমানে অসমে এসআইআর-এর পরিবর্তে 'বিশেষ সংশোধন' প্রক্রিয়া চালানো হবে, তার কারণটা কী। কমিশনের যুক্তি, অসমের নাগরিকত্ব আইন এবং আইনি প্রেক্ষাপট ভারতের অন্যান্য রাজ্যের থেকে আলাদা। তাই সেখানে একটি আলাদা কর্মসূচি দরকার। এটা কোনও যুক্তি হল? বিজেপি সরকারের বদলে এখানে কংগ্রেস সরকার থাকলেও কি এ কথা বলা হত? মোটেই না।

মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, রাজ্য সরকার নির্বাচন কমিশনের কাছে এসআইআর-এর জন্যই অনুরোধ করেছিল। তাঁর মতে, এসআইআর হলে ভোটার তালিকা থেকে অবৈধ বা সন্দেহভাজন নামগুলো বাদ দেওয়া সহজ হত। তবে কমিশনের নির্দেশে বর্তমানে সেখানে এসআর চলছে।

বিরোধীদের পালটা অভিযোগ কিন্তু ভয়ংকর। তাঁরা বলছেন, সরকার আইনি পথে না গিয়ে দলীয় কর্মীদের ব্যবহার করে গোপনে নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের নাম বাদ দিয়ে দিচ্ছে। কংগ্রেস নেতা তরুণ গগৈ ভালো করে জানেন হিমন্তকে। একই দলে ছিলেন একদা। তিনি বলছেন, ধর্মীয় মেরুকরণ জিইয়ে রাখতেই বিজেপি এই ইস্যু জিইয়ে রেখেছে। দলীয় কর্মীদের দিয়ে অনেকের নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। দলীয় কর্মীদের এভাবে কাজে লাগানো যায় কীভাবে, প্রশ্নটা তুলেছেন গগৈ। প্রশ্নই তুলেছেন। কিন্তু সারা দেশে হইচই ফেলে দেননি।

হিমন্ত বিশ্বশর্মার একটাই সুবিধে। সেটা বিশাল সুবিধে। এই সুবিধে বিহারে নীতীশ কুমারেরও ছিল।

তাঁদের দুজনের কারও রাজ্যে কোনও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেই। যিনি মাঝে মাঝেই শাসক নেত্রী থেকে বিরোধী নেত্রী হয়ে উঠতে পারেন। এবং যখন তখন এখনও রাস্তায় নেমে আন্দোলনের ডাক দিয়ে দিতে পারেন পনেরো বছর পরেও। রাস্তা ভুলো না ভাই, হাঁটো হাঁটো।

রূপে মধু গুণে জাদু মধুময় রূপচর্চা

মধু কেবল রূপেরই নয়, পুষ্টিগুণেরও বটে। 'মধু' খাওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ কারণে কোনও বাধা (যেমন ডায়াবেটিস) না থাকলে রোজ সকালে একগ্লাস কুসুম গরম জলে ১ চা-চামচ মধু ও ১ চামচ লেবুর রস মিশিয়ে খাওয়া যেতে পারে। ত্বক ভেতর থেকে সুস্থ থাকবে। আয়ুর্বেদ মতে, মধু এমন এক উপকরণ, যার গুণের শেষ নেই—সৌন্দর্যচর্চায় মধু অতুলনীয়।

ত্বক পরিষ্কার

সমপরিমাণ দুধ ও মধু মিশিয়ে ক্লিনজিং ক্রিম তৈরি করতে পারেন। কাচের বয়ামে মুখ বন্ধ করে ফ্রিজে রেখে দিলে এক সপ্তাহ পর্যন্ত ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রতিদিন স্নানের ২০ মিনিট আগে এই মিশ্রণ মুখে লাগিয়ে নিন।

ব্রণ থাকলে

সিকি চা-চামচ মধু ও লবঙ্গ গুঁড়ো (মধুর সমপরিমাণ) মিশিয়ে প্যাক হিসেবে লাগান, শুধুমাত্র ব্রণের জায়গায়।

ব্রণ দূর না হওয়া পর্যন্ত প্রতিদিনই ব্যবহার করুন।

উজ্জ্বল ত্বকের জন্য

ত্বকের দাগছোপ ও মলিনতা প্রশমনে, ত্বকের ঔজ্জ্বল্য বাড়াতে সপ্তাহে ২ দিন ব্যবহার করতে পারেন মধুর ফেসপ্যাক।

আধ চা-চামচ মধু ও আধ চা-চামচ টমেটোর রস মিলিয়ে বানিয়ে নিতে পারেন। ফেসপ্যাকটির ঘনত্ব বাড়াতে চাইলে মসুর ডালের বেসন যোগ করুন আধ চা-চামচ। এছাড়া আধ চা-চামচ মধু ও আধ চা-চামচ শসার রস মিলিয়েও তৈরি করা যায়। তরল বা গুঁড়ো দুধের সঙ্গে সামান্য পরিমাণ মধু মেশানো প্যাকও ব্যবহার করতে পারেন।

চুলের যত্নে

১টি পাকাকলা, আধকাপ টক দই, ১টি ডিম ও ১ চা-চামচ মধু দিয়ে তৈরি প্যাক দিয়ে সপ্তাহে একদিন চুলের 'মধু'ময় যত্ন নিতে পারেন।

সতর্কতা

* অন্য কোনও উপকরণ ছাড়া সরাসরি মধু রূপচর্চার কাজে ব্যবহার করবেন না।

* মধুতে অ্যালার্জি থাকলে অবশ্যই তা এড়িয়ে চলুন।

সারাবছর ধরে যে রং আপনার ঘরে

মেটে বাদামি

এ বছর বেশি দেখা যাবে বাদামি রং। উষ্ণ, মাটির মতো নিরপেক্ষ রংগুলো এক ধরনের আলিঙ্গনের অনুভূতি তৈরি করে। এগুলো বড় জায়গাকে আয়ত্তে নিয়ে ঘরের বিভিন্ন অংশের রঙের সঙ্গে সমন্বয় তৈরি করে। গাঢ় লাল মাটির রং বা গাঢ় বাদামি ব্যবহারে অন্দরে চলে আসবে ভিন্নতা।

এটি আপনাকে প্রাকৃতিক অনুভূতি দেওয়ার পাশাপাশি দ্রুত নজর কাড়বে। তবে খুব বড় জায়গায় একটানা ব্যবহার না করে ছোট ছোট জায়গায় এটি ব্যবহার করলে দেখতে বেশি ভালো লাগবে।

ম্লান আকাশি নীল

ম্লান আকাশি নীল সহজেই তৈরি করতে পারে শান্ত আর নরম একটা পরিবেশ। গত চার বছর যে নিরপেক্ষ রঙে অন্দর সাজানো হয়েছে, সেগুলোর সঙ্গে এটি খুব ভালো যায়। চাইলে গত বছর আর এ বছরের এই রংটিকে একসঙ্গেই আনতে পারবেন। এছাড়া কাঠের যেকোনও আসবাবের সঙ্গেও অন্দরের এই রংটি সহজেই মিশে যাবে।

বিখ্যাত এক সংস্থা এবছর বেছে নিয়েছে কাছাকাছি একটা রং—ক্লাউড ড্যান্সার। সাধারণ দৃষ্টিতে এটিকে দেখে সাদা রং বলেই মনে হবে। তবে এতে সামান্য হলদেটে ভাবও আছে। নানা দিক থেকে পৃথিবী কঠিন সময় পার করছে। আর সেই ভাবনা মাথায় রেখেই ২০২৬ সালের জন্য রংটি নির্বাচন করেছে সংস্থা।

ম্লান আকাশি নীল সহজেই তৈরি করতে পারে শান্ত আর নরম একটা পরিবেশ। গত চার বছর যে নিরপেক্ষ রঙে অন্দর সাজানো হয়েছে, সেগুলোর সঙ্গে এটি খুব ভালো যায়।

লেমন-ভ্যানিলা রংটি সাদা রঙের পরিপূরক হিসেবেও ব্যবহার করা যায়। এটি অন্দরের অন্যান্য উজ্জ্বল ও গাঢ় রংকে আরও উজ্জ্বল করে তোলে।

হলদে কমলা

মাটির রংগুলো এবছর প্রাধান্য পাচ্ছে। এই শেডের আরেকটি হল হলদে মিশ্রিত কমলা রং। ঘরে এই রঙের ব্যবহারে উজ্জ্বলতা আসবে, পুরোনো ও আধুনিক উভয় ধাঁচের আসবাবের সঙ্গে খুব সুন্দরভাবে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবে।

লাল

লাল ও বারগান্ডি রংটি এবছর অনেকভাবেই দেখা যাবে। বিভিন্ন বিদেশি ম্যাগাজিন দেখেই বোঝা যাচ্ছে, এবছর রং নিয়ে বেশ সাহসী মনোভাব প্রকাশ পাচ্ছে ইতিমধ্যে। যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে এই রংটিকে ভালোবাসেন, অনায়াসেই নিয়ে আসতে পারবেন অন্দরে।

লেমন-ভ্যানিলা

লেমন-ভ্যানিলা রংটি সাদা রঙের পরিপূরক হিসেবেও ব্যবহার করা যায়। এটি অন্দরের অন্যান্য উজ্জ্বল ও গাঢ় রংকে আরও উজ্জ্বল করে তোলে।

প্রেমের দিনে দীপিকার রূপটানে

১৪ ফেব্রুয়ারি। নন্দিনীদের মুখে এসে পড়ে কনে দেখা আলো। বসন্তের আলো। প্রেমের আলো। আলোকময় হয়ে ওঠা অভিনেত্রী দীপিকার রূপটান, রূপসাজ—শুধু প্রেমের জন্য।

বসন্ত। প্রকৃতির জেগে ওঠা। সবুজের নবজাগরণ। গাছে গাছে কুঁড়ির হাসি। বাতাসে মৃদু উষ্ণতা। রঙিন ফুলের আবির্ভাব। এই সময় ত্বক, চুল ও শরীরের যত্নের ধরন বদলে যায়। আধুনিক বলিউডে যে কয়েকজন নায়িকা রূপচর্চাকে শিল্প ও বিজ্ঞান—দুটির সমন্বয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, দীপিকা পাড়ুকোন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর বসন্তকালীন সৌন্দর্যচর্চা শুধুমাত্র প্রসাধন নয়, বরং জীবনযাপন, খাদ্যাভ্যাস, মানসিক সুস্থতা ও আত্মচেতনার এক মিশেল।

বসন্ত ও ত্বকের বিজ্ঞান

বসন্তকালে তাপমাত্রা বাড়ে, বাতাসে পরাগরেণু থাকে, আর্দ্রতা ওঠানামা করে। ফলে ত্বকে অ্যালার্জি বা র‍্যাশ, অতিরিক্ত তেলতেলে ভাব, ঘামজনিত ব্রণ, শুষ্কতা ও ডিহাইড্রেশন প্রভৃতি দেখা দেয়। দীপিকা এই ঋতুতে ত্বকের ভারসাম্য বজায় রাখতে বিশেষ রুটিন অনুসরণ করেন।

১. বসন্তে দীপিকার ত্বকের যত্ন

ক. ক্লিনজিং : বসন্তের প্রথম শর্ত পরিষ্কার ত্বক। দীপিকা দিনে দুবার মৃদু ফোমিং ক্লিনজার ব্যবহার করেন। বসন্তে ভারী ক্লিনজারের বদলে তিনি সালিসিলিক অ্যাসিডযুক্ত হালকা ফেসওয়াশ ও গ্রিন টি বা অ্যালোভেরাভিত্তিক ক্লিনজার ব্যবহার করেন, যাতে ত্বক পরিষ্কার থাকে কিন্তু প্রাকৃতিক তেল নষ্ট না হয়।

খ. টোনিং ও হাইড্রেশন :

বসন্তে ত্বক হালকা শুষ্ক হলেও ঘামের কারণে ডিহাইড্রেটেড হয়। দীপিকা রোজ ওয়াটার, হায়ালুরোনিক অ্যাসিড সিরাম, গ্লিসারিন-ভিত্তিক টোনার ব্যবহার করে ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখেন।

গ. ময়েশ্চারাইজিং : ভারী নয়, হালকা

শীতের ভারী ক্রিম বসন্তে ত্বককে ভারী করতে পারে। দীপিকা জেল-বেসড ময়েশ্চারাইজার, সেরাম ও লাইট লোশন ব্যবহার করেন, যাতে ত্বক উজ্জ্বল থাকে কিন্তু তেলতেলে না হয়।

ঘ. সানস্ক্রিন : বসন্তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ

বসন্তে সূর্যের তেজ দ্রুত বাড়ে। দীপিকা নিয়মিত এসপিএফ ৫০ সানস্ক্রিন ব্যবহার করেন। তাঁর মতে, 'সানস্ক্রিন ছাড়া স্কিন কেয়ার অসম্পূর্ণ।' তিনি বাইরে বেরোনোর ২০ মিনিট আগে সানস্ক্রিন লাগান এবং ২–৩ ঘণ্টা অন্তর পুনরায় ব্যবহার করেন।

বসন্তের মেকআপ

দীপিকার বসন্তকালীন মেকআপ দর্শন এমনটাই, 'লেস ইজ মোর'।

ক. বেস মেকআপ হালকা বিবি বা সিসি ক্রিম, মিনিমাল ফাউন্ডেশন, কনসিলার শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় স্থানে ব্যবহার করতে হবে।

খ. চোখ

বসন্তের রঙিন প্রকৃতির সঙ্গে মিল রেখে দীপিকা প্যাস্টেল আইশ্যাডো, হালকা গোলাপি বা পীচ টোন, ন্যুড আইলাইনার ব্যবহার করেন।

গ. ঠোঁট

বসন্তে দীপিকার প্রিয়— কোরাল, পিঙ্ক, রোজ টোন লিপস্টিক, যা মুখে সতেজতার অনুভূতি আনে।

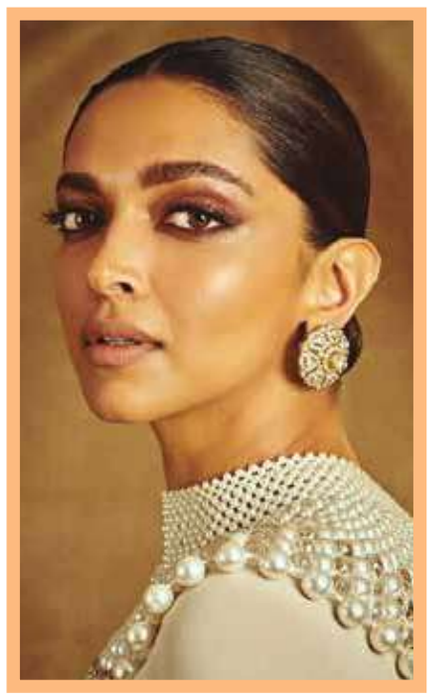

২. চুলের বসন্তকালীন যত্ন

বসন্তে চুলে ধুলো ও পরাগরেণুর প্রভাব পড়ে। দীপিকার চুলের যত্নের মূল দিকগুলো—

ক. স্ক্যাল্প কেয়ার

সপ্তাহে অন্তত একবার তেল ম্যাসাজ করেন দীপিকা, যা নারকেল তেল ও কাস্টর অয়েলের মিশ্রণ, টি ট্রি অয়েল ট্রিটমেন্ট প্রভৃতিও ব্যবহার করেন।

খ. হালকা শ্যাম্পু ও কন্ডিশনার

তিনি সালফেট-মুক্ত শ্যাম্পু ব্যবহার করেন, যাতে চুল শুষ্ক না হয়।

৩. বসন্ত ও খাদ্যাভ্যাস

দীপিকা বিশ্বাস করেন, প্রকৃত সৌন্দর্য ভিতর থেকে আসে। বসন্তকালে তিনি তাজা ফল (আমলকি, পেঁপে, বেরি), সবুজ শাকসবজি, প্রচুর জল ও ডিটক্স পানীয়, বাদাম ও বীজ খান। এতে ত্বক উজ্জ্বল ও শরীর সতেজ থাকে।

৪. যোগ, ধ্যান ও মানসিক সৌন্দর্য

দীপিকা মানসিক সুস্থতাকে রূপচর্চার অংশ মনে করেন। বসন্তকালে তিনি সকালে যোগ, শ্বাস -প্রশ্বাসের ব্যায়াম, ধ্যান প্রভৃতি নিয়মিত করেন। তাঁর মতে, মানসিক শান্তি মুখের দীপ্তি বাড়ায়।

৫. বসন্তের ফ্যাশন ও রঙের দর্শন

বসন্ত মানেই রঙের উৎসব। দীপিকা এই সময়ে ফ্লোরাল শাড়ি, হালকা কটন ও লিনেন পোশাক, প্যাস্টেল শেড পছন্দ করেন। তাঁর বসন্তকালীন স্টাইল নারীর কোমলতা ও শক্তির এক অনন্য সংমিশ্রণ।

দীপিকার বসন্তকালীন রূপচর্চা কেবল বাহ্যিক সাজসজ্জা নয়, বরং একটি সমন্বিত জীবনদর্শন। ত্বকের যত্ন, খাদ্যাভ্যাস, মানসিক প্রশান্তি ও আত্মবিশ্বাস—এই চারটি মূল বিষয়ের উপর দাঁড়িয়ে তাঁর সৌন্দর্য। বসন্তের মতোই তাঁর সৌন্দর্য নতুনত্ব, সতেজতা ও জীবনের আনন্দের প্রতীক।

কতদিন পর বিছানার চাদর বদলাবেন

ঘুমের সময় শরীর থেকে ঝরে পড়ে মৃত ত্বকের কোষ

জানেন কি, আমাদের মোট আয়ুর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সময় কাটে বিছানায় ঘুমে, ঘুমের চেষ্টায়, বিশ্রাম কিংবা নেহাত শুয়ে-বসে। তাই বিছানার চাদর আরামদায়ক ও পরিষ্কার হওয়া জরুরি। তার মানে জীবনের তিন ভাগের এক ভাগ সময় কাটানো নির্ভার আশ্রয়ের স্থান হল বিছানা। সেই বিছানা যদি রোগজীবাণুর 'অভয়ারণ্য' হয়ে থাকে, তাহলে স্বাস্থ্যকর জীবনের প্রত্যাশা করা সত্যিই অনুচিত। নিয়মিত বিছানার চাদর পরিষ্কার না করলে নানাভাবে আমাদের স্বাস্থ্য ঝুঁকির সম্মুখীন হয়ে থাকে।

ঘুমের সময় আমাদের শরীর থেকে অসংখ্য মৃত ত্বকের কোষ ঝরে পড়ে। ঘাম ও ধুলো-ময়লার সঙ্গে মিশে বিছানার চাদরেই সেগুলো লেগে থাকে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই মৃত কোষই ধুলো-কীটদের প্রধান খাদ্য। তার মানে, যত দেরি করে আপনি বিছানার চাদর ধোবেন, চাদরে সেই ত্বককোষের পরিমাণও তত বাড়বে। সেইসঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়বে ধুলোর পোকাদের খাদ্যভাণ্ডার। এসব কীট অ্যালার্জি, হাঁচি, নাক বন্ধ বা হাঁপানির মতো শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যার গুরুত্বপূর্ণ বাহক।

দীর্ঘদিন ধোয়া না হলে চাদরে বিভিন্ন ক্ষতিকর ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া বাসা বাধে। এসব জীবাণু শরীরের সংস্পর্শে এলে ঘটতে পারে সংক্রমণ। ঘাম, ধুলো ও জীবাণুতে স্যাঁতসেঁতে হয়ে থাকা চাদর ত্বকে লালচে দাগ, চুলকানি বা অ্যালার্জি সৃষ্টি করতে পারে। ময়লা চাদরে ত্বকের তেল ও ব্যাকটেরিয়া জমে মুখ বা শরীরে ব্রণ ও ফুসকুড়ি হতে পারে।

আর্দ্রতা ও ময়লার কারণে চাদরে ছত্রাক জন্মাতে পারে, যা দুর্গন্ধ ও ফুসফুসের সমস্যা সৃষ্টি করে। নোংরা ও দুর্গন্ধযুক্ত চাদর ঘুমের পরিমাণ কমিয়ে দেয়। আরামদায়ক ঘুম নষ্টের পাশাপাশি সৃষ্টি করতে পারে দীর্ঘমেয়াদি নিদ্রাহীনতাও।

তাই কমপক্ষে সপ্তাহে একবার বিছানার চাদর পরিষ্কার করা উচিত। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞই এ ব্যাপারে একমত।

আমাদের মোট আয়ুর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সময় কাটে বিছানায় ঘুমে, ঘুমের চেষ্টায়, বিশ্রাম কিংবা নেহাত শুয়েবসে!

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক পরিচ্ছন্নতা-প্রযুক্তিবিষয়ক স্টার্টআপ কোম্পানি 'ডার্টি ল্যাব'-এর সহপ্রতিষ্ঠাতা ড. পিট হে-র মতে, সপ্তাহে একবার না হলেও 'অন্তত দুই সপ্তাহে একবার' অবশ্যই বিছানার চাদর ধোয়া উচিত। যুক্তরাজ্যের লেখক, মনোবিদ, স্নায়ুবিজ্ঞানী ও নিদ্রাবিশেষজ্ঞ ডা. লিন্ডসে ব্রাউনিংয়ের পরামর্শও মোটামুটি একই রকম।

পিট হে এই ক্ষেত্রে একটি বিষয় মাথায় রাখার ব্যাপারে বিশেষ পরামর্শ দিয়েছেন। তা হল, আমাদের দেহ ও ত্বকের ধরন। অনেকের শরীর অনেক বেশি ঘামে। আবার কারও ত্বক একটু বেশি সংবেদনশীল কিংবা অ্যালার্জিপ্রবণ। যাদের এই ধরনের সমস্যা আছে, তাদের এক সপ্তাহের বেশি সময় না ধোয়া বিছানার চাদর ব্যবহার উচিত নয়।

প্রেমের পাতে

দিনটা প্রেমের। প্রেম দিবস ১৪ ফেব্রুয়ারি। প্রিয়জনকে চমকে দিতে পারেন স্রেফ অন্য রকম খাবার খাইয়ে। ঘরেই তৈরি করতে পারেন বিশেষ কিছু সুস্বাদু খাবার। এর মধ্যে পনির বাটার মশালা, হার্ট-শেপড পিৎজা বা পাস্তা, গার্লিক বাটার চিংড়ি, রেড ভেলভেট পুডিং, চকলেট ফন্ডু দুর্দান্ত। রইল কিছু সহজ স্পেশাল রেসিপি।

হার্ট-শেপড পিৎজা বা পনির বাটার মশালা

হার্ট-শেপড পিৎজা: পিৎজা ডো-কে হার্ট বা হৃৎপিণ্ডের আকারে তৈরি করুন। পছন্দের টপিংস যেমন মোজারেলা চিজ, ক্যাপসিকাম, ব্ল্যাক অলিভ দিয়ে বেক করে নিন।

ক্রিমি পনির বাটার মশালা: মাখন, টমেটো পিউরি, ক্রিম এবং মশলা দিয়ে তৈরি এই সমৃদ্ধ খাবারটি নান বা রুটির সঙ্গে পরিবেশন করুন।

২. মেইন কোর্স: পাস্তা বা স্টিকে

গার্লিক বাটার চিংড়ি/পাস্তা: চিংড়ি মাছের সঙ্গে রসুন, মাখন, লেবুর রস এবং পার্সলে মিশিয়ে হালকাভাবে সাঁতলে নিন।

ম্যারি মি চিকেন: সান-ড্রাইড টমেটো এবং ক্রিম দিয়ে তৈরি জনপ্রিয় চিকেন ডিশ।

৩. ডেজার্ট: মিষ্টি মুহূর্ত

রেড ভেলভেট পুডিং: দুধ, চিনি, ডিম ও ভ্যানিলা এসেন্স দিয়ে তৈরি পুডিংয়ে রেড ফুড কালার ব্যবহার করে স্পেশাল রেড ভেলভেট পুডিং তৈরি করুন।

চকলেট ফন্ডু: গলানো চকলেটের সঙ্গে স্ট্রবেরি, মার্শম্যালো বা কুকিজ ডুবিয়ে খাওয়ার এই ডেজার্টটি খুবই রোমান্টিক।

টিপস: টেবিলটি মোমবাতি, লাল গোলাপ এবং হালকা মিউজিক দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করলে রোমান্টিক আবহ আরও জমে উঠবে।

লার্জ ক্যাপ ফান্ডে লগ্নি করুন এখনই

কৌশিক রায়
(বিশিষ্ট ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার)

আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার পরই তেজি হয়েছে ভারতীয় শেয়ার বাজার। পাশাপাশি দাম বাড়ছে বিভিন্ন মিউচুয়াল ফান্ডের ন্যাভেরও। বিগত কয়েক মাসে লগ্নিকারীদের হতাশ করলেও ফের আকর্ষণীয় হচ্ছে বিভিন্ন মিউচুয়াল ফান্ড। ফের ফান্ডে এসআইপি করতে উদ্যোগী হয়েছেন তাঁরা। বর্তমান পরিস্থিতিতে তাঁদের লগ্নির জন্য আদর্শ হতে পারে লার্জ ক্যাপ ফান্ড। এই ফান্ডে লগ্নির এই মুহূর্তে সব থেকে বড় কারণ হল, এবার শেয়ার বাজারে ধীরে ধীরে ফিরতে পারে বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলি। আর তাদের প্রধান পছন্দই হল বিভিন্ন লার্জ ক্যাপ স্টক। তারা লগ্নি করলে শেয়ার বাজার যেমন উচ্চতার নয়া রেকর্ড গড়তে দৌড় শুরু করবে তেমনই ফুলে ফেঁপে উঠতে পারে লার্জ ক্যাপ ফান্ড।

লার্জ ক্যাপ ফান্ড কী?

লার্জ ক্যাপ মিউচুয়াল ফান্ড হল এক ধরনের ফান্ড যেখানে তহবিল মূলত লার্জ ক্যাপ স্টকগুলিতে বিনিয়োগ করা হয়। সাধারণত কোনও সংস্থার মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন ২০ হাজার কোটি টাকার বেশি হলে তাকে লার্জ ক্যাপ শেয়ার বলা হয়।

লার্জ ক্যাপ ফান্ডের বৈশিষ্ট্য

- সেবির নিয়মানুযায়ী ফান্ডের মোট তহবিলের কমপক্ষে ৮০ শতাংশ দেশের শীর্ষ স্থানীয় ১০০টি সংস্থায় বিনিয়োগ করতে হয়। এই সংস্থাগুলি স্থিতিশীল হওয়ায় আপনার ফান্ডও স্থিতিশীল হয়।
- মিড ক্যাপ এবং স্মল ক্যাপ ফান্ডের তুলনায় লার্জ ক্যাপ ফান্ডে ঝুঁকি কম হয়। শেয়ার বাজারের পতন বা অস্থিরতার বড় প্রভাব সামাল দিতে পারে এই ফান্ড।
- ৫-৭ বছরের মেয়াদে লগ্নি করলে এই ফান্ড ধারাবাহিক রিটার্ন দেয়। তবে রিটার্নের হার অন্যান্য অনেক ফান্ডের তুলনায় কম হয়।
- চাহিদা বেশি থাকায় যে কোনও সময়ে এই ফান্ড কেনা-বেচা করা যায়।
- দীর্ঘ মেয়াদের জন্য এই ফান্ড উপযুক্ত।
- লার্জ ক্যাপ ফান্ড থেকে নিয়মিত ডিভিডেন্ড পাওয়া যেতে পারে।

কারা লগ্নি করবেন?

মিউচুয়াল ফান্ডে লগ্নি ঝুঁকিপূর্ণ। বিভিন্ন ধরনের ফান্ডে ঝুঁকির মাত্রাও ভিন্ন হয়। বিশেষত যে কোনও ইকুইটি ফান্ড সর্বদাই ঝুঁকিপূর্ণ হয়। আবার রিটার্নের বিচারে এই ধরনের ফান্ডই সব থেকে এগিয়ে। যাঁদের ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বেশি এবং বড় রিটার্ন পেতে আগ্রহী তাঁরা ইকুইটি ফান্ডে লগ্নির কথা ভাবতে পারেন। যাঁদের বয়স তুলনামূলক কম এবং পোর্টফোলিওর আকার ছোট তাঁরা ইকুইটি ফান্ড বেছে নিতে পারেন। ইকুইটি ফান্ডগুলির মধ্যে সব থেকে ঝুঁকি কম লার্জ ক্যাপ ফান্ডে। তাই লগ্নির বড় অংশ এই ধরনের ফান্ডে বিনিয়োগ করা যেতে পারে। এক কথায় যেসব বিনিয়োগকারী কম ঝুঁকি এবং মাঝারি রিটার্ন পেতে আগ্রহী তাঁদের জন্য আদর্শ হতে পারে লার্জ ক্যাপ ফান্ড।

লগ্নির আগে বিচার্য

লক্ষ্য : যে কোনও লগ্নির আগে নিজের আর্থিক লক্ষ্য নির্ধারণ করা জরুরি। আর্থিক লক্ষ্য ঠিক করার পর সেই অনুযায়ী পোর্টফোলিওতে লার্জ ক্যাপ ফান্ডের জন্য বরাদ্দ করতে হবে।

ঝুঁকি : আপনার ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা অনুযায়ী লার্জ ক্যাপ ফান্ডে বিনিয়োগ বরাদ্দ নির্ধারণ করতে হবে। বয়স যত বেশি হবে বরাদ্দের পরিমাণ তত কম হবে।

ফান্ডের পারফরমেন্স : বাজারে চালু কোনও লার্জ ক্যাপ ফান্ডে বিনিয়োগ করতে হলে সেই ফান্ডের বিগত ৪-৫ বছরের পারফরমেন্স বিচার করতে হবে। সাধারণত শেয়ার সূচকের তুলনায় বেশি রিটার্ন দিলে সেই ফান্ডের পারফরমেন্স ভালো ধরা হয়।

ফান্ড ম্যানেজার : যে কোনও ফান্ডের বিনিয়োগে সিদ্ধান্ত নেন সেই ফান্ডের ম্যানেজার। তাঁর অতীত রেকর্ড বিচার করেই উপযুক্ত লার্জ ক্যাপ ফান্ড নির্বাচন করতে হবে।

খরচ : যে কোনও ফান্ডে বিনিয়োগ করলে ম্যানেজমেন্ট ফি, অপারেশন চার্জ ইত্যাদি নানান খরচ বহন করতে হয় লগ্নিকারীকে। এই খরচের তুলনামূলক পর্যালোচনার পরই ফান্ড বাছাই করতে হবে।

ফান্ড হাউসের খ্যাতি : যে কোনও ফান্ড হাউসের গুণমান এবং খ্যাতি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘদিন ধরে সুনামের সঙ্গে যেসব ফান্ড হাউস কাজ করে আসছে তাদের লার্জ ক্যাপ ফান্ড নির্বাচন করা যেতে পারে।

আয়কর : মিউচুয়াল ফান্ডে ১ বছরের বেশি সময় বিনিয়োগ করলে লাভের ওপর ১০ শতাংশ হারে দীর্ঘমেয়াদি মূলধন লাভ কর দিতে হবে। লগ্নির সময় ১ বছরের কম হলে করের হার ১৫ শতাংশ হয়। তবে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত লাভ কর মুক্ত। এছাড়াও সেস, সাসচার্জ ইত্যাদিও গুনতে হয়।

ইকুইটি ফান্ডগুলির মধ্যে সব থেকে ঝুঁকি কম লার্জ ক্যাপ ফান্ডে। তাই লগ্নির বড় অংশ এই ধরনের ফান্ডে বিনিয়োগ করা যেতে পারে। যেসব বিনিয়োগকারী কম ঝুঁকি এবং মাঝারি রিটার্ন পেতে আগ্রহী তাঁদের জন্য আদর্শ হতে পারে লার্জ ক্যাপ ফান্ড।

কয়েকটি জনপ্রিয় লার্জ ক্যাপ ফান্ড

ফান্ড	৩ বছরে রিটার্ন (শতাংশ)
আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল লার্জ ক্যাপ ফান্ড	১৪.০৯
হোয়াইট ওক ক্যাপিটাল লার্জ ক্যাপ ফান্ড	১৩.৯৮
নিপ্পন ইন্ডিয়া লার্জ ক্যাপ ফান্ড	১৩.৫০
বন্ধন লার্জ ক্যাপ ফান্ড	১৩.২৫
ডিএসপি লার্জ ক্যাপ ফান্ড	১২.৯৪
ইনভেসকো ইন্ডিয়া লার্জ ক্যাপ ফান্ড	১২.৮৬
কোটাক লার্জ ক্যাপ ফান্ড	১২.২৮
এইচএসবিসি লার্জ ক্যাপ ফান্ড	১১.৯৮
ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া লার্জ ক্যাপ ফান্ড	১১.৯৪
আদিত্য বিড়লা সানলাইফ লার্জ ক্যাপ ফান্ড	১১.৮২
ফ্র্যাঙ্কলিন ইন্ডিয়া লার্জ ক্যাপ ফান্ড	১১.৭৮
এসবিআই লার্জ ক্যাপ ফান্ড	১১.৫৯

সতর্কীকরণ : লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

বাণিজ্য চুক্তি কি ভারতীয় বাজারকে চাঙ্গা করবে?

বোধিসত্ত্ব খান

ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহ এমনই ঘটনাবহুল ছিল যা বিনিয়োগকারী বা ট্রেডারদের বেশ খানিকটা বিস্মিত করেছে বলা যেতে পারে। ১ ফেব্রুয়ারি ইউনিয়ন বাজেটের দিন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের একটি ঘোষণার ফলে শেয়ার বাজারে ধস নামে। ফিউচার্স এবং অপশনস ট্রেডারদের দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করে এসটিটি (সিকিউরিটি ট্রানজাকশন ট্যাক্স) বৃদ্ধি করা হয়। আশঙ্কা ছিল এর ফলে এফআইআইরা আরও বেশি শেয়ার বিক্রি করে ভারত ছেড়ে চলে যাবে। তবে এই আতঙ্কের জের বেশিদিন থাকেনি।

বাজেটের একদিন পরেই মধ্যরাতে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেন যে, আমেরিকা ভারত থেকে রপ্তানি করা পণ্যের ওপর শুল্ক ৫০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৮ শতাংশ করছে। এই ঘোষণা ছিল বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ৩ ফেব্রুয়ারি নিফটি বৃদ্ধি পায় ২.৫৫ শতাংশ এবং সেনসেক্স ২.৫৪ শতাংশ। ওই দিনই নিফটি অটো ২.৮১ শতাংশ, নিফটি ফার্মা ৩.০১ শতাংশ এবং নিফটি হেল্থকেয়ার ৩.১৬ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। আমেরিকা ভারতের ওপর এত বেশি শুল্ক চাপানোর ফলে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল টেক্সটাইলস, জেমস এবং জুয়েলারি, ইলেক্ট্রনিক্স, ম্যানুফ্যাকচারিং সার্ভিসেস, রিনিউয়েবল এনার্জি, অটো এনস্যালারিস, কিছু স্টিল এবং অ্যালুমিনিয়াম পণ্য। ওইদিন দারুণ উত্থান আসে আদানি গ্রুপের বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ারে এবং এর মধ্যে কয়েকটি ১০ শতাংশের বেশি উত্থান দেখে।

আমেরিকাতে ব্যবসা ক্ষতির মুখে পড়ার পর ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে 'মাদার অফ অল ডিল' স্বাক্ষরিত হওয়ার পরই বোঝা গিয়েছিল যে, আমেরিকা বিশ্ববাজারে একা হয়ে পড়ছে। যেভাবে ভারতের সঙ্গে একের পর এক দেশ চুক্তি করার জন্য এগিয়ে এসেছে, তাতে আমেরিকার গুরুত্ব বিশ্ববাসীর চোখে কমছিল বলা যেতে পারে। একটি অন্তর্বর্তী চুক্তির পথে হেঁটে ট্রাম্প নিজেদের দেশের সম্মান বাঁচানোর চেষ্টা করেছেন। এই চুক্তির ফলে যেভাবে ভারতের এক্সপোর্টমুখী কোম্পানিগুলি যেমন সুবিধা পাবে, ঠিক একইভাবে ভারত বিশেষ কিছু সেক্টরের ক্ষেত্রে আমেরিকার পণ্য বাজারে ঢোকার অনুমতি নেবে। এর মধ্যে রয়েছে ওয়াইন, সোয়াবিন তেল, বাদাম, ফল, পশুখাদ্য প্রভৃতি। এর বিনিময়ে ভারতের চামড়াজাত পণ্য, কেমিক্যালস, প্লাস্টিক, রাবার, জুতো, জামাকাপড়, কিছু যন্ত্র প্রভৃতি কম শুল্কে আমেরিকার মাটিতে পা দেবে। ছাড় পাবে ফার্মা, এয়ারক্র্যাফ্ট যন্ত্রাংশ। ছাড় পেতে চলেছে আমেরিকা থেকে আসা মেডিকেল যন্ত্র এবং আইটি পণ্যগুলিও। বিভিন্ন যে নন ট্যারিফ বেরিয়ার রয়েছে তার মধ্যে ছাড় পাবে আইসিটি পণ্য।

সামনের পাঁচ বছরে ভারত ৫০০ বিলিয়ন ডলারের পণ্য আমেরিকা থেকে কিনবে এমনও বিভিন্ন অসমর্থিত সূত্র থেকে খবর আসে। অথচ বিগত বছরে ভারত আমেরিকার কাছ থেকে মাত্র ৪১.২ বিলিয়ন ডলারের পণ্য আমদানি করেছিল। সেখানে সামনের পাঁচ বছরে দ্বিগুণের বেশি পণ্য আমদানি কীভাবে করা হবে সেটাও দেখার ব্যাপার রয়েছে।

তবে বিগত সপ্তাহে শেষ কয়েকদিন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের আতঙ্কে বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন টেকনলজি স্টকে দারুণ পতন হয়েছে। আমেরিকার ইন্ডেক্স ন্যাসড্যাক সবথেকে বেশি ক্ষতির মুখ দেখেছে। অ্যানথ্রপিক একটি এআই ডেভেলপার কোম্পানি যাদের নতুন প্লাগ-ইন বিভিন্ন আইটি কোম্পানির মধ্যে ভীতি তৈরি করেছে। বলা হচ্ছে, এআই প্রাথমিকভাবে এমন সব কাজ করে দিতে সক্ষম হচ্ছে যা এতদিন বিভিন্ন আইটি কোম্পানি মাসের পর মাস ধরে সম্পন্ন করতে পারত। যদিও আমেরিকার মার্কেট শুক্রবার রাতে দারুণ উত্থান দেখেছে। বিভিন্ন অ্যাসেট ক্লাসের মধ্যে সবচেয়ে করুণ অবস্থা বিভিন্ন ক্রিপ্টো কারেন্সির। অক্টোবরের ১০ তারিখের পর ৫০ শতাংশ পতন এসেছে বিটকয়েনে। ইথেরিয়াম তার সর্বকালীন উচ্চতা থেকে প্রায় ৬০ শতাংশ পতন দেখে ফেলেছে।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

কী কিনবেন বেচবেন

সংস্থা : হিরো মোটোকর্প

● **সেক্টর :** অটোমোবাইল ● **বর্তমান মূল্য :** ৫৭৫৩ ● **১ বছরের সর্বনিম্ন/ সর্বোচ্চ :** ৩৩৪৪/৬৩৮৮ ● **মার্কেট ক্যাপ :** ১১৫১২১ কোটি ● **ফেস ভ্যালু :** ২ ● **বুক ভ্যালু :** ১০৪৯.৮২ ● **ডিভিডেন্ড ইল্ড :** ২.৮৭ ● **ইপিএস :** ২৬৪.০৫ ● **পিই :** ২১.৭৯ ● **পিবি :** ৫.৪৯ ● **আরওসিই :** ৩০.৩ শতাংশ ● **আরওই :** ২৩.০ শতাংশ ● **সুপারিশ :** কেনা যেতে পারে ● **টার্গেট :** ৬৭০০

একনজরে

- ১৯৮৪-এ জাপানের হন্ডা কোম্পানির সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ২-৩ চাকার গাড়ি তৈরি শুরু করে এই সংস্থা। ২০১১-এ হন্ডা তাদের শেয়ার বিক্রি করে দেয়।
- ভারতে এই সংস্থার মোট মার্কেট শেয়ার প্রায় ৪৮ শতাংশ। মোটরসাইকেল, স্কুটি ক্ষেত্রে মার্কেট শেয়ার ৩৪ শতাংশ।
- দুই চাকার গাড়ি বিক্রির নিরিখে বিশ্বের বৃহত্তম সংস্থা হল হিরো।
- বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় ব্র্যান্ড রয়েছে এই সংস্থার-স্প্লেন্ডার, প্যাশন, গ্র্যামার, প্লেজার, মায়েস্ট্রো ইত্যাদি।
- হার্লে ডেভিডসন, মাভরিক, এক্সপালস এবং এক্সট্রিম ইত্যাদি যৌথ উদ্যোগের ব্র্যান্ড রয়েছে এই সংস্থার।
- দেশ জুড়ে ইলেক্ট্রিক বাইক, স্কুটারের জন্য বিস্তৃত নেটওয়ার্ক গড়ছে এই সংস্থা।
- ভারত ছাড়াও বিশ্বের ৪৩টি দেশে ব্যবসা করে এই সংস্থা।
- ভারতে ৬টি এবং কলম্বিয়া ও বাংলাদেশে ১টি করে কারখানা রয়েছে এই সংস্থার।
- হিরো মোটোকর্পের ঋণের অঙ্ক নগণ্য।
- নিয়মিত ডিভিডেন্ড দেয় এই সংস্থা।
- ২০২৫-২৬-এর তৃতীয় কোয়ার্টারে সংস্থার আয় ২২ শতাংশ বেড়ে ১২৪৮৭ কোটি এবং নিট মুনাফা ১৪ শতাংশ বেড়ে ১২৬৮ কোটি টাকা হয়েছে।
- প্রোমোটারের হাতে রয়েছে সংস্থার ৩৪.৭৩ শতাংশ শেয়ার। দেশি ও বিদেশি আর্থিক সংস্থার হাতে রয়েছে যথাক্রমে ২৬.৩৬ এবং ২৯.৪৪ শতাংশ শেয়ার।

সতর্কীকরণ : শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। বিনিয়োগের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবেন।

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

ঘটনাবহুল সপ্তাহের শেষে ফের স্বমহিমায় ভারতীয় শেয়ার বাজার। ছয়দিনের লেনদেন শেষে সেনসেক্স ও নিফটি থিতু হয়েছে যথাক্রমে ৮৩৫৮০.৪০ এবং ২৫৬৯৩.৭০ পয়েন্টে। দুই সূচক উঠেছে যথাক্রমে ১৩১০.৬২ এবং ৩৭৩ পয়েন্টে। ১ ফেব্রুয়ারি বাজেটের দিন ধস নেমেছিল শেয়ার বাজারে। সেনসেক্স ও নিফটি খুইয়েছিল ১৫৪৬.৮৪ এবং ৪৯৫.২০ পয়েন্ট। তারপরই পট পরিবর্তন। আমেরিকার সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার পরে ৩ ফেব্রুয়ারি একদিনেই দুই সূচক উঠেছে যথাক্রমে ২০৭২.৬৭ এবং ৬৩৯.১৫ পয়েন্ট। সেই উত্থানের ধারা বজায় রেখে এখন নয়া উচ্চতার খোঁজে দৌড় শুরু করার জন্য প্রস্তুত ভারতীয় শেয়ার বাজার। বছর শেষে সেনসেক্স ১ লক্ষ এবং নিফটি ২৯ হাজারের লক্ষ্য পূরণ করতেই পারে।

এবারের কেন্দ্রীয় বাজেট হতাশই করেছে শেয়ার বাজারকে। বাজেটে কোনও চমক বা বড় কোনও ঘোষণা ছিল না। উপরন্তু এসটিটি (সিকিউরিটি ট্রানজাকশন ট্যাক্স) বাড়িয়ে দেওয়ায় ধস নামে শেয়ার বাজারে। কোনও বিশেষ সেক্টরের জন্য বড় কোনও ঘোষণা করেননি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। হতাশ লগ্নিকারীরা শেয়ার বিক্রি শুরু করে দেন।

ঠিক তার একদিন পরেই হঠাৎই আমেরিকা-ভারতের বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার বার্তা দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ট্রাম্প ট্যারিফ ৫০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৮ শতাংশ ঘোষণা করতেই লম্বা লাফ দেয় ভারতীয় শেয়ার বাজার। হতাশা কেটে গিয়ে ফের আলোর রোশনাইতে ভেসে যায় সেনসেক্স ও নিফটি।

তারপরের বড় ঘটনা হল রিজার্ভ ব্যাংকের ঋণ নীতি ঘোষণা। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের শেষ ঋণনীতি পর্যালোচনায় রেপো রেট প্রত্যাশিতভাবেই অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। রেপো রেট রইল ৫.২৫ শতাংশই। দেশের জিডিপি বৃদ্ধির পূর্বাভাস বাড়ানো হয়েছে। মূল্যবৃদ্ধির হারের পূর্বাভাসও সামান্য বাড়ানো হয়েছে। ভারতীয় মুদ্রা টাকার দাম ফের ডলারের তুলনায় বেড়েছে। বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলি ফের ক্রেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে অশোধিত তেলের দাম কমেছে। সব মিলিয়ে সূচকের লম্বা দৌড়ের পটভূমি তৈরি হয়েছে এই সপ্তাহে।

অন্যদিকে সংশোধন শুরু হয়েছে দুই মূল্যবান ধাতু সোনা-রুপোর দামে। সোনার থেকে রুপোর দাম বেশি সংশোধিত হয়েছে। আগামী কয়েক সপ্তাহ এই প্রবণতা বজায় থাকতে পারে।

এ সপ্তাহের শেয়ার

- **পিএনবি :** বর্তমান মূল্য-১২২.৮৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৩৫/৮৫, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-১১৫-১২০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৪১১৯০, টার্গেট-১৫৮।
- **ডিক্সন টেকনলজি :** বর্তমান মূল্য-১১৫০২.০০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৮৪৭১/৯৮৩৫, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-১১২০০-১১৫০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৬৯৮০০, টার্গেট-১৪৭০০।
- **লুপিন :** বর্তমান মূল্য-২১৭৩.৭০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২২৪৪/১৭৯৫, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-২০০০-২১০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৯৯৩৩১, টার্গেট-২৪৫০।
- **এক্সাইড ইন্ডাস্ট্রিজ :** বর্তমান মূল্য-৩৩২.৬৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৪৩১/৩০৮, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-৩২০-৩৩০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২৮২৭৫, টার্গেট-৪১০।
- **বিডিএল :** বর্তমান মূল্য-১২৬৮.৪০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২০৯৭/৯০৭, ফেস ভ্যালু-৫, কেনা যেতে পারে-১১৭০-১২৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৪৬৪৯৪, টার্গেট-১৭০০।
- **ফেডারেল ব্যাংক :** বর্তমান মূল্য-২৮৬.৮০, এক বছরের সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন-২৯৮/১৭৩, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-২৭০-২৮০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৭০৬৩৫, টার্গেট-৩৪৫।
- **ডেটা প্যাটার্ন :** বর্তমান মূল্য-২৭২৩.৭০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৩২৬৯/১৩৫১, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-২৫০০-২৬৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৫২৪৮, টার্গেট-৩২০০।

সতর্কীকরণ : উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

রংদার কৌটো

স্মৃতির সরণি বেয়ে এ এক চিরন্তন অভিযাত্রা। কোথাও চিঠির ভাঁজে গোপন ব্যাকুলতা, কোথাও আবার যান্ত্রিকতার ভিড়ে হারিয়ে যাওয়া নদীর দীর্ঘশ্বাস। কোথাও সিনেমার সিক্যুয়েলে ফেরে পুরোনো টান। নস্টালজিয়া আর আধুনিকতার এই দ্বন্দ্বে প্রেম আজও এক অমলিন উৎসব, যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে শুধু রূপ পালটায়, প্রাণ নয়।

প্রেম পর্যায়

অচেনা সময়ের আয়নায় অদ্ভুত প্রতিচ্ছবি

শুভ্র মৈত্র

সেখানে কি আরও কেউ ছিল? সেটা কি কোনও শীত বিকেল ছিল? মেয়েটি কি আদৌ খেয়াল করেছিল সাইকেল বালকের উপস্থিতি? না কি ঘাড় বাঁকিয়ে গটগট করে হেঁটে গিয়েছিল বুকে বই চেপে? মনে পড়ার পক্ষে সময়টা বড্ড বেশি। শুধু এটুকু এখনও স্মৃতিতে তাজা যে ছেলেটির বার্তা মেমসাহেব-কে পৌঁছে দেওয়ার জন্য কোনও দোলা বৌদি ছিল না।

এতদিন পরে মেয়েটির মুখটাও মনে না পড়ে শুধু একটা শেষ বিকেল পড়ে থাকে। সন্ধ্যা নামার মফসসলি প্রস্তুতি, যখন ধুলোমাখা কিশোর মাঠ থেকে ফিরত, আর চুল বেঁধে হারমোনিয়ামে বসা কিশোরী গাইতো 'আমার এ ধূপ না পোড়ালে'। শেষ বিকেলে সূর্যের আলো গায়ে মাখা নদীর দিকে আলাদা করে তাকাতে হয় তখন জানা ছিল না। যেমন মা'কে আলাদা করে দ্যাখে না কেউ। সময়টা 'মেমসাহেব'এর, সময়টা 'ন হন্যতে'র, সময়টা 'খেলা যখন'এর। সময়টা টেস্ট পেপারে গুঁজে দেওয়া কাঁপা হাতে লেখা চিঠি মনকেমন-এর। তখনও ফ্রয়েড ঢোকেনি কিশোরের ঘরে, তখনও চাউনি আর চোরা হাসিতেই মোক্ষলাভ। আর চিঠির উত্তর পেলে সেটা লটারি পাওয়ার মতোই। তবে সাফল্যের থেকে ব্যর্থতা ক্রিকেট খেলায় পাকিস্তানের সঙ্গে হেরে যাওয়া ম্যাচের মতোই বেশি। যতটা মেয়েটির প্রতি তার চেয়ে ঢের বেশি আকর্ষণ ছিল সেই অনুভূতিটার প্রতি, অনেক অনেক বন্ধুর মতো আমারও কেউ একজন আছে।

সময় পালটানোর দায় যথারীতি ইতিহাসের চেয়েও বেশি ভূগোলের। বড় শহরের গায়ে জড়িয়ে থাকা ভয়ের চাদরের সামনে সংকুচিত মফসসলি কিশোর চোখ তুলে তাকাতে পারে না। আর নীচু হয়ে থাকা চোখেই, কী আশ্চর্য, ধরা পড়ে ট্রেনের ডেইলি প্যাসেঞ্জার, যারা সীমান্তের ওপাড়ে ছেড়ে আসা ঠিকানা সচেতনভাবে ভুলে যাওয়া মানুষের সন্তান। চোখ চলে যায় ফুটপাথ বাসিন্দার দিকে, যে রাজধানীর ক্ষমতার ভাষা শেখার অক্ষম অনুশীলনে ব্যস্ত। পশরা সাজিয়ে বসা বিকিকিনি জগৎ। বড় শহরের উত্তাপে নিজেকে সেঁকে নেওয়ার ফাঁকে সেদিনের কিশোর থেকে যুবকে পরিণত ছেলেটার চোখে পড়ে সাম্যের কথা বলা শাসকের আমলে তখনও ধনীরা শুধুই ধনী হয়েছে, গরিবরা আরও গরিব, আর কাস্তে-হাতুড়ি'র ভোটের সঙ্গে সমান্তরালভাবে বেড়েছে গ্রহরত্ন বিক্রির ব্যবসা। লাল-বই নয়, ছেলেটির হাতে তখন কালবেলা। সময়টা ক্রমে হয়ে ওঠে অনিমেষ আর মাধবীলতার। মেয়েটির মুখ ক্রমশ পালটে পালটে যায়।

শুধু কি পালটে যায়, নাকি আবছা হয়? নারী থাকে, থাকে আকর্ষণও কিন্তু বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না বাকি সবের থেকে। নিম্নমধ্যবিত্ত উদ্বাস্তু পরিবারে একমাত্র পুঁজি বলতে শিক্ষা, গত শতাব্দীর শেষভাগে তা দিয়েই খুদকুঁড়ো সংগ্রহের চেষ্টা করত বাঙালি তরুণের দল। পাড়ার কলের জলের লাইনে নিত্যদিনের জীবনযুদ্ধের সাক্ষী ছেলেটির চোখে ধীরে ধীরে ফিকে হতে থাকে যৌথ খামারের স্বপ্ন। টিভির সাদাকালো পর্দায় তখন 'বুনিয়াদ' আর 'হামলোগ' চলে, বিজ্ঞাপনের বিরতিতে আসে ওয়াশিং পাউডার বা শব্দ না করা ফ্রিজের ঠান্ডা জল। মেলার ভিড়ের মাঝে শিশুর হাতে লাস্যময়ী মেয়েটি চিঠি পায়, 'ইউ ফ্যাসিনেট মি', চিরকুটের লেখককে খোঁজে একজোড়া উদগ্রীব চোখ। ছেলেটির গলা শুকিয়ে আসে।

আর টিভির বাইরের একটা ঘাম-রক্ত-পামোলিভ জীবনে প্রেমের সংজ্ঞা পালটাতে থাকে নিজের অজান্তেই। প্রতিশ্রুতি দেওয়ার ক্ষমতা তার ছিল না কোনওকালেই, বরং কম টাকায় শাকসবজি-মাছের বাজার করার কৌশল রপ্ত করতে ব্যস্ত যুবক। পাড়ার বৌদি-কাকিমাদের ম্যাটিনি শো'য়ের টিকিট কেটে দেওয়ার ভরসা। বাগানওয়ালা বিশাল বাড়িটা থেকে কলেজ যাওয়া সুন্দরীরা কি খায় তা যেমন জানা হয়নি কোনওদিন, তেমনই তারা একদিন কোথায় ভ্যানিশ হয়ে গেল, তাও জানতে পারেনি কেউ। বরং চোখের সামনে যখন গুঁড়ো হয় বাড়িটা তখনই জানা যায়, বাড়িটার পেছন দিকে একটা শিউলি গাছ ছিল। বসাকবাড়ির যে মেয়েটি পাড়ার রবীন্দ্র জয়ন্তীতে শ্যামা সেজেছিল, সে এখন বেপাড়ায় সন্তানকে নিতে এসে নার্সারি স্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। সে জানতে শিখেছে, অনেক নবদম্পতির বিছানাই শবাধারের মতো

এরপর চোদ্দোর পাতায়

কোড ল্যাঙ্গোয়েজ, সুগন্ধী কাগজ আর হারানো প্রেমপত্র

মানসী কবিরাজ

সময়টা ছিল পুরোপুরি অ্যানালগ-যুগ। মোবাইল ভিনগ্রহের প্রাণী। হোয়াটসঅ্যাপ ইনস্টাগ্রাম ফেসবুক সব্বাই অজাত। পাড়ায় এক-আধটা বাড়িতে ল্যান্ডফোন থাকলেও সেটা আমজনতার নাগালের বাইরে। এবং কিমাশ্চর্যম অধিকাংশ বাড়িতেই ছবি বিশ্বাস সম অভিভাবক! 'প্রিভেসি'? সেটা খায় না মাথায় দেয়! বিছানাপত্তর বইয়ের তাক আলমারি সবটাই এজমালি। স্বভাবতই প্রেমে পড়া শুধু বারণই নয় যেন ভিমরুলের চাকে ঢিল মারা। কিন্তু কে না জানে বয়সকালে গাল ফুঁড়ে আসা ব্রণ এবং প্রেম দুটোই অদম্য।

সময়টা আট-নয়ের দশক। কথা কিছু কিছু বুঝে নিতে হয় মুখে বলা যায় না'র দিন। এক পলকের একটু দেখা, আলতো ইশারা বা 'তোর ফিজিক্সের খাতাটা একটু যদি দিতিস...' বলতে পারলেই ধন্য হওয়ার দিন। তারপর সেই খাতার পিছনে বই খুঁজে খুঁজে দু'-চার কলি গান বা কবিতার লাইন লিখে দেওয়া (ভাবটা এমন যেন নিজেই লিখেছে) এবং বুক দুরদুর। সেই খাতা কীভাবে ফেরত দেওয়া যায়! খাতায় যে প্রেমের স্বপ্ন লেখা আছে। আচ্ছা সে কী বুঝবে ওই লাইনগুলোতে কী আর্তি মিশে আছে। যদি তার মুখটা একটু উজ্জ্বল হয় তবে নিশ্চিতভাবে পরের ধাপে চিঠি চালাচালি হবে। কাজেই প্রেমপত্র ব্যাপারটাও বাজারে ইন ছিল। যদিও অভিভাবকদের শ্যেন চক্ষু এড়িয়ে প্রেমপত্র লেখা আর অক্সিজেন সিলিন্ডার ছাড়া এভারেস্টে অভিযান একই ছিল। তবুও পিরিতি কাঁঠালের আঠা ...

আসলে সেইসময় পুরো পাড়ার লোকজন ছিল আমাদের মতো উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের স্বঘোষিত গার্জেন। এমনকি সেই গার্জেনগিরি করতে বেপাড়ার মানুষেরাও মুখিয়ে থাকতেন। সুতরাং ওই নিশ্ছিদ্র মিলিটারি জমানায় খোলামেলা চিঠিচাপাটি তো দূরের কথা রেখে-ঢেকে পাঠানোও সীমান্ত দিয়ে অবৈধ অনুপ্রবেশের মতো বিপজ্জজনক ছিল। তারপরেও আমাদের প্রেম হত এবং প্রেমে হাবুডুবু খেয়ে চিঠি লেখাও।

কিন্তু সেই প্রেমপত্র ডাকে পাঠানো যাবে না। তাহলে প্রেমের অকাল সমাধি তো হবেই। উপরন্তু সেই পাত্রপাত্রী উত্তমমধ্যম সহযোগে এমন নন্দিত হবে যে তাদের আর জীবদ্দশায় (উড়ুক্কুকালে) প্রেম-বন্দিত হওয়ার কোনও চান্সই থাকবে না। আবার নিজে হাতে তাকে চিঠি দেওয়ার চেয়ে বরং সুইসাইডাল স্কোয়াডে নাম লেখানো ভালো। কিন্তু চিঠি ইজ মাস্ট। কারণ পাত্রপাত্রী পাশের বাড়ির হোক বা এক পাড়ার বা একই কোচিং ক্লাসের। তখন ছেলেতে-মেয়েতে কথা বলার চ্যাপ্টার নেই। কাজেই না বলা বাণী যত সব ওই প্রেমপত্তরেই।

যাক চিঠি তো লেখা হল কিন্তু দেওয়া হবে কীভাবে। খোঁজ খোঁজ। হাতে পকেটমানি থাকলে পাড়াতুতো নিজতুতো গেঁড়িগুগলি ভাইবোনকে আলুকাবলি ফুচকার টোপ কিংবা ললিতা-বৃন্দে দূতী বা বিপদভঞ্জন মধুসূদনের মতো বিশ্বস্ত (যথেষ্ট রিস্কি) বন্ধুকে সিনেমা দেখিয়ে ফিট করা। আর পকেটমানির টানাটানি থাকলে হয় গেঁড়িগুগলিদের হোমওয়ার্ক করে দিয়ে নয় বন্ধুদের প্র্যাকটিকাল খাতা রেডি করে পত্রবাহক হিসাবে রাজি করানো। কিন্তু সেখানেও কী নিশ্চিন্তি আছে! কিছু কিছু বিচ্ছু গেঁড়িগুগলি ছিল যারা খাওয়াটা নগদানগদি না হলেই পাক্কা ব্ল্যাকমেলারের মতো– দাঁড়াও সবাইকে বলে দেব গোছের ডায়লগ দিত। আবার কিছু বিভীষণ গোত্রের পত্রবাহক বন্ধু নিজেই পত্রপ্রাপকের সঙ্গে প্রেমে জড়িয়ে যেত। তবু রামগিরি পর্বতে বিরহী যক্ষ যেমন মেঘকে দূত করত। রুক্মিণী যেমন কৃষ্ণকে চিঠি পাঠাত সুনন্দকে দিয়ে তেমন আমরাও ...

এবং প্রেমপত্রকে বিশেষ করে তোলার জন্য আমাদের সেকি প্রচেষ্টা! যেন চিঠি নয় জ্যান্ত কাব্য সাধনার ক্লাস। কেউ নিজেকে প্রমাণের তাগিদে শক্তি সুনীল, ভাস্করে ভাসত। কেউ চিঠিতে সুগন্ধী ঢেলে দিত। কেউ লাল কালিতে হার্ট-সাইন, কেউ রঙিন প্যাডের কাগজ তো কেউ সরাসরি রক্ত দিয়ে (আলতাও হতে পারে) চিঠি। কেউ কেউ আবার পেঁয়াজের রস দিয়ে চিঠি লিখত। এমনি দেখলে মনে হবে সাদা কাগজ, কিন্তু হালকা তাপে সেঁকে নিলেই কোরা কাগজেই বাজিমাত।

তখন চিঠিই ছিল আমাদের প্রেমের মূল ইউএসপি। এবং দক্ষ চিঠি লিখিয়েদের হেব্বি ডিমান্ড ছিল। অনেক প্রেমিক–প্রেমিকাই ওই চিঠিবাজদের বিভিন্নভাবে খুশি (অয়েলিং) করে তাকে দিয়ে চিঠির বয়ান লিখিয়ে নিত। তবে চিঠি যেই লিখুক সেই চিঠির কথা বাড়িতে জানলে আর রক্ষা নেই। স্কুল–কলেজ বা কোচিং ক্লাসের রাস্তায় চিনের প্রাচীরের মতো অভিভাবকের দুর্ভেদ্য প্রাচীর গাঁথা শুরু। বিয়ের পাত্র (মেয়েদের) দেখার চেতাবনি এবং সেই প্রেমীটির (ছেলেদের) টিকি দেখা গেলে মেরে ঠ্যাং খোঁড়া করে দেওয়ার হুমকি অধ্যায়।

তবুও সেই সময় প্রেমপত্র লেখা ছিল এক বিশেষ ক্যালি।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

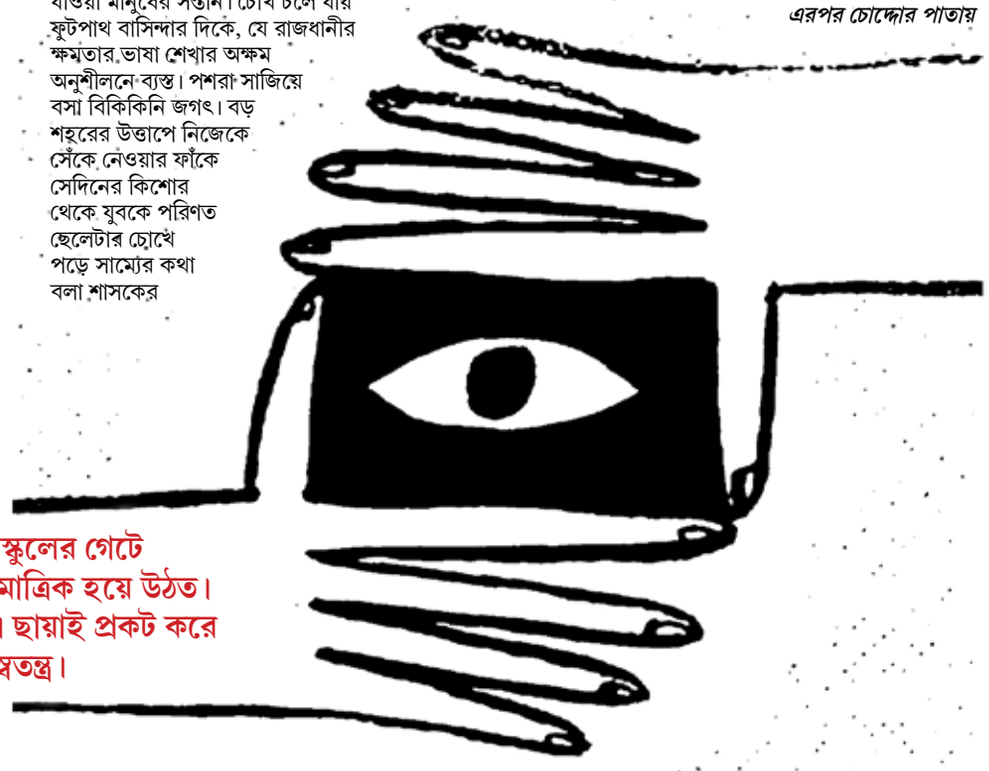

সরস্বতীপুজোর দুপুরে বয়েজ স্কুলের ভিড় যেভাবে গার্লস স্কুলের গেটে থোপা থোপা কাশিয়ার ফুলের মতো, প্রেমের আখ্যানগুলো বহুমাত্রিক হয়ে উঠত। বসন্তপঞ্চমী পেরিয়ে ফেব্রুয়ারি, পৌঁছাত বসন্ত উৎসবে। এত রং। ছায়াই প্রকট করে তুলত আলো। আজ রঙের কৌটো কাস্টমাইজড, স্বতন্ত্র।

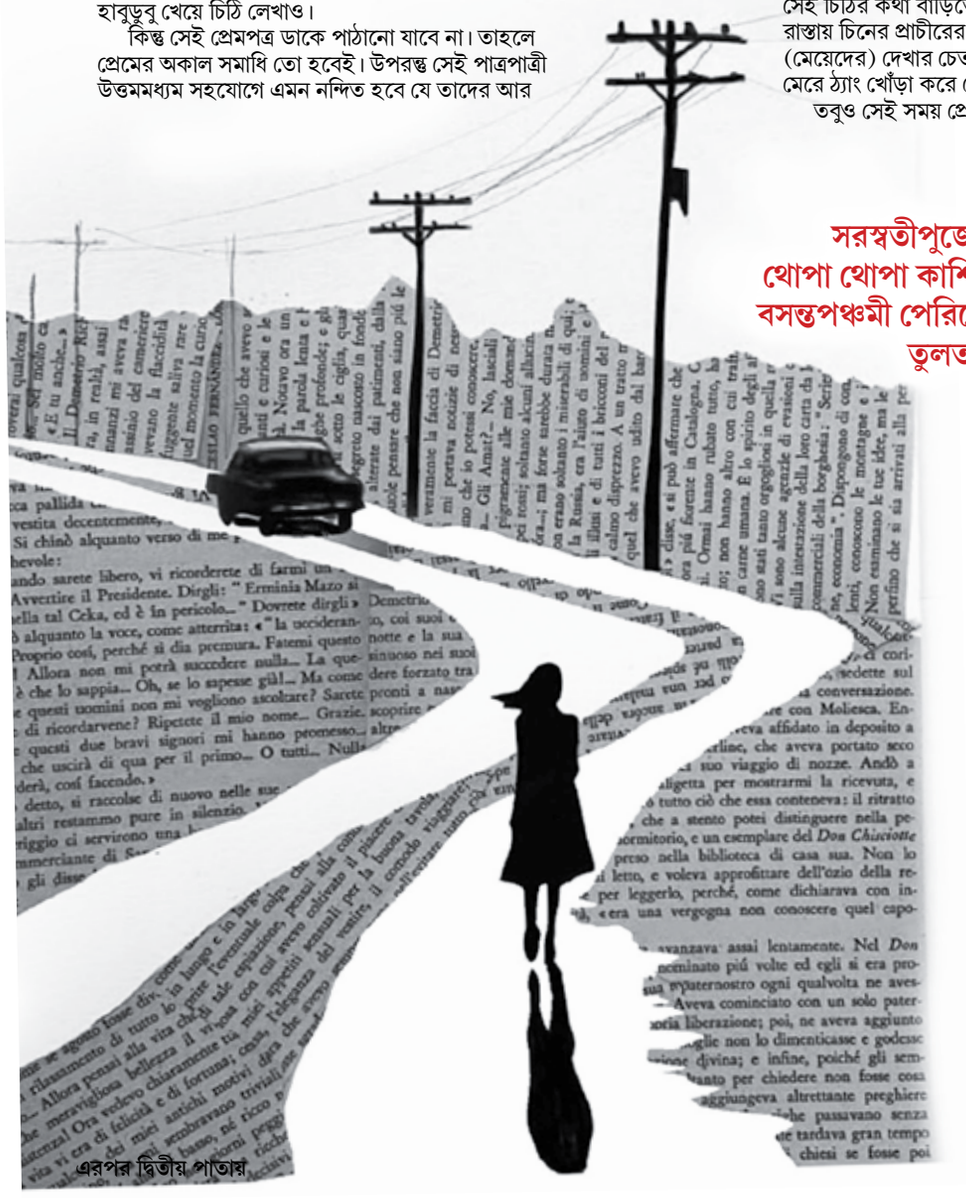

এরপর দ্বিতীয় পাতায়

রাজবাড়ির রোমান্স থেকে ডেটিং অ্যাপের চাতাল

নীলাদ্রি দেব

কোচবিহার রাজবাড়ির প্রশস্ত রাস্তার দু'পাশের দীর্ঘ সবুজে এত মুখ। এক বৃদ্ধার হাত ধরে ভিড় কেটে এগিয়ে যাচ্ছিলেন বৃদ্ধ। স্মৃতি ধরে হাঁটছিলেন। এত বছরের যৌথযাপনে বহুবার তাঁরা এই পথ হেঁটেছেন, পথ কিংবা চারপাশ বদলেছে ঠিকই, তাদের জার্নিও, কিন্তু এক থেকে গিয়েছে উষ্ণতা। ফেব্রুয়ারির তরল হয়ে আসা শীত ও রোদে ওদের গল্প আরও বেশ কিছু গল্পের মতোই। কমলালেবুর ত্বকের গভীরে জড়িয়ে থাকা রেখাদের মতো। বৃদ্ধা যে বেঞ্চের পাশে এসে দাঁড়ালেন, এমনই ভালোবাসার উদযাপনে কখনও তাঁদের ছেলেমেয়েরাও এই বেঞ্চের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু তৃতীয় প্রজন্মের ভাষা তাঁরা আর বুঝতে পারছেন না।

প্রতিটি প্রজন্মের ভাষা যেমন পৃথক, প্রেমও। প্রেমের ভাষা, যা আগের দশকে বদলেছে, গত দশকে তা দু'বছরে বা বছরে এসে ঠেকেছে। বহমান হলেও তা প্রকট হবার ব্যবধান কমে আসায় একই আয়ত্তে আসছে না সম্ভাব্য সমস্ত একক। সময় কি চাতালকে বড় করে তুলতে পারেনি! কিংবা চাতালকে অস্বীকার করেছে সমসময়? নতুন অপশন খুঁজে নিয়েছে? কখনও লং ড্রাইভ এসে মিশছে ডুয়ার্সের হোমস্টেগুলোতে। কখনও ফোর্টিন্থ নাইট সেলিব্রেশনের আলো-আঁধারিতে। ক্যাফে, বার বা ডিস্কোতে। প্রায় প্রতিটি শহরে যে কফি হাউসগুলো গড়ে উঠেছিল, বর্গাকার টেবিলগুলোকে ঘিরে গল্প, পাশাপাশি গল্পগুলোও এক অথচ পৃথক, উবে গিয়েছে যেন! সেখানে অনিবার্যভাবে ক্যাফে সংস্কৃতি। ভিন্ন উৎসবকে সামনে রেখে তাদের ভিন্ন উদযাপন, খাবার ও পানীয়। এই বদল যন্ত্র নিরপেক্ষ নয় বলেই অর্গানিক খুঁজে পেতে চেষ্টা করে কেউ। স্রোতের বিপরীতে। সে সামান্য পরিমাণ। যা আশা ও আশঙ্কার মাঝে ঝুলতে থাকা সুতোর মতো।

সরস্বতীপুজোর দুপুরে বয়েজ স্কুলের ভিড় যেভাবে গার্লস স্কুলের গেটে থোপা থোপা কাশিয়ার ফুলের মতো, প্রেমের আখ্যানগুলো বহুমাত্রিক হয়ে উঠত। বসন্তপঞ্চমী পেরিয়ে ফেব্রুয়ারি, পৌঁছাত বসন্ত উৎসবে। এত রং। ছায়াই প্রকট করে তুলত আলো। আজ রঙের কৌটো কাস্টমাইজড, স্বতন্ত্র। অরকুটের স্মৃতিও ফিকে হয়ে এসেছে। ফেসবুক, ইনস্টা পেরিয়ে ডেটিং অ্যাপের শামিয়ানার নীচে চরিত্রের ভিন্নতর বয়ান। প্রেম আদল ভেঙে আদল গড়েছে যেন। যারা রোজ ডে, প্রোপোজ ডে, চকোলেট ডে, টেডি ডে, প্রমিস ডে, হাগ ডে, কিস ডে, ভ্যালেন্টাইন ডে পর্যন্ত সপ্তাহের উদযাপন বা তার অনুশীলনে মিশে গিয়েছেন, তারাই সূচিত করেছে সন্ধিক্ষণ। হয়তো এ চর্চা, এ যাপন ব্যতিক্রম হয়ে উঠবে সামান্য আগামীতেই।

ডাচ গোলাপ, কার্ড থেকে নানাবিধ উপহারে সংক্ষিপ্ততম মাসটি বৃহত্তর হয়ে উঠত। এখন রুচি ভেদে উপহার বদলেছে। বদলেছে সম্পর্কের মানে, ভালোবাসার। বদলেছে প্রকার, ধরন। ভিত বদলেছে কী! ভালোবাসার প্রাণ, আত্মা! নাকি মাটির দাওয়ায় বহুতল হয়েছে শুধু। সূক্ষ্ম বস্তু এক থাকলেও বদলে যাওয়া পোশাকে কখনও অচেনা ঠেকছে। সে অর্থে ডেটিংও নয়, ভাইবিং আছে সিচুয়েশনশিপে। পার্টনার নয়, বয়ফ্রেন্ড নয়, যে বেস্ট ফ্রেন্ড ফর লাইফ, সে খুব কাছের বন্ধু কিন্তু কোনও সম্পর্কের ট্যাগে তাকে আটকে রাখছে না আজকের অনুশীলন। ড্রিপ বা ড্রপ, সাধারণভাবে প্রতিশ্রুতি ছাড়া বিপরীতের মানুষটিকে পরখ করে দেখার উপায়। সম্পর্কেও কাউকে ব্যাখ্যা না দিয়ে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে কেউ, তাকে ঘোস্টিং বলে ভেবে নিতে হবে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে কাউকে বিকল্প হিসেবে ভেবে রাখলে সময়ের ভাষ্য তাকে বলছে বেঞ্চ করা।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

দুখি ভোম্বল

বিপুল দাস

ভোম্বল যে আসলে ভীষণ চালাক, নাকি আদতেই বোকা– নতুনপাড়ার লোকজন আজ পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারল না। বিএলএলআরও অফিসের পিওন ভোম্বল ফাইল চালাচালি করে নগদ সিক্কা বেশকিছু করেছে, সঙ্গে জমিজমাও। কিন্তু তার দপ্তরে গেলে দেখা যাবে অতি দীনহীন পোশাক, দুখি দুখি মুখে সে এ টেবিল ও টেবিল ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেখলেই বোঝা যায় বড় কষ্টে আছে লোকটা। ভোম্বলের মুখের আদলেই একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে। দেখলেই মনে হয় এখনই কেঁদে ফেলবে। বুকের ভেতরে নিশ্চয় গভীর কোনও ব্যথা নিয়ে লোকটা বেঁচে আছে। লোকজন যখন কাজ উদ্ধার হয়ে গেলে তাকে আলাদা ডেকে পানমিষ্টি খাওয়ার জন্য কিছু দেয়, তখন তার মুখ আরও বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তার চোখে প্রায় জল এসে গিয়েছে মনে হয়। বোঝাই যায় ভারী দুঃখ পেয়েছে সে। যার কাজ উদ্ধার হয়েছে, সে ঠিক বুঝতে পারে না পানমিষ্টি খাওয়ার খরচ দিয়ে সে কি লোকটার প্রাণে আঘাত দিল, নাকি টাকার পরিমাণ দেখে ভোম্বল দুঃখ পেয়েছে। আরও কিছু তার হাতে ধরে দেয় সেই গাহেক। একবার একজন তার কষ্ট দেখে হাত থেকে টাকা ফিরিয়ে নিয়েছিল। এক মুহূর্তের জন্য ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া ভোম্বল সেই টাকা মাছরাঙা যেমন ছোঁ মেরে জল থেকে মাছ তুলে আনে, সেভাবে ফিরিয়ে আনল। সেই গাহেক দেখল ভোম্বলের চিরকালের কান্নামাখা মুখে সামান্য আলোর ঝিলিক, ঠোঁট গড়িয়ে মুচকি হাসি।

আসলে তার মুখের গড়নই ওই রকম। ছেলেবেলা থেকে সে যখন ক্রমে বড় হয়ে উঠছিল, দেখা গেল তার মুখে সব সময় একটা বিষাদঘন মেঘ লেপ্টে আছে। দেখলেই মনে হয় দু'দিন খায়নি বাচ্চাটা। অথবা বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, অনাথ শিশু একটু খাবার, একটু আশ্রয়ের জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিছুদিনের মধ্যেই ভোম্বল বুঝে ফেলল ভগবান তার দিকে অন্যভাবে মুখ তুলে চেয়েছেন। তাকে এমন মুখ দিয়েছেন ঠাকুর পাবলিকের অজস্র দয়ামায়া তার ওপর অবিরল ধারায় ঝরে পড়ে। আহারে, ভগবান ওর ভালো করুক। প্রাইমারি স্কুলে একবার স্পোর্টসে একশো মিটার রানে সে কেমন করে যেন ফার্স্ট হয়ে গিয়েছিল। স্থানীয় কাউন্সিলারের হাত থেকে প্রাইজ নেবার সময় কাউন্সিলার সম্পদ গুছাইত ভোম্বলের মুখ দেখে খুব কষ্ট পেলেন। তার মাথায় হাত বুলিয়ে অনেক সাহস দিলেন। বললেন যে, টাইম অ্যান্ড টাইড ওয়েট ফর নান। আবার বাংলায় বলেন– সময় ওজন করা যায় না, কিন্তু সাবানের গুঁড়ো নানরুটি দিয়ে ওজন করা যায়। তারপর তার একজন সহকারীকে ডেকে ভোম্বল সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে বলেন। ছেলেটি নিশ্চয় খুব কষ্টে আছে। যদি এর পেছনে কোনও চক্রান্ত থাকে, তবে আইন আইনের পথে চলবে। ক্রন্দনোদ্যত ভোম্বল তার জায়গায় ফিরে গেল।

কিন্তু দেখা গেল ভোম্বল যত বড় হয়ে উঠছে, ততই সে তার কান্নামুখ বেশ কাজে লাগাচ্ছে। নতুনপাড়ার লোকজন অবশ্য বুঝে গিয়েছিল তার মুখের স্বাভাবিক গঠনই ওই

এআই

রকম। দেখলেই মনে হয় এখনই কেঁদে ফেলবে। আসলে হয়তো ভোম্বল তখন মনে মনে ছক কষছে পাশের পলাশডাঙায় গিয়ে কিঞ্চিত ঘোরাঘুরি করে এই মুখ দেখিয়ে কিছু রোজগারের ব্যবস্থা করা যায় কি না। এদিককার লোকজন সবাই তার কায়দা ধরে ফেলেছিল। খুশির খবর শুনলেও তার মুখ একই রকম কান্নামাখা হয়ে থাকে। আর ওই মুখ দেখিয়ে সে ইতিমধ্যেই অনেক লোকের সর্বনাশ করে ফেলেছে। ফলত, ভোম্বলও আর এদিকে কোনও অ্যাকশন করছিল না। লোকজনকে সস্তায় ভালো জমি, দোতলা বাড়ি, সিমেন্ট, মোটরবাইক– এসব কিনিয়ে দেবে বলে টাকা অ্যাডভান্স নিয়ে গায়েব হয়ে যেত। দৈবাৎ কেউ দেখে ফেললে সে আবার একটা নতুন গল্প ফাঁদত। তার কাঁদো কাঁদো মুখ আর আসন্ন বিপদের ভয়ানক গল্প শুনে লোকজন আবার তাকে বিশ্বাস করে বসত। পুরোনো জায়গা ছেড়ে ভোম্বল নতুন এরিয়ায় তার দুখি মুখের

রসরঙ্গ

ভোম্বল শুনেছিল ইনডেলিবল ইঙ্ক মানে কিছুতেই মুছবে না। ভোটের সময় আঙুলে লাগায়। পিসির কলপের কাজ ভালোই হবে। ভেবেছিল গাঢ় বেগুনি, চুলে দিলে কালোই দেখাবে।

ইনভেস্টমেন্ট শুরু করেছিল।

ভোম্বল খুব দ্রুত বড়সড়ো হয়ে উঠছিল। কোনও এক অজ্ঞাত কারণে ভোম্বল তার বাবাকে এড়িয়ে চলত। কিন্তু তার ৭০ বছরের পিসির সে ছিল নয়নের মণি। পিসি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন যে সত্যিই ভোম্বলের মনে গভীর কোনও দুঃখ আছে। ফলে ভোম্বলের জন্য ঘন জ্বাল দেওয়া দুধের বাটি, সবরি কলা, মাছের মাথা, অবিশ্বাস্য পরিমাণ মাংস নিয়মিত সেবনের ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন। ঠাকুরের আসনের পাথরের গোপাল আর ভোম্বল নামের জ্যান্ত গোপালের মধ্যে কোনও ভেদাভেদ তিনি করতেন না। ভোম্বলকে তিনি গোপাল নামেই ডাকতেন। ভোম্বলের খাওয়ার সময় তিনি পাতের পাশে বসে মিস মার্পেলের দৃষ্টিতে ভোম্বলের মুখের দিকে নজর রাখতেন। খাওয়া শেষ হলে ভোম্বলের গায়েপিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করতেন– গোপাল, তর কীসের দুঃখ, আমারে ক'। এ কথা শুনে ভোম্বলের হাসি পেত, তখন তার মুখের রেখায় একটা বিচিত্র ভাবতরঙ্গ খেলে যেত। যার মুখের গঠন পারমানেন্টলি দুখি মানুষের মতো হয়ে গিয়েছে, সে মুখে কী করে হাসির রেখা ফুটবে। ভোম্বল হাসতে গেলে সে একটা বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপার হত।

পিসি ভয় পেয়ে বলতেন– 'থাউক গা। পুরুষের জীবনে কত ঝড়ঝাপটা আসে, সামাল দে গোপাল। আমারও কি দুঃখ কম।'

'পিসি, কও তোমার কীসের দুঃখ? ট্রাই দিলে সব সলভ হয় গিয়া।'

'উঠন্তি মুলার গোঁফ দেখলে চিনা যায়। বুজ্জস না?'

'বুজ্জি বুজ্জি, টাইম অ্যান্ড টাইড ওয়েট ফর নান। খুইল্যা কও তোমার কীসের কষ্ট।'

'পলাশডাঙায় গেলে দেবেন কবিরাজের দোকানে গিয়া আমার নাম বলবি। অর কাছে চুল কালো করার ভালো রং আছে। একবার তর বাপে আনছিল। একটাই দুঃখ রে। এই বয়সেই আমার সবটি চুল ফকফকা সাদা। তুই একটা কামকাজ পাইলেই তর বিয়া দিমু। নতুন বৌয়ের সামনে সবটি সাদা চুল নিয়া যাওয়া কি উচিত কাজ। ধর্ম বইলাও তো একটা কথা আছে।'

'এই কথা। তুমি নিচ্চিন্ত থাকো, আমি ভালো কলপ তোমারে আইনা দিমু। চুল এক্কেরে কুচকুচা কালা হইব। কুড়ি বছরের মাইয়ার মতো।'

একগাল হাসল পিসি। ভোম্বলও হাসছিল। সেটা একমাত্র তার চোখ দেখে কিছুটা আন্দাজ করা যায়। কারণ পিসি তার বিয়ের কথা ভাবছে। তার নিজেরও ধারণা ছিল না যে, তার মোটামুটি বিয়ের বয়স হয়ে গিয়েছে। এই আনন্দ সংবাদে তার বুকের ভেতরে নতুন জলের কইমাছ খলবল করে লাফাচ্ছিল। সে ঠিক করল চাকরি একটা জোগাড় করতেই হবে। তার নিজের বেশকিছু টাকা আছে, দরকার হলে বাবার থেকে লোন নেবে।

শেষপর্যন্ত তার মুখের কারুকার্য বা টাকার কার্যকারিতা, যাই হোক, জমি রেজিস্ট্রি অফিসে পিওনের চাকরি পেয়ে গেল ভোম্বল। স্বপ্নপূরণের দিকে এককদম এগোল ভোম্বল। পিসি বড় করে গোপালের ভোগ চড়াল (উভয় গোপালের)। এর মাঝে নির্বাচন এসে গেল। আর কোনও এক দুর্গম অঞ্চলে টিমের সঙ্গে ভোম্বলেরও নাম এসে গেল ভোটের ডিউটিতে। তাদের বুথে ভোটপর্ব নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হল। তাদের প্রিসাইডিং অফিসার ছিল বেশ করিতকর্মা লোক। শুধু সেকেন্ড পোলিং অফিসার কেন যেন হ্যারিকেনের মুখ খুলে একটা প্লাস্টিকের পাইপ ঢুকিয়ে কেরোসিন তেল খাচ্ছিল। ভোম্বল নিজের চোখে দেখেছে। মালপত্র গুছিয়ে গাড়িতে উঠেছে সবাই। ভোম্বল তার ব্যাগ দেখে নিল। তার সংগ্রহ করা জিনিস ঠিক আছে কি না। আছে, আছে।

'ও গোপাল, তুই আমারে কী কলপ আইন্যা দিলি। কালা না তো, আমার সব চুল কেমুন জানি বেগুনি হইয়া গেছে। এখন আর কিছুতেই উঠাতাছে না।'

ভোম্বল শুনেছিল ইনডেলিবল ইঙ্ক মানে কিছুতেই মুছবে না। ভোটের সময় আঙুলে লাগায়। পিসির কলপের কাজ ভালোই হবে। ভেবেছিল গাঢ় বেগুনি, চুলে দিলে কালোই দেখাবে।

অচেনা সময়ের আয়নায়

তেরোর পাতার পর

নীরব থাকে সারারাত। পরস্পরের শরীর স্পর্শের অনুমতি পাওয়ার আগে এই জুটির প্রেম ছিল গঞ্জ শহরে চর্চার বিষয়।

যে প্রেমিকের মুখে একদিন ছিল, 'হ্যাড শী কাম অল দ্য ওয়ে ফোর দিস/ টু পার্ট অ্যাট লাস্ট উইদাউট এ কিস?' এখন সে বলে, 'কী কাজ তারে ডাকিয়া আর এখানে এই বেলা/ হৃদয়পুরে জটিলতার ফুরালে ছেলে খেলা'। আসলে দ্রুত পালটাচ্ছে সময়। চারপাশে যেমন, তেমন নিজের জীবনেও। এ যেন গাভাসকার থেকে শচীনে যাওয়া, অমিতাভ থেকে শাহরুখে। স্বপ্নে তখন রঙিন টিভি, হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায় এমন আস্ত নারীদেহ। একেই সুখ বলে কি না জানতে যাওয়ার সময় নয় এখন, এখন শুধু ছোটার সময়। 'আমি তখন নবম শ্রেণি' শুনে পলকে মনে পড়ে শাড়ি ইস্কুল পোশাক থেকে বিদায় নিয়েছে কবেই! সে জেনেছে 'তোমাকে চাই'-এর আসল উদ্দেশ্য কোনও নারী নয়, এ যেন নিজেকেই বলা, চাইতে পারার দৃঢ়তা। মধ্যবিত্ত গলায় যে জোর ছিল না কোনওদিন।

যে চোখ দুটো ছিল সেদিনের ফাগুন বিকেলের সাক্ষী, সেখানেও চশমা ওঠে অবধারিত। তাকিয়ে দ্যাখে প্রজন্মের হাতবদল। নতুন যৌবনের অভিধানে প্রেম নেই, আছে সিচুয়েশনশিপ আর ব্রেক আপ। ওরা বিকেল খোঁজে না, ঝলমলে সন্ধ্যার অপেক্ষায় থাকে, দ্রুতগামী বাহন আছে, আছে দামি রেস্তোরাঁ। নিভৃত যাপনের কুসংস্কার নেই, বিরহ এখানে তীব্র তীক্ষ্ণ নয়। উদ্দেশ্যহীন এক অপরাহ্ণবেলা সেদিনের তরুণকে নিয়ে যায় পুরোনো পথে, শহরের টিকে থাকা দেওয়ালগুলিতে এখন 'নতুন ভোর' আনার প্রতিশ্রুতির জায়গা নিয়েছে 'উন্নয়ন'। মালঞ্চপল্লির অগোছাল শুয়ে থাকা মাঠে এখন নিখুঁত বহুতল, এককোণে একটা তেঁতুল গাছ ছিল, রোদ্দুরে ছোটাছুটিতে হাঁফিয়ে গিয়ে জিরিয়ে নেওয়ার ঠিকানা। এখন ফ্ল্যাটের রুমাল বারান্দায় বাহারি ফুলের টব।

সবুজ শহরটা এখন ধুসরতা ঢাকতে নিয়মিত রূপচর্চা করে, রং মাখে, ফ্যাটফেটে আলোতে অন্ধকার ঢাকতে চায়। এ শহরে টিকে থাকা দু'-একটা গাছে পাখিরা বসতে ভয় পায়, পূর্ণিমা রাতে চাঁদের আলো এসে তীব্র হ্যালোজেনের দাপটে পৌঁছায় না এ জনপদে। এখানে শিশুরা কেউ আর ধুলোমাটিতে খেলে না, আনন্দে গান করে না, ওরা খেলা শেখে, গানের ক্লাসে যায়।

সেদিনের তরুণের উদ্দেশ্যহীন পা দুটো তাকে নিয়ে যায় এ গলি থেকে সে গলি। একটা আস্ত সাইকেল বিকেল ছিল একদিন, এখন পাড়ার নামগুলি হারিয়ে গিয়েছে। পৃথিবীটা ছোট হয়ে ঠিকানাগুলি কাছে এসেছে যত ততই বেড়েছে দূরত্ব। কখন যে নিজের অজান্তেই চলে এসেছে সেই নদীটার কাছে, খেয়াল করেনি। নদীর ধারে রঙিন বাঁধে এখন আর ঘাসে বসে না কেউ, সিমেন্টে বাঁধানো বসার জায়গা। পাশাপাশি বসে থাকা যুবক-যুবতীর চোখ নামানো মুঠোফোনে। কেউ কাউকে দেখছে না। একে অন্যের চোখের মধ্যে চোখ ঢেলে তাকিয়ে থাকে না এরা? সেদিনের যুবক ত্রস্ত হয়ে ওঠে। তাহলে তো ওরা পর্দার বাইরে দ্যাখে না কিছুই। আর নদী? সেই ছেলেবেলায় ফেলে আসা নদী, যার গায়ে পড়ত শেষ বিকেলের কমলা রং, চলে যেতে না পেরে সে এখন শুয়ে থাকে হাঁপের রুগির মতো, দীর্ঘদিন শুয়ে থেকে যার শরীরে বেডসোর অগুনতি। ওখানে সূর্যের আলো পড়ে না। বড় বড় বহুতলের ছায়া ঢেকে দেয় সবকিছু। দমবন্ধ হওয়া জনপদে এখন আর আকাশটাই দেখা যায় না।

অনেকদূরে নেমে গিয়েছে, জল খুঁজতে অনেকটা যেতে হয়। সেখানেও বালি, প্লাস্টিক, স্যানিটারি ন্যাপকিন, পুজোর বাসি ফুল, খড় ওঠা মনসা আর কচুরিপানার পরিপাটি সংসার। একদল মানুষ অনেকটা দূরে ছায়া ছায়া শরীরে পরিষ্কার করছে ঘাট, টেনে টেনে সরাচ্ছে কচুরিপানা। হয়তো সামনে কোনও উৎসব আছে, নদীকে সাজিয়ে তুলতে হবে। এই সবকিছুকে পাশ কাটিয়ে তবুও বইছে যে ধূসর জলধারা, সেখানেই ডুব দিয়ে একজন সারাদিনের অর্জন করা গ্লানি ধুয়ে নিচ্ছেন। ভোরেও আসে মানুষটি? এই জলে ডুব দিয়ে বলে ওঠেন 'জবা কুসুম সঙ্কাশং'। ভাবনায় শ্লথতা আসে।

ক্ষয়ে যাওয়া নদীটায় তখন সেইসব মানুষের মুখ, ডাকনাম 'ভালোবাসা' ছিল যাদের।

সুগন্ধী কাগজ আর হারানো প্রেমপত্র

তেরোর পাতার পর

ধরে নেওয়া হত যে যত আবেগ দিয়ে চিঠি লিখবে, তার প্রেম সফল হবার সম্ভাবনা তত বেশি। রীতিমতো লার্জ পাটিয়ালা পেগের শিহরণ আর রহস্যের ককটেল ছিল সেইসব প্রেমপত্র! আর একবার প্রেমপত্র পাঠিয়েই অন্য প্রান্ত থেকে সবুজ সিগন্যাল মানে জাস্ট বাম্পার লটারি জিতে যাওয়া। প্রায়শই সেই দূতবাহিত চিঠিতে প্রাপক বা প্রেরকের কোনও নাম থাকত না (যাতে ধরা পড়লে ঢপ মেরে জামিনযোগ্য হওয়া যায়) কেউ কেউ আবার কোড ল্যাঙ্গোয়েজ রপ্ত করে চিঠি লিখত। ধরুন কেউ লিখেছে– টাআটজ টিবিটাকাটেলে টেখেটালাটর টামাটেঠে টেএটোসো... উদ্ধার করা পাঠকের কাছেই ছেড়ে দিলাম। প্রসঙ্গত, বলে রাখি একেকজনের কোড ল্যাঙ্গোয়েজ কিন্তু একেক ধরনের হত। ওঃ কী সব উদ্ভাবক!

আসলে সময়টা ছিল চিঠিতেই চমক দেওয়ার যুগ। আমাদের মধ্যে একজন আবার ব্যতিক্রমী হবার মরিয়া চেষ্টায় চিঠির শুরুতে মাই ডিয়ার লিভার এবং শেষে ইয়োর কিডনিজ লিখেছিল। বলাবাহুল্য তার প্রেমও অপারেশন টেবিলে ওঠার আগেই দেহ রেখেছিল। তখন মফসসলে প্রেম করাকে লাইন মারা বলত। একটু ডেঁয়ো টাইপের ছেলেমেয়েরা নিজের পছন্দের সঙ্গীর সম্বন্ধে তারই বন্ধুকে উৎসাহী হতে দেখলে বলত– লাইন দিয়ে লাভ নেই। অলরেডি আমার সঙ্গে এনগেজড। তবুও কোনও অকুতোভয় প্রার্থী স্মার্টলি বলত– কোনও ব্যাপার না, ইট পেতে রাখলাম। লাইন ক্লিয়ার হলে আসব।

আমরা তখন প্রেম করতাম না। প্রেমে পড়তাম। এবং সেই পতনেরও যে কী তূরীয় আনন্দ ছিল! যেন আমায় পরশ করে (চিঠির মাধ্যমে) প্রাণ সুধায় ভরে/ তুমি যাও যে সরে (যথাসম্ভব সেই চিঠি তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে ফেলা) বুঝি আমার ব্যথার আড়ালেতে (গার্জেনকে ফাঁকি দিয়ে) দাঁড়িয়ে থাক... তখন আমরা চলনে বলনে শয়নে স্বপনে সবাই রবীন্দ্রনাথ। তখন আমরা জাতীয় (প্রেম) সংগীত 'ভালোবেসে সখী নিভৃত যতনে আমার নামটি লিখো তোমার মনের মন্দিরে' কিংবা 'আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী (মাধুরী দীক্ষিত নয়) করেছ দান'-এর মহিমায় হাবুডুবু।

যদিও সেই সময়ে আমরা মানে প্রেম-পতিত মানুষজনেরা একটু কাছাখোলা টাইপের হতাম। ঘন ঘন আয়নায় নিজেকে দেখা, বাড়ির কানাচে ছাদে বা বাথরুমে একই চিঠি সাড়ে চুয়াত্তরবার পড়ার এমন হিড়িকে মাততাম যে নিজের প্রেমের চিতা নিজেই সাজানোর অমিত সম্ভাবনা তৈরি হত এবং অনেকক্ষেত্রে হয়েছেও।

অথচ মনে হয় যো দিন বীত গয়ি ওহি আচ্ছা থী। কারণ সেই চিঠিজ প্রেমে একটা অদ্ভুত প্রতীক্ষা ছিল। এখনকার মতো মুহূর্তে ব্লু টিক হয়ে মেসেজ সিন হওয়ার সিন ছিল না। অনেক অনেক হার্ডলেস পেরিয়ে শুধুমাত্র একটা চিঠি পাওয়া ছিল যেন দুরন্ত ষাঁড়ের চোখে লাল কাপড় বাঁধা। যেন বিশ্ব সংসার তন্নতন্ন করে ১০৮ নীলপদ্ম খুঁজে আনা। যেন চিঠি নয় তাকেই পাওয়া বুকের মাঝে। মনের মধ্যে গুনগুন- আজ বিকালের ডাকে তোমার চিঠি পেলাম / রঙিন খামে যত্নে লেখা আমার নাম...

আর এখন? এখন সেই হারিয়ে যাওয়া প্রেমপত্রকেই বলি– 'ভালো আছি ভালো থেকো। আকাশের ঠিকানায় চিঠি লিখো।' তবুও আশার বীজ বুনি। কোনও এক দুপুর বসন্তে পার্সেল এটিএম কার্ড বা ইনসুরেন্সের নোটিশের বদলে পোস্টম্যান যদি একটা হাতে লেখা প্রেমপত্র ধরিয়ে দেয়! নেপথ্যে আবহ সংগীত... চিঠি আয়ি হ্যায় আয়ি হ্যায় চিঠি আয়ি হ্যায়...

রাজবাড়ির রোমান্স থেকে ডেটিং অ্যাপের চাতাল

তেরোর পাতার পর

আবার দায়বদ্ধতা ছাড়া সম্পর্ককে হালকাভাবে রাখা যেতে পারে, এ পদ্ধতিটি ফ্লেক্স। শুধু শারীরিক ঘনিষ্ঠতা হলে, কোনও মানসিক সংযুক্তি না থাকলে, তা ক্যাজুয়াল লভ অবজেক্ট। আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না করে পরিস্থিতি যাচাই করলে তাকে বলছে সফট লঞ্চ। কেউ সম্পর্কে থেকে যেতেই পারেন অথচ সক্রিয়ভাবে নয়, তখন তা অরবিটিং। থাকা আর না থাকার পর্যায়ক্রমিক জেব্রাএশনশিপ।

তবু যে নামেই ডাকি, গোলাপ সুন্দর। সুন্দর বলেই গোলাপ মোড়ে পৌঁছাতে এতগুলো রাস্তা। আপনি নিরীক্ষা বলতেই পারেন। নির্মাণ বিনির্মাণের ভেতর দিয়ে আত্মা স্পর্শ করা। প্রাণ প্রতিষ্ঠা। পাটকাঠির ডগায় দুপুরের লাল জবা। আর জীবনের উদযাপন। কৈশিক জলের মতো নয়, বরং নিজেকে বাঁচা। নিজস্ব নিশানের নীচে। নিজস্ব তাঁবুতে। রামধনু পতাকা হোক বা সাদা, কালো, নিরেট ধূসর। তাই বদলে যাওয়া এক চোখের দৃষ্টিতে নয়, বহু চোখে দেখলে চারপাশের প্রতিটি সংজ্ঞার উলটোপিঠে আরও কত সংজ্ঞা জুড়ে যায়। এক নয়, সম্ভাব্য সমস্ত প্রকারে বিশ্বাস। অজস্র চোখ রাঙানো বা খাপ পঞ্চায়েতের বিপরীতে এ অবস্থানগুলোও সময়ের বয়ন তৈরি করে।

নদী, পাহাড়, এত জাতি, ভাষা, সংস্কৃতি নিয়ে যে উত্তরবঙ্গ, তার প্রেমের বৈচিত্র্য, প্রকাশের এবং যাপনের, তার সারসংক্ষেপ হয় না। প্রতিটি মূল প্রতিটি বৃক্ষের সম্ভাবনা। সময় পরিবেশ গড়ে দেয়, পরিবেশ গড়ে দেয় মানুষ। এই বদলের চাকা ঘুরছে, ঘুরবেও। সমান্তরালে শুধু কি শহর জীবন! ঢেউ কেন্দ্র থেকে পরিধিতে ক্ষীণ হয়ে আসে। প্রমাণ নয়, ভূগোলের সঙ্গে এর স্বতন্ত্র উচ্চারণগুলো এ মাটিরই দান। উত্তর যে ভালোবাসার উপাদান দিয়েছে, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে তার পারমুটেসন কম্বিনেশন।

যেমন রঙ্গিত আর তিস্তাকে ঘিরে জন্মেছে জনশ্রুতি, প্রেমের উপাখ্যান। মেয়েটি তিস্তা, ছেলেটি রঙ্গিত। প্রেম থেকে খুনশুটি, তা থেকে এক প্রতিদ্বন্দ্বিতা। শুরু পাহাড় জঙ্গল খাদ পেরিয়ে দৌড়। এই ভূগোলকে ভালো চেনেন, এমন দুজন তিস্তা ও রঙ্গিতকে পথ দেখালেন। পা-রিল-ব্যু আর টুট-ফো। তিস্তা ছুটছে দ্রুত থেকে দ্রুততর। রঙ্গিত, পথপ্রদর্শকের অধীন মনমতো বেগ পাচ্ছে না। সে টুট-ফো-এর অপেক্ষায় না থেকে গতি বাড়ালে সামনের যা কিছু, সমস্ত ভাসিয়ে দক্ষিণে এগিয়ে চলে। কিন্তু তিস্তা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয় রঙ্গিতের জন্য, এখনও সে ধারেকাছে নেই। তাই উত্তরমুখী এবারে তিস্তা, ফিরে যেতে চায় রঙ্গিতের কাছে। হঠাৎ সে দেখে রঙ্গিত প্রবল গতিতে ছুটে আসছে তার দিকেই। অপার্থিব মুগ্ধতা নিয়ে দুজন দুজনের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মেলি ও তিস্তা বাজারের কাছে মিলনস্থলটি ত্রিবেণি।

ভালবাসাবাসি। যতটা মনের, ততটা মনেরই। আর মনজগৎ বড় রহস্যের। এর দীর্ঘ পাঠ জীবনকে নিশ্চিত সহজ করে তোলে। খাপ ও খোপে বাঁধা জীবন থেকে হঠাৎ কেউ আলতামিতার গুহার মতো জীবন্ত, সৎ ও সত্যি হয়ে উঠতে পারব না। তবু এই সহজের পাঠ যে প্রয়াস দেয় তা ভার্চুয়াল আর রিয়েলের অদৃশ্য বিশ্বযুদ্ধেও ঠিক খুঁজে নিতে চেষ্টা করছে মানুষ। কিন্তু এই খোঁজে কোনও যানজট নেই। সবাই সবার মতো ঠেকছে এবং শিখছে। প্রতিবন্ধকতা এক একটি দরজার নাম। দূর যেমন কাছে এসেছে। লং ডিসট্যান্স রিলেশনশিপ গত পরশু অন্য মেজাজে থেকেছে, আজ অন্য। আমরা যাকেই ধ্রুবক ধরছি, সে বরং দোদুল্যমান। শুধু সমস্যা নয়, সমাধান আছে। আছে প্রচুর ব্যাখ্যা। কিন্তু অক্ষর থেকে কি জীবন উঠে আসে, নাকি উলটোটা। যদি জীবন থেকে অক্ষর উঠে আসে, তবে এ কথা স্বীকার করতে হবে, এর কোনও নোটবুক নেই, সহায়িকা। আছে আদি ও অনন্তের মাঝে দড়ি, মাদারির খেল, একটা জীবন। এতে প্রসাধন আছে, ট্যানও আছে। বিচ্ছেদ তাই অঙ্গাঙ্গি। একে ডজ করে ফিনিশিং লাইন যেমন আছে, আবার লাইনের এপাশে শেষ লেখা থাকলে ওপাশে শুরু। অজস্র আলোর বীজ।

গোঁফ

জয়ন্ত চক্রবর্তী

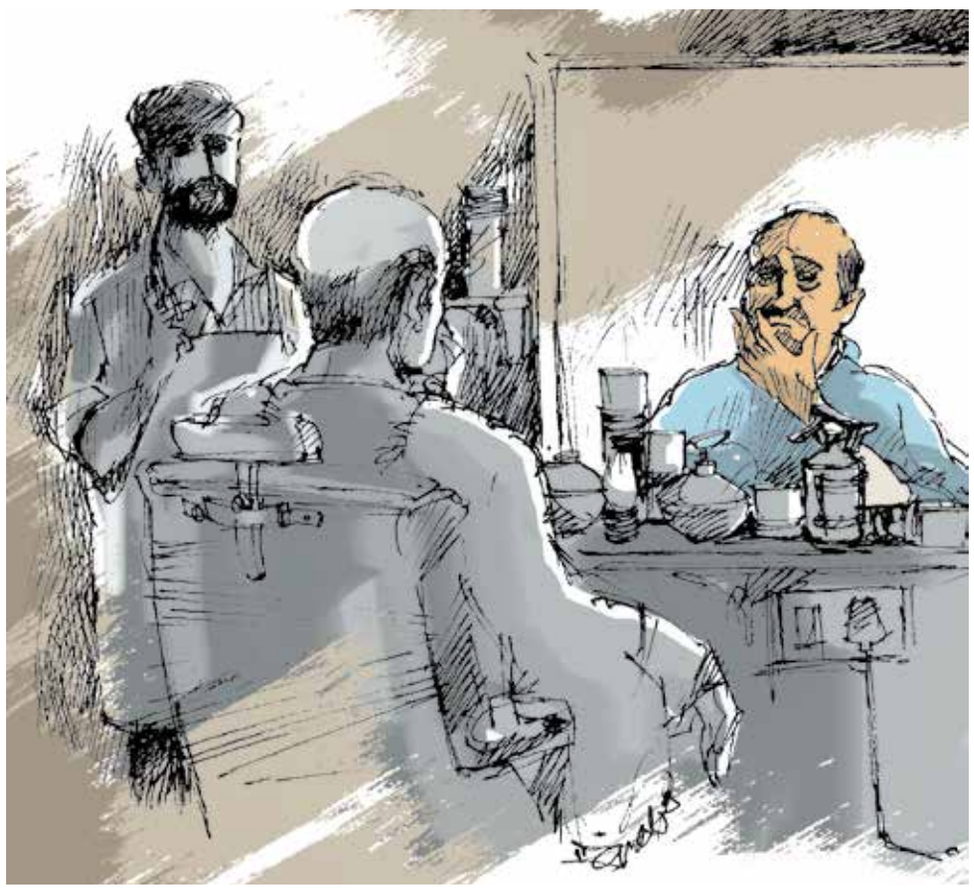

ছোটগল্প

ক্ষুরের কাজ সেরে কাঁচি দিয়ে যখন গোঁফটা ছাঁটছিল গণেশ, তখন কাঁচির ডগাটা দিয়ে গোঁফের দুই প্রান্তভাগ সমান করছিল সে। গণেশের হাত খুব মিষ্টি। গণেশ শীল, আমার প্রাক্তন ছাত্র। মাধ্যমিকে বার দুই ফেল করে এই পৈতৃক পেশাতেই নিজেকে সঁপে দিয়েছে। বাবা সারাজীবন ফুটপাথে ক্ষুর কাঁচি চালিয়েছে- ব্যাটার আমল আলাদা। ফ্যাশনের যুগ- গণেশ সেলুন করে বসেছে। তিনটে চেয়ার, তিনজনের মধ্যে গণেশই মালিক, অন্য দুজন স্থানীয়, ওর সমবয়সি।

এবার গণেশ একমুঠো জল দিয়ে গালটা ধুয়ে দিয়ে লোশনটা বুলিয়ে দিল গালে। তারপর দু'হাত দিয়ে কপাল, মাথা এমনভাবে ম্যাসাজ শুরু করল তাতে তন্দ্রাভাব এসে গেল আমার। গণেশ তাঁর হাতের আঙুলগুলোকে মাথার পেছন থেকে খুব ধীরে কপাল বরাবর এনে চোখের কোটরের চারপাশে ঘুরিয়ে কানের পাশ দিয়ে নিয়ে মাঝ বরাবর এক মুঠো চুলকে একহাতে খামচে ধরে অন্য হাতে ফটাস শব্দ করে একটা আলগা চাপড় কষাল, তারপর ডান হাতের আঙুল দিয়ে মাথার তালুটা যেন খুঁড়তে লাগল। তারপর মাথায় টিকের কাছে বাঁ হাত আর থুতনির কাছে ডাক হাত দিয়ে মাথাটাকে ভূগোলের গ্লোব ঘোরানোর ভঙ্গিতে নাড়া দিয়ে ঘাড়টা ফোটাল দু'দিকে দু'বার। শেষে ঘাড়ের উপর গণেশের মোলায়েম হাত বোলানোটাও বেশ সুখের।

এতক্ষণ বোধ হয় বাস্তব জগতে ছিলাম না। গণেশের হাতে এত জাদু! আমার মনে হল, এত যে গুণ গণেশের, তাহলে স্কুলের সামান্য পড়া কেন হত না বাপু! যেদিন পিঠে একটা গোটা লাঠি ভেঙে দিয়েছিলাম, সেদিন সত্যি বলতে আমার খেতে রুচি হয়নি। আহারে! কেন যে রেগে গেলাম অমন! সে অনেক আগের কথা- ওসব আর ভেবে কাজ কি?

এবার চশমাটা চোখে নিয়ে আয়নায় নিজেকে দেখলাম, প্রথমটা ঝাপসা, পরে আয়নায় স্পষ্ট আমি এবং ক্লোজআপে কেবল আমার মুখমণ্ডল। ব্যাস, যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। সত্যি সত্যি দেখি সেই অঘটন! ডান দিকে গোঁফটা বাঁ দিকের চেয়ে মোটা এবং লম্বায় ঈষৎ ছোট। মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে যেতেই আয়নায় দেখলাম গণেশ চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে আর পিছন থেকে আয়নায় আমাকে দেখছে। আয়নায় গণেশকে বললাম, 'গোঁফটা একটু কেমন কেমন লাগছে না গণেশ?'

'বসুন স্যর, দেখছি।' বলেই দ্রুত চুমুক দিয়ে চা শেষ করে আবার কাঁচি নিয়ে আমার কাছে এগিয়ে এল। ডান দিকের প্রান্তভাগেই কাঁচি দিয়ে ছেঁটে ক্ষুরের টাচ দেবে মনে হল। বললাম, 'থাম। কোন দিকে খুঁত বল তো?'

'ডাক দিকেরটা একটু লম্বা হয়ে গেছে স্যর।' বলেই কাঁচিটাতে ক্যাচ ক্যাচ শব্দ তুলল। একটু হাসল। পান খাওয়া লাল দাঁতগুলো বের হতেই রাগটা আমার আরও একটু চড়ে গেল। সেলুন থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে আমার মনে হল, এই জন্যই ফি বছর পরীক্ষায় লাড্ডা পেত।

এবার মনে হল বুঝি আমার চোখটাই খারাপ। চশমার পাওয়ারে গোলমালও হতে পারে। বইয়ের দোকানে রতন বসে আছে– খদ্দেরপাতি নেই। এটা আমাদের একটা নির্ভরযোগ্য ঠেক। ওকেই জিজ্ঞাসা করলাম, 'দেখ তো ভাই রতন, কোনদিকের গোঁফটাতে ডিফেক্ট আছে?'

রতন কথা বলার আগেই কে যেন বলল মনে হল- তোমার গোঁফে ডিফেক্ট? না, গোটা শরীরে ডিফেক্ট?

পিছনে তাকিয়ে কাউকেই দেখতে পেলাম না। রতন আমার মুখের সামনে বসে আছে! রতন ঠোঁট খুলল, 'বাঁ দিকেরটায় আপনার ডিফেক্ট।'

-কেমন?

-লম্বা এবং মোটা।

-লম্বা এবং মোটা, ধুৎ।

ডান দিকেরটা যদি মোটা এবং লম্বা হয়, তবে বাঁ দিকেরটা সরু এবং ছোট। আবার প্রশ্ন করলাম, 'তোমার বাঁ দিক, না আমার বাঁ দিক?'

-আপনার মশাই। আপনার ডিফেক্ট বোঝাতে আমার বাঁ দিকের কথা কেন বলব? রতন একটু হাসল। তারপর বলল, 'কী যে শেখান ছাত্রদের!'

এমন সময় গণিতের শিক্ষক অনিমেষ এসে হাজির। অনিমেষ আবার জ্যামিতি বিশারদ। চোখে চশমা লাগে না। কী ব্যাপার আর্যবাবু- বলতে বলতে এসে দাঁড়াল আমার সামনে। 'আচ্ছা অনিমেষবাবু, দেখুন তো আমার গোঁফে কি ধরনের ডিফেক্ট?'

কে যেন আবার বললে- ডিফেক্ট তোমার গোঁফে নয়, তোমার মনে।

তাকিয়ে দেখলাম পিছনে কেউ নেই। অনিমেষবাবু আমার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে বললেন, 'ডান দিকের গোঁফটা মোটা এবং লম্বা।'

ডান দিকটা 'মোটা' বলা পর্যন্ত আমার উৎসাহ জেগেছিল, তারপর ভাটা পড়ে গেল। বললাম : মিলল না। মোটা এবং ছোট হবে। ভালো করে দেখুন।

'আমি ঠিকই বলেছি বরং আপনার চশমার পাওয়ার পালটান।' অনিমেষের গলার স্বর বেশ বলিষ্ঠ শোনাল।

রতন বলল বাঁ দিকেরটা মোটা এবং ছোট। আমি দেখছি সম্পূর্ণ উলটো, ডান দিকেরটা মোটা এবং ছোট। অনিমেষ বোধহয় গণেশের দেখাই দেখেছে। ঠিক করলাম, আর কাউকে জিজ্ঞাসা করব না। যেমন আছে, থাক। গোঁফের কথা বাদ দিতেই গণেশের কথা এসে গেল। বাংলায় কোনও কালে কুড়ির বেশি পায়নি গণেশ। সেবার টেস্ট দিয়ে সন্ধেবেলা আমার ঘরের দরজায় খুব ভয়ে ভয়ে টোকা মারছে। আমি ঘরের আটপৌরে মোড়ক ছেড়ে গলার স্বরটা দু-নম্বরি করে চোয়াল চেপে সাড়া দিলাম, কে?

খুব নরম মিনমিনে গলা শোনা গেল, 'আমি গণেশ স্যর।'

কৃত্রিম কাশি কেশে ওর দিকে চাইলাম। গণেশ হাত কচলাতে কচলাতে বলল, 'স্যর, ফার্স্ট পেপারটা একটু খারাপ হয়ে গেছে স্যর। আর সব বিষয়ে ভালো হয়েছে। কেবল এটাতেই। ওটাতে যদি'- বলে খুব করুণ দৃষ্টিতে চাইল, পরে বলল : বরুণ আর আমার দুজনের পরীক্ষা একই রকম হয়েছে স্যর।

বরুণ আমার টিউশনির ছাত্র, ওর খাতা আজকেই দেখেছি। নিজের জোরে বাইশ, ওটাকেই বিয়াল্লিশ করতে কম বেগ পেতে হয়নি। এখন বোঝো, কেমন সাইকোপ্রেশার দিয়ে গেল গণেশ। ওর খাতা বের করে দেখলাম, খাতায় কেবল আ-কারের দোষ।

রচনায় লিখেছে :

বিদ্য সগর ম ম বলে

নদীতে ঝঁপ দিলেন।

হাজার খানেক

আ-কারের ঘাটতি। টেস্টের রেজাল্টে গণেশ অ্যালাউ হতে পারেনি। কেবল বাংলা প্রথমপত্রে আমার টিউশনের ছাত্র বরুণের দোহাইয়ে পাশ মার্ক, বাদ বাকি সবেই বিশের নীচে। তবু আগুন চোখে ক'টা দিন আমার দিকে তাকিয়েছিল সে। দোষটা যেন কেবল আমার। একদিন রাস্তাতেই আমার সামনে দাঁড়িয়ে গণেশ বলল, 'আমার টিউশনির পয়সা থাকলে বরুণের মতোই অ্যালাউ হয়ে যেতাম স্যর।'

-এখানে অ্যালাউ করলে ওখানে কী করবি? পারবি ফাইনালে পাশ করতে?

-ওখানে দেখে নেব স্যর।

সেই দিনই প্রধান শিক্ষক চয়নবাবুকে বলে ডিসঅ্যালাউ পাঁচটাকেই অ্যালাউ করার ব্যবস্থা করলাম। কিন্তু গণেশের এই অভ্যুত্থান মনে দাগ কেটে গেল। মেসোমশাই প্রায় বলেন, 'এখনকার শিক্ষক আর ছাত্র যেন বন্ধু ইয়ার দোস্ত। জানো, আমাদের আমলে শিক্ষকের নাম শুনলে শরীরে কাঁপুনি আসত। আর এখন? ছাত্র, মাস্টারমশাইয়ের সামনে এসে বলছে...'

আমি মেসোমশাইয়ের সঙ্গে বর্তমান শিক্ষক ও ছাত্রের সম্পর্ক নিয়ে এক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও তার ভালোমন্দের দিক নিয়ে আলোচনা করছিলাম। উনি আমার কাছে পরাস্ত হননি, আমিও। কিন্তু একান্তে বসে ভেবেছি, আমিই তো শিক্ষকের আসন থেকে নেমে ছাত্রের কাছে গিয়েছি।

আবার সেই গোঁফ জোড়াটার কথা মনে আসতেই সব গৌণ হয়ে গেল। গণেশ কি তাহলে খুব সূক্ষ্মপথে সন্তর্পণে তার প্রতিশোধ স্পৃহার তাড়নায় ক্ষুর ও কাঁচির সামান্য আঁচড়ের প্রতীকী একটা শাস্তি আমাকে সরাসরি দিতে চায়?

ঘরে ঢুকতেই মেয়ের আরেক অভিযোগ, ড্রেসিং টেবিলের আয়নার কাচটি খুব সস্তা দিয়েছে মিস্ত্রি। ওটা পালটাতে হবে। আমি ওই আয়নার সামনে দাঁড়াতেই আপাদমস্তক আমাকে দেখে চমকে উঠলাম- সারা শরীরটা চ্যাপ্টা। কিম্ভূতকিমাকার এক জন্তুর মতো মনে হচ্ছে। সেলুনের আয়নাটি তবে ডিফেক্টিভ নয় তো? গণেশের আর দোষ কী? কোথাও কোনও ভেজাল ছিল বলে আর মনে পড়ছে না। গণেশের সবটাই খুব সত্যি আর অলৌকিক মনে হল।

ওই গোঁফটাই সেদিন রয়ে গেল। পরের দিন খুব সন্তর্পণে রেজার চালিয়ে দাড়ি শেভ করলাম নিজে। কিন্তু গোঁফ ছাঁটার অভ্যাস নেই বলে ওটা তেমনই রইল। চারদিনে গোঁফটা নিজের আয়ত্তের বাইরে চলে গেল। একবার ভাবলাম, গোটাটাই কোদাল চাঁছা করে দিই। পরে সোমেশের কথা মনে পড়ে গেল। ও বলে, ওটাই তো পুরুষের একমাত্র সম্বল।

সেলুন লাইনে সীতারাম ঠাকুরের অভিজ্ঞতা তিরিশ বছরের। সেলুনের নাম পশ্চিমবঙ্গ সেলুন। গোঁফটা দেখাতেই ও বলল, 'বসে পড়ুন মাস্টারমশাই। দাড়িটাকে গোঁফ থেকে আলাদা করে দেখে তবে গোঁফের ডিফেক্ট বের করা যাবে।' কথাটা হোমিওপ্যাথির মতো শোনাল। গালে ফোম লাগিয়ে ক্ষুরটাকে পাথরে ঘষে দাড়িটা নামাতে এক মিনিটও লাগল না ওর। এখন গোঁফটা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এবার সে ঘুরে ফিরে পরীক্ষা করে জানাল- বাঁ দিকের গোঁফে ডিফেক্ট।

'কেমন, কেমন?' আয়নার ভিতর থেকে জানতে চাইলাম। সীতারাম বলল, 'ওটা সামান্য মোটা ও লম্বা।'

মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ডান দিকেরটা মোটা এবং খাটো। বললাম, 'তুমি দাগে দাগে শেভ করে দাও, আমার যা আছে থাক।' এবার সে ক্ষুরটা বাগিয়ে নাকের নীচে লাগাতে লাগাতে বলল, 'একটা কথা, যদি কিছু মনে না করেন তবে বলি...'

-বলো বলো।

-অশোককে চেনেন? ক্লাস টেনের?

-খুব চিনি। কী ব্যাপার বলো তো?

-ও বলছিল আপনার কাছে না পড়লে পাশ করতে পারবে না। আপনি নাকি ক্লাস টিচার। আপনি যা করবেন, তাই হবে। তাই?

আমি খুব বিব্রত বোধ করছি। কথাটা সত্যি। আজকাল এই রকম না বললে টিউশনির ছাত্রই জোটে না। নম্বর কম দেবার ভয় দেখালে সুর সুর করে ছাত্ররা চলে আসে। প্রথম প্রথম ক্লাসে বলতে হবে – 'এই ছোঁড়া, কার টোলে পড়িস? আমার কাছে যাস। মৌখিকে দশে দশ, খাতায় দেখে নেব।' এই ভাষণ দিলে দশ বারোজন জোটে। একটু ওলটপালট পড়া বললেই কানের পাশের চুলের চিক ধরে টেনে দাও। পেটে চিমটি কেটে দাও আর মুখে বলো – দেখি কী করে পাশ করিস। অমনি আরও পনেরো ষোলোজন ছাত্র জুটে যায়। এটাই আমার বিশেষ টেকনিক।

কিন্তু, এই সেলুনে চেয়ারে বসিয়ে অস্ত্র হাতে যদি কোনও গার্জেনের কৈফিয়ত চায়– তবে, কোন যুক্তি দিয়ে যে পাশ কাটাব– এই মুহূর্তে মাথায় আসে না। জিভের রসটা আঠালো হয়ে আসে। শেষে মুখ খুলি– তোমার ছেলে বড্ড ফাঁকিবাজ। পড়াশোনা করেই না। আর তাছাড়া ক্লাসে অত ছাত্র, সবাইকে পড়াও ধরা যায় না। তাই রেজাল্ট ভালো করতে গেলে...

সীতারাম ক্ষুর দিয়ে গোঁফটা ঠিক করছিল। বলল, 'সব বিষয়ে টিউশনি দেওয়ার পয়সা কোথায় মাস্টারমশাই, আমরা গরিব মানুষ।'

আমার মুখ বন্ধ, ক্ষুরের কাজ চলছে। মনের ভেতরে এর উত্তরটা উথালপাতাল করছে। এক সময় ছাড়া পেতেই উগরে দিলাম।

-কেন? মাংস খাও না?

সীতারামের হাতে কাঁচি। গোঁফের ডগা ছাঁটবে। বলল, খাই।

-মাসে ক'দিন?

-তা দু'দিন হবে। দু'দিনে দু'কেজি লাগে। আমার সংসারে পোষ্য তো কম না মাস্টারমশাই। আটজন। আমি একা রোজগেরে।

ওকে ফাঁদে ফেলেছি এই ভঙ্গিতে আয়নায় আমার দিকে ভ্রূ-ভঙ্গি করে সীতারামকে বললাম, 'কত করে কেজি? সাতশো টাকা? দু'কেজি মানে চোদ্দোশো?' সীতারামকে পরখ করে দেখলাম, সে আমার কথাগুলো গোগ্রাসে গিলছে। শেষ সমাধান তখন পরিবেশন করলাম।

-মাংস খাওয়া বন্ধ করে ছেলেটিকে মানুষ করা-ই তোমার প্রথম কাজ। ওই টাকায় তিনটে টিউশনির খরচ বের হয়।

এসব কথা আর ভালো লাগছিল না। কারণ গোঁফ জোড়া আবার যে-কে-সেই। বুঝতে বাকি নেই যে, এই সীতারাম ঠাকুরও আমাদের ভাতে মারতে চায়। আমার গোঁফের ডিফেক্ট ধরতে গিয়ে আমার ডিফেক্ট ধরার ধান্দায় ছিল। ননসেন্স!

সেলুন থেকে বেরোতেই দেখি বহু কায়দায় টেস্টে অ্যালাউ হওয়া ছেলে আকাশ সামনে। টেস্টের শেষদিনে আমার ঘরে গিয়ে বলেছিল, 'কবে থেকে স্যর আমাকে পড়াবেন বলুন। আমি আপনার কাছেই পড়ব। সবাই আপনার নাম করে। বাংলা ভালো জানি না স্যর। টেস্টে বাংলা ভালো হয়নি।'

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে আমার হামাগুড়ি দেওয়া ছেলে অন্তর হাতে দুটে কমলালেবু গুঁজে দিয়ে কোলে তুলে নিল। আমার সন্তানকে অমন ভালোবাসতে দেখে যখন আমার মন আনন্দে ভাসছে। ঠিক সেই সময়ে আকাশ আসল কথাটি বলেছিল, 'স্যর, আপনার সাবজেক্টে পাশ করলে আমি অ্যালাউ হবই। একটু দেখবেন স্যর। আপনার কাছে পড়ব।'

কিন্তু আকাশ টেস্টে অ্যালাউ হবার পর আর দেখা করেনি। একেবারে আজ এই সন্ধ্যায় ধোপদুরস্ত পোশাকে। হাত ছাড়া পাখি আমার সব শাসনের বাইরে। এখন আর তাকে মাথামোটা বোকা ছেলে বলে মনে হচ্ছিল না। চোখের দৃষ্টি খুব সহজ হলেও মর্মভেদী। বলল, 'স্যর মাফ করবেন। টেস্টের রেজাল্ট বেরোলে আপনার কাছে পড়ব না বললে আপনি আমাকে নম্বর দিতেন না স্যর– ওটা আমার কৌশল।'

ঠিক এই সময় সেই সেদিনের আমার ছেলেকে আকাশের কমলালেবু দেওয়ার দৃশ্যটি আমার মনে পড়ছে। কত মিথ্যা ছিল ওর সেই সেদিনের কমলালেবু দু'খানি।

ওকে পাশ কাটিয়ে এখন হনহনিয়ে সরে পড়া ভীষণ দরকার, তাই পা চালাতে চেষ্টা করছি। আমার নিজের ছায়া আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলছে। তখনও আকাশের গলাটা স্পষ্ট ভেসে আসছে– গরিবদের পড়াশোনা আর আপনারা বোধহয় করতে দেবেন না স্যর।

মনে মনে ঠিক করলাম আর সেলুন-টেলুন নয়। ঘরে নিজে শেভ করব। কাঁচি চালিয়ে গোঁফ ছাঁটার চেষ্টা করা যাবে। আর কী করব? গলার স্বরটা একটু ভারিক্কি করব। দু'রকমের স্বর থাকবে গলায়। ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলার সময় চোয়াল শক্ত করে কথা বের করব। আর ভাবটা থাকবে এমনই যে, আমি একাই ভালো টিচার। সব বিষয় আমার কার্যালয়, অন্য ধারে একম এবম অদ্বিতীয়ম পণ্ডিত। তাই গলায় একটা খুক খুক নকল কাশির ঠেকন থাকবে। আর ছাত্র যদি ত্যাঁদড়ামি করে তবে পরীক্ষার হলে খাতা কেড়ে কুড়িয়ে পাওয়া টুকলির কাগজ খাতায় সেঁটে একেবারে হেডমাস্টার। ভয় না দেখালে ভক্তি জোটে না, আর ভক্তি মানেই টোলে ভর্তি। সুতরাং টিউশনি সংক্রান্ত ক্লাসের টেকনিকের সঙ্গে এই টেকনিক জুড়তে পারলে আকাশ ফাকাশ সব একধার। অগ্রিম না দিলে আর কমলালেবুতে বিশ্বাস করা চলবে না।

কয়েকদিনের মধ্যে গোঁফের ব্যাপারটি যখন তামাদি হয়ে আসছিল ঠিক সেই সময়েই একদিন আমার দুই ভাইপো রাজা আর বাদশা ব্যাপারটিকে অন্যমাত্রায় নিয়ে গিয়ে ফেলল। আমাকে দূর থেকে আসতে দেখেই বোধ হয় ওরা দুজনে কী বলাবলি করল, তারপর শব্দ করে হাসল। তারপর দুজনেই চুপ। আবার আমার দিকে তাকিয়ে মুখটা হাসি হাসি করল। রাজা বাদশাকে চোখের তর্জনে কী যেন নিষেধ করল। আমি তখন ওদের খুব কাছে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমাকে দেখে হাসছিলি কেন?'

রাজা তখন বাদশাকে সামলাচ্ছে। বাদশা বলছে, 'বলব? বলব কাকুকে, তুই কি বলছিলি? বলব?'

রাজা আর ভয় না করে বলল, 'বল। যা সত্যি তাই বলেছি।'

বাদশা ফস করে বলতে যাবে। তখন রাজা বলল, 'আমিই বলছি।' বলে ও বলল, 'তোমার ঘাড়টা বাঁ দিকে বাঁকা। তাই বললাম, দ্যাখ দ্যাখ রাজুদা, ঘাড় বাঁকা কাকু আসছে।'

ঘাড় বাঁকা? কার? আমার? আমার ঘাড়টা তবে বাঁকা? তার মানে বাঁ দিকে একটু বেশি নুয়ে থাকে? এসব প্রশ্ন ওদেরকে নয়। আমার নিজের প্রশ্ন একান্ত নিজেকে।

ওদের বললাম, 'চল, ঘরে চল। ঘরে এসে বাঁ দিকে নুয়ে পড়া মাথাটাকে সোজা করে ওদের বললাম, 'দেখ তো বাদশা, রাজা, আমার গোঁফ জোড়ায় কোনটায় ডিফেক্ট?

ওরা দুজনেই বলল, তোমার গোঁফে কোনও ডিফেক্ট নেই। পাশের আয়নায় নিজের দিকে তাকিয়ে আমিও প্রথম আবিষ্কার করলাম আমার গোঁফ জোড়া একেবারে নিখুঁত কিন্তু গালে মনে হচ্ছে পাঁচটা আঙুলের স্পষ্ট দাগ।

উত্তরের কবিমুখ

মাধবী দাস

কবিতার নেশা যখন পেয়ে বসেছিল, তিনি তখন সপ্তম শ্রেণি। স্কুল ম্যাগাজিনে নয়, প্রথম মুদ্রিত কবিতা স্থানীয় লিটল ম্যাগাজিনে। তারপর কেটে গিয়েছে টানা ৩৪ বছর। শুধু কবিতা নয়, সাহিত্যের আরও দুই ধারা গল্প ও প্রবন্ধে তাঁর স্বচ্ছন্দ ও অবাধ বিচরণ। যদিও কবিতাই প্রথম প্রেম। প্রবন্ধ লিখতে বসে মাথায় কবিতা এলে সেটাই তখন অগ্রাধিকার। কবিতা লেখা শেষ হলে পরম শান্তি নেমে আসে।

গল্প, প্রবন্ধ বাদ দিলে লেখা কবিতার সংখ্যা কয়েক হাজার। নিজেই বলেন, 'কবিতা লিখি বলেই তো বেঁচে থাকতে পারি।' ছাপা কবিতার বইয়ের সংখ্যা ৫, প্রবন্ধের বই ১টি। কবিতায় তিনি প্রকৃতির মাঝে মানুষের অক্ষমতা, খামতি খোঁজেন। মনুষ্যজীবনের সম্পর্ক, জটিলতা-কুটিলতা কবিতায় স্থান পায়। কবিতা জীবনের সঙ্গে সমানতালে চলে শিক্ষকতা ও সংসার। শিক্ষকতায় বাংলারই চর্চা। এর বাইরে লিটল ম্যাগাজিন 'গোল্লাছুট'-এর সম্পাদনায় প্রাণের আরাম।

ফেরিওয়ালা

আকাশকে ছুঁতে চেয়েছিলে
মেঘে মেঘে স্বপ্ন এঁকেছিলে...

সব স্বপ্ন ঘনীভূত হয়ে,
পরিচলন বৃষ্টির ফোঁটা সেজে এসে
ভিজিয়েছে নৈঃশব্দ্যের আনাচেকানাচে।
এত বজ্রপাত আগে দেখেনি মাধবী -
ঝড়ের আভাসে আঁতকে উঠলে
শিহরন দুমড়েমুচড়ে যায়।

'স্বপনপসারী' চেয়ে, যদি বজ্রমেঘ জুটে যায়
নদী তো নাব্যতা হারাবেই।

নাব্যতাহীন নদীতে তুমি
'স্বপ্ন' ভাসানোর কথা ভেবো না হে কবি!
মাটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে থাকো! এখানেই সুখ।

মাটির ঢ্যালাতে স্বপ্ন এঁকে দেখো একবার
সব ব্যথা গলে গিয়ে কাদা হয়ে যাবে...
কাদা জলে মিশেই না হয়
স্বপ্ন ফেরি করব!

অণুগল্প

নিয়মভঙ্গ

ধ্রুবজ্যোতি বাগচী

চারতলা ক্লাব ঘরটির তিনটে ফ্লোর ভাড়া নেওয়া হয়েছে। দোতলায় বিশাল বসবার জায়গা। ডেকোরেটার পঞ্চাশটার মতো চেয়ার সাদা কাপড়ে মুড়ে দিয়েছে। একটা টেবিল সাদা চাদরে ঢাকা। তার ওপর বেশ বড়সড়ো ছবি। সম্ভবত কোনও অনুষ্ঠানে তোলা। গায়ে পাঞ্জাবির ওপর শাল জড়ানো। স্মিত মুখে চিত্রগ্রাহকের দিকে তাকিয়ে আছেন সুরঞ্জন। এখন গলায় রজনীগন্ধার মালা। ধূপের সৌরভ ছড়িয়ে পড়েছে।

তিনতলায় খাওয়ার ব্যবস্থা। শহরের নামী কেটারার দ্বিপ্রাহরিক খাবারের ব্যবস্থাপনায়। ফুল-মিষ্টি, দুই ছেলের জন্য পাঞ্জাবি-পাজামা, সান্ত্বনার জন্য শাড়ির প্যাকেট নিয়ে নিমন্ত্রিতরা আসছিলেন। এই নব্য-উপহার-প্রদান প্রথা চালু হয়েছে, শ্রাদ্ধবাড়িতেও এসব যেন নিমন্ত্রণরক্ষার 'এন্ট্রি-পাস'।

বাবার প্রিয়-উপাদেয় সমস্ত খাবারের আয়োজন করেছে ছেলেরা। সুরঞ্জনের ছবির সামনে নিয়মভঙ্গের সব সুখাদ্য কাঁসার থালা-বাটিতে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে।

'এই যে বৌদি, পাটিসাপটা-পায়েস। রাখছি ওখানে...', ছোট ননদ, অদিতি বলে।

গত সপ্তাহেই তিনটে নারকেল, নলেন গুড় নিয়ে এসেছিল সুরঞ্জন। 'সুগার কত খেয়াল আছে?... মিষ্টি তোমার বারণ।... তা-ও নিয়ে এলে এসব?... তুমি এই লোভেই মরবে...'

-ধুর! মরতে তো হবেই একদিন...

কান্নার বাঁধ হড়পার মতো আছড়ে পড়ছিল সান্ত্বনার দু'চোখ বেয়ে...

এই তো সেদিনের কথা!

দাগ

সায়ন্তন ঘোষ

ভয় পেয়ে দৌড়াতে লাগলাম। জানি না আর কতক্ষণ, তবুও দৌড়াব। শিয়ালের দল পেছনে ছুটে আসছে রক্তমাংসের স্বাদ ভোগ করতে। তবুও দৌড়াব। কেন জানেন? আজ সন্ধ্যায় আমার ধর্ষণ হওয়ার কথা ছিল। শুনে অবাক লাগছে? ভাবছেন, এ আবার কেমন কথা? সত্যি তাই, হওয়ার কথা ছিল, প্রাণে বেঁচে ফিরছি, তাই দৌড়াতেই হবে। ওরা আমায় ভোগ করতে চেয়েছিল, পারেনি। তাই দৌড়াচ্ছি।

বিশ্বাস হচ্ছে না আমার কথা? এই দেখুন না, হাতে সুচ ফোটানোর গোটা পঞ্চাশেক ছিদ্র। পিঠে দেখুন, সিগারেটের ছয়টা দাগ পাবেন। আরও দিত, কিন্তু আমি যে খেলতাম, দৌড়াতে পারি। তাই ওরা পারল না। এই যে দেখুন, আমার স্কার্ট ছেঁড়া। রাস্তায় অনেকে আমাকেই খারাপ ভেবে কটূক্তি করল। মুখে দেখেছেন নখের চিহ্ন? আরও একটা চিহ্ন আছে। দেখবেন? আসুন না আসুন, স্কার্টের ভেতর...

থাক। আমি দৌড়াচ্ছি, জানি না আরও কতক্ষণ। আমার মতো অনেকে আছে- যারা দৌড়ে যাচ্ছে, তারা বেঁচে ফিরেছে। আর যারা পারেনি, মরেছে গো, সবাই মরেছে। আমার এই দাগ কোথায় কোথায় পাবে জানো? মন্দিরে মূর্তিগুলো ভালো করে দেখবে। যেখানে বিচারের আশা, সেখানে কালো কাপড়ে চোখ বাঁধা মহিলাকে দেখবে। পাবে এই ক্ষতবিক্ষত দেহের চিহ্ন। হয়তো একদিন মুছে যাবে সব ক্ষতচিহ্ন, কিন্তু সমাজের দেওয়া দাগটা মন থেকে মুছবে তো?

এই দাগ নিয়েই দৌড়াচ্ছি। আমি দৌড়াচ্ছি...

১৫০০ শব্দের মধ্যে গল্প এবং ১৫০ শব্দের মধ্যে অণুগল্প পাঠান। কবিতা পাঠাতে হলে ১৬ লাইনের মধ্যে পাঠাতে হবে। রম্যরচনা পাঠান ১০০০ শব্দের মধ্যে।
ডক ফাইলে (ইউনিকোড ফন্ট) লেখা পাঠানোর ঠিকানা : ubsrobbar@gmail.com

কবিতা

জরথুষ্ট্র

অসীম শর্মা

একদিন দুঃখ ফুরিয়ে দেব
হাঁটব আলাদা রাস্তায়

ওপাড়ার দিকে যাব না আর
সেতুতে দাঁড়াব না বোকার মতো চেয়ে

বই প্রকাশের মিথ্যে স্তুতির ভিড়ে কিছুক্ষণ লাস্ট বেঞ্চার হয়ে
বসে থেকেছি তোর আশায় কতদিন একা একা

বই বাগানের অস্ফুট আলো
আমাকে অন্ধ রেখেছিল

নীল চেয়ারটা আমাকে এগিয়ে দিস, আমি বসব।
সবুজ জামাটা পরে আয়, যাবার আগে একবার দেখি
হাড় থেকে মাংস খসে যাবার আগে একবার জড়িয়ে ধরতে চেয়েছি শুধু

ঘুমিয়ে পড়েছে আজ মৃত ইতিহাস।
আমাদের ঈর্ষার কাঁটা জ্ব'লে, রক্ত ঝরে সারারাত
বিনিদ্র রাতের কাছে নেশাতুর যৌন প্রস্তাব পাঠাই-
নগ্ন বুকের ওপর ফণা রেখে ঘুমিয়েছে উজ্জ্বল রঙের এক সাপ
আকাশে ঘূর্ণায়মান যত তারা

খালি হাত

অমিতাভ চক্রবর্তী

হাত জানে— ধরা,
হাত জানে— ছেড়ে দেওয়া।

এক মুঠোয় স্লোগানের লাল,
অন্য তালুতে শিশিরের ঠান্ডা।

কখনো আশীর্বাদের ভঙ্গি,
কখনো মুঠো হয়ে ওঠা দাবি—

এই দুইয়ের মাঝখানে
সবচেয়ে কঠিন ভঙ্গি:
খালি হাত।

খালি হাতেই জায়গা থাকে
আরেকটা হাতের জন্য।

কাছাকাছি

সুব্রতা ঘোষ রায়

বুঝিনি তুমি ছিলে আমারই কাছাকাছি,
খুঁজেছি কত রাত দিন ধরে...
খুঁজেছি পথে পথে, অচেনা প্রান্তরে-
অজানা নগরে ও বন্দরে।

নৌকো ছিঁড়ে কাছি, হলুদ নদী জল...
উজিয়ে চলে নামহীন দেশে-
ভেবেছি হয়তো বা তোমার দেখা পাব-
সেখানে অস্থির দিনশেষে!

ক্লান্ত রাত নামে, তবু কি চলা থামে?
আকাশ যদি কারো সন্ধানে...
কখনো চিঠি লেখে যদি বা নীল খামে-
সে চিঠি লেখা হবে কার নামে?

এমনি করে কত দিন যে চলে যায়...
রাতের পাখি ফেরে ডানা মেলে-
আমিও ফিরে দেখি আমারই উঠোনেই
দাঁড়িয়ে আছ তুমি সব ফেলে!

বিপ্লব ও আরাবল্লী

মৃড়নাথ চক্রবর্তী

তোমার পেটে কান পেতে হে ধরিত্রী—
আসন্ন বিপ্লবের প্রবল গর্জন শোনার শক্তি আমায় দাও;
অথবা আমায় টুকরো টুকরো করে পুঁতে ফেল
তোমার যোনিগর্ভে, আমার আত্মবিস্মৃতি যেন
আমার আত্মার প্রতিচ্ছবিতে ধরা না পড়ে
যেভাবে ক্ষমতার মানুষ ঠিক করে ফেলে জনতার ভাগ্য;
অথবা উলটোটা, সেভাবেই আমায় শক্তি দাও
আমি যেন আরাবল্লী হয়ে যাই মধ্যমায় ভর করে।

প্যালেস্তাইন পেপ-টক

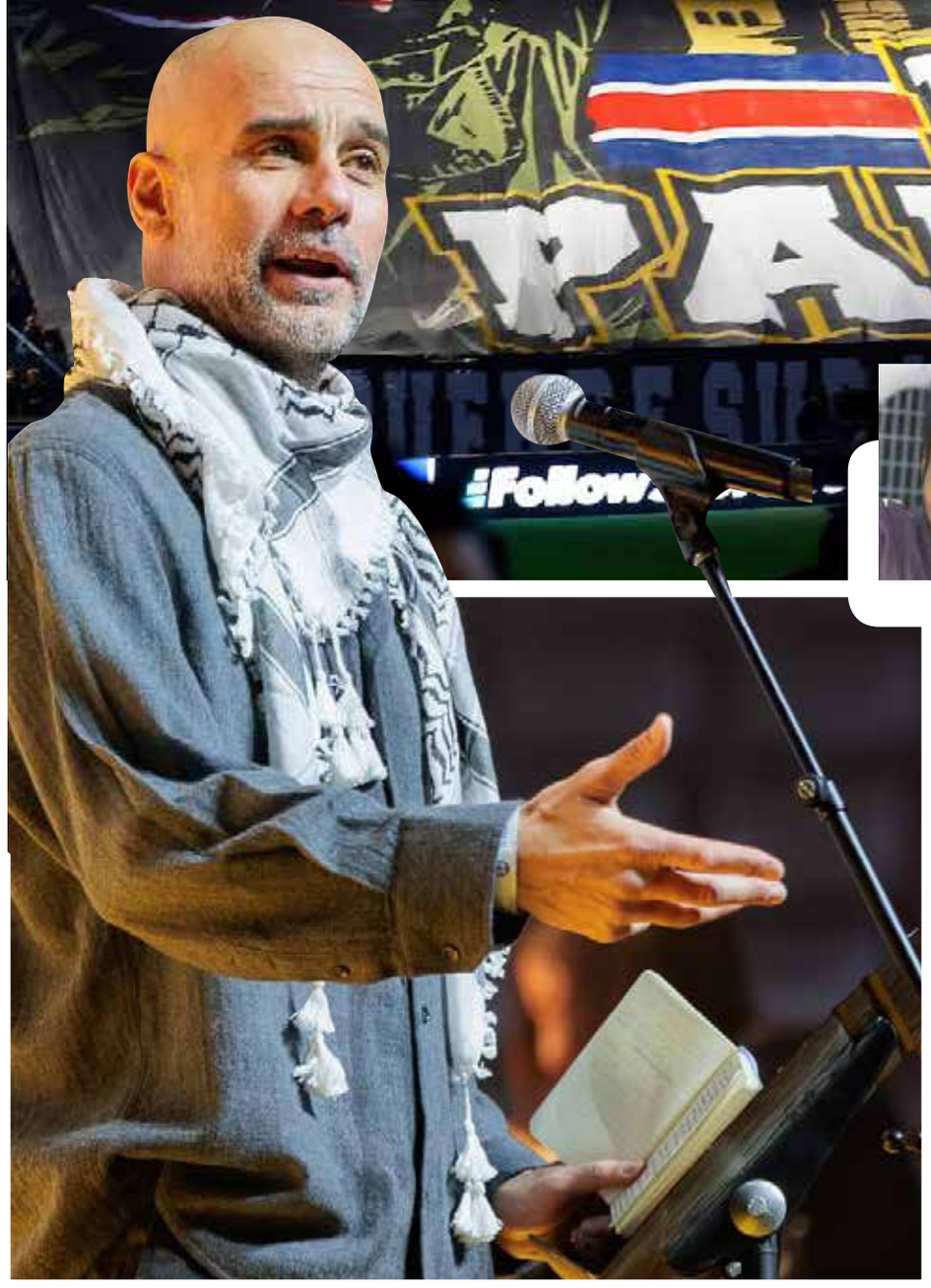

সম্প্রতি গুয়ার্দিওয়ালা প্যালেস্তাইনের পক্ষে কথা বলায় অনেকেই সেটা ভালোভাবে নেননি। আগেও বেঞ্জেমা, এল গাজি, কাবাডায়িকে একই কারণে রোষের মুখে পড়তে হয়েছিল। কিন্তু তারপরেও ফুটবলাররা মানবতার পক্ষে কথা বলা থামাননি। লিখলেন দেবরাজ দেবনাথ

বার্সেলোনার এক অনুষ্ঠান মঞ্চে ম্যাঞ্চেস্টার সিটির কোচ পেপ গুয়ার্দিওয়ালা এক হপ্তা আগে বলেন, ‘প্যালেস্তাইনের শিশুদের আমরা একলা ফেলে রেখেছি সহায়সম্বলহীনভাবে।’ চারদিন আগে ফের তিনি প্রেস কনফারেন্সে বললেন, ‘প্যালেস্তাইনের গণহত্যা আমাকে যন্ত্রণা দেয়। চোখের সামনে প্যালেস্তাইন, সুদান, ইউক্রেন, রাশিয়ার মৃত্যুমিছিল দেখেও আমরা কেমনভাবে চুপ থাকি? আমেরিকায় রেনে গুড, এলেক্স প্রেটিকে যেভাবে আইসিই হত্যা করে তা কোনওভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। প্রযুক্তি এগিয়েছে, দুনিয়া আধুনিক হয়েছে, কিন্তু তাও আমরা একে অপরকে মারছি। কেন?’ মানবিকতার স্বার্থে, হিংসামুক্ত সমাজের আশায় পেপ ভবিষ্যতেও বারবার প্যালেস্তাইনের পক্ষে দাঁড়াবেন সেকথাও জানান।

এইসব শুনে গুয়ার্দিওয়ালাকে ‘ফুটবলে মনোযোগ’ দেওয়ার উপদেশ দেয় ম্যাঞ্চেস্টার সিটির এক অংশের ইহুদি ফুটবল ফ্যানেরা। গুয়ার্দিওয়ালা অবশ্য এই প্রথম নয়, গত বছরেও প্যালেস্তাইনের ধ্বংসলীলায় আর্তিপ্রকাশ করেছিলেন। এমনকি ২০১৮ সালে টাচলাইনে কাতালুনিয়ার স্বাধীনতার পক্ষ নেওয়া বন্দীদের মুক্তির সমর্থনে হলুদ রিবন পরায় ২০০০০ ইউরো জরিমানা হয় ওঁনার।

ফুটবল খেলাটার মধ্যেই আসলে পরতে পরতে নানা স্তর, নানা মাত্রার ব্যবস্থা-বিরোধিতা বোনা আছে। ১৯৩৪ সালের বিশ্বকাপ ইতালিতে ফ্যাসিবাদের পুরোধা মুসোলিনির ক্ষমতা প্রদর্শনের মঞ্চ ছিল। সেই বিশ্বকাপ উরুগুয়ে বয়কট করে প্রথম বিশ্বকাপে ইউরোপীয় দেশগুলির গোয়ার্তুমি করে অংশগ্রহণ না করার প্রতিবাদে, আসলে ১৯৩০ বিশ্বকাপে ইউরোপের বেশিরভাগ দেশের অংশ না নেওয়া ছিল একেবারেই সাম্রাজ্যবাদী ‘প্রভু’সুলভ আচরণ। এরপর ১৯৩৮-এর বিশ্বকাপে জার্মানি-ইংল্যান্ড ম্যাচে হিটলারের মর্জিমাফিক নাৎসি অভিবাদন দিতে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলিন নির্দেশ দেন সকল ব্রিটিশ ফুটবলারকেই। সকলে সে নির্দেশ মেনে নিলেও মানেননি স্টান কুলিস। তৎক্ষণাৎ বাদ যান টিম থেকে। অমিত শক্তিধর ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলিন হিটলারকে ঠিক রাগাতে চাননি।

এই একই মনোভাব এখনও চলে আসছে। সবাই দেখছে সব। কোনটা ঠিক কোনটা ভুল। প্যালেস্তাইনে ইজরায়েলি গণহত্যার বাস্তবতা দেখেও কেউ পাল্টা কিছু জোর দিয়ে বলছে না, কারণ টিকি যে বাঁধা রয়েছে অন্যত্র। ফিফার অধীনে প্যালেস্তিনীয় ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন সেই ১৯২৮ সাল থেকেই স্বীকৃত। তখন ইজরায়েলের জন্মটুকু হয়নি। অথচ সেই প্যালেস্তাইনের প্রতি সংহতি দেখাতে গেলে ফিফার তরফে বাধা আসে, বাধা আসে উয়েফার তরফ থেকে, ক্লাবগুলি তাদের মালিকের মর্জিমাফিক নিয়মকানুন ঠিক করে। ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার আন্দোলনের সংহতিতে হাঁটু গেড়ে বসতে বাধা নেই, ইউক্রেনকে সমর্থন করলে সমস্যা নেই। কিন্তু যেই প্যালেস্টাইনের সমর্থনে কোনও ফুটবলার, কোচ কিংবা সমর্থক কথা বলে- তাদের পড়তে হয় বিপদের মুখে।

২০২৩ সালে যখন নতুন করে বড়মাত্রায় ইজরায়েলি আগ্রাসন শুরু হল তখন জার্মানির অনূর্ধ্ব-১৮ দলের সদস্য ইউসুফ কাবাডায়ি প্যালেস্তাইনের প্রতি সংহতি জানিয়ে শুধু লেখেন, ‘আমি প্যালেস্তাইনের সঙ্গে আছি।’ এরপর ওঁর ক্লাব শাল্কে এই ‘অপরাধে’র শাস্তিস্বরূপ ওঁকে বাধ্য করে জনসমক্ষে ক্ষমা চাইতে। সেইসঙ্গে তাঁকে ভর্ৎসনাও করা হয়। নেদারল্যান্ডের ফুটবলার আনওয়ার এল গাজিকে একই কারণে ওঁর জার্মান ক্লাব শুধু শাস্তি দেয় না, মাইনে বন্ধ করে চুক্তিও বাতিল করে দেয় রাতারাতি।

ফরাসি জাতীয় দলের খেলোয়াড় ব্যালন ডি’ওর প্রাপক করিম বেঞ্জেমা প্যালেস্তাইনকে সমর্থন জানানোয় ফরাসি মন্ত্রী জিরাল্ড ডারমানিন অভিযোগ তোলেন তিনি মুসলিম ব্রাদারহুড জঙ্গি গোষ্ঠীর সদস্য। দাবি তোলেন ওঁর নাগরিকত্ব, ব্যালন ডি’ওর কেড়ে নেওয়ার।

যদিও এত নাকাবন্দি সত্ত্বেও বিশেষ লাভ হয়নি। মহম্মদ সালাহ, জুলস কুন্ডে, হাকিম জিয়েজ, নৌসায়ির মাজরাউই, মহম্মদ এলনেনি, রিয়াদ মাহারেজ, মেস্যুট ওজিল, ফ্র্যাঙ্ক রিবেরিরা প্যালেস্তাইনের পক্ষেই আওয়াজ তোলেন। আর সেই আনওয়ার এল গাজি, যাকে তাঁর ক্লাব তাড়িয়ে দেয় ‘শাস্তি’ হিসাবে, অদম্য জেদে ফের বলেন, ‘গাজায় নিরীহ দুর্বল মানুষের উপর যে নারকীয় অত্যাচার নামিয়ে আনা হয়েছে তার তুলনায় আমার রোজগার বন্ধ হয়ে যাওয়াটা কিছুই না। অবিলম্বে এই হত্যা বন্ধ করা দরকার।’

আরও পিছিয়ে গেলেও আমরা প্যালেস্তাইনের প্রতি ফুটবলসমাজের সংহতির নজির পাব। এডেন হ্যাজার্ড-সহ ৬২ নামজাদা আন্তর্জাতিক ফুটবলার ২০১৩ সালে ইউরোপীয়ান অনূর্ধ্ব-২১ চ্যাম্পিয়নশিপ ইজরায়েল থেকে সরিয়ে আনতে পিটিশন দাখিল করেন উয়েফার প্রতি। তাতে শিশুঘাতী ইজরায়েলের অমানবিক ভূমিকার কথা উল্লেখ ছিল।

প্যালেস্তাইনের ফুটবল পরিকাঠামো ধ্বংস করতেও ইজরায়েলের ভূমিকা ছিল ব্যাপক। শুধু ২০২৩ সালেই নয়, ১৯৩৯ সালে তৈরি হওয়া প্যালেস্তাইনের ইয়ারমৌক স্টেডিয়াম ২০১২ আর ২০১৯ সালেও ইজরায়েল ভেঙে গুড়িয়ে দেয়। যদিও প্যালেস্তিনীয় স্পর্ধার জেরেই ধ্বংসাবশেষের ভেতরেই ফের গড়ে ওঠে নতুন স্টেডিয়াম। প্যালেস্তাইনিয়ান প্যারালিম্পিক কমিটি, স্পোর্টস বিল্ডিং সবটাই ২০১২ সালে ভেঙে দেয় ইজরায়েল। ২০২৩ সালে স্টেডিয়ামে ক্লাব ম্যাচ চলাকালীন প্যালেস্তাইন জাতীয় দলের সদস্য তারেক আল আরাজকে জবরদস্তি গ্রেপ্তার করে ইজরায়েলি সেনাবাহিনী। বিনা দোষে, কার্যত বিনা বিচারে চার বছরের সাজা হয় তাঁর। এহেন প্যালেস্তাইনের ফুটবলার সাগর উজিয়ে যখন বাংলার আরেক রিফিউজিদের ক্লাবে খেলতে আসে তখন যেন ষোলোকলা পূর্ণ হয়। প্যালেস্তাইনের বাসিন্দারা নিজভূমে কার্যত পরবাসী, বন্দি, সন্ত্রস্ত জীবন কাটায় অহরহ।

২০২০ সালে ইস্টবেঙ্গল গ্যালারিতে যখন ‘রক্ত দিয়ে কেনা মাটি, কাগজ দিয়ে নয়’ লেখা টিফো নেমে আসে, তা ছিল এনআরসি-সিএএ’র মাধ্যমে দেশবাসীকে বেনাগরিক করবার আইনি চক্রান্তের প্রতিবাদ। সেই গ্যালারিতেই অবশ্য কয়েক বছর পরে শহরের বুকে ধর্ষিতা হয়ে খুন হয়ে যাওয়া মেয়ের বিচারের দাবিতে লেখা টিফো, ফেস্টুন, প্ল্যাকার্ড প্রদর্শন করা ‘নিষিদ্ধ’ হয়ে যায়।

ভারতে যখন ফুটবল জনপ্রিয় হতে শুরু করে, যখন মোহনবাগান শিল্ড জেতে, সেই সময়কার খেলোয়াড়, ক্লাবমালিকদের চেতনায় নিহিত ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রচ্ছন্ন বা প্রকট বিরোধিতা। লাতিন আমেরিকা বা আফ্রিকার দেশগুলিতেও মোটের উপর একই মনোভাব ছিল।

সাহেবদের নিজেদের খেলাতেই ওদের হারিয়ে দেখাব-এই প্রত্যয় ছিল। গোড়া থেকেই ফুটবল তাই নিপীড়িতজনের খেলাই ছিল। পেলে, মারাদোনার ফুটবল শেখার গল্প যাদের জানা তারা সহজেই ধরতে পারবেন এর মর্মার্থ।

শুরু থেকেই ফুটবলের মধ্যে নিহিত ছিল খেলাটি কাদের হবে সেই নিয়ে দ্বন্দ্ব। কর্পোরেট নিয়ন্ত্রণ বনাম সাধারণের নিয়ন্ত্রণ। বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের ফলাফল যখন ভালো হয়, তখন ব্রিটেনের শ্রমিকশ্রেণি খুশি থাকে। জনসন কন্ট্রোলের অন্তর্গত বার্টন-অন-ট্রেন্ট নামক গাড়ির কারখানার মালিক পিটার লো’ মহাশয়ের মতামত ছিল, ‘ইংল্যান্ডের পারফরম্যান্স জনগণকে উজ্জীবিত করেছে আর আহ্লাদে আটখানা শ্রমশক্তির মানেই হল উন্নত শ্রমশক্তি, ইংল্যান্ড যত জিতবে তত শ্রমিকের উৎপাদনের ক্ষমতাও বাড়বে।’

অন্যদিকে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই বনাম সাম্রাজ্যবাদের ভাষ্যের শরিক হয়ে পড়া। মুসোলিনি ফুটবলকে ব্যবহার করে নিজের নাম কামিয়ে নেয়। কাতার, বিশ্বকাপের আয়োজন করে পরিযায়ী শ্রমিকের রক্তের উপর বানানো স্টেডিয়ামেই নিজেদের ভূলুণ্ঠিত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পালিশ করা ভাবমূর্তি বানিয়ে নেয়। মারাদোনা হ্যান্ড অফ গডে ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জে ব্রিটিশ আগ্রাসনের বদলা নেয় কিংবা উরুগুয়ে ইউরোপে আয়োজিত দ্বিতীয় বিশ্বকাপ বয়কট করে, ইউরোপীয় দেশগুলির ঔপনিবেশিক মনোভাবকে বুড়ো আঙুল দেখাতে।

কিন্তু খোদ ফুটবলাররাই এখন ‘পণ্য’ হয়ে গিয়েছে- ফিটনেস, জোরে দৌড়ানো, যান্ত্রিকতা। মাঠের টিকিট বেচে এখন আর বিশেষ উপার্জন করে না ক্লাবগুলো। এখনকার উপার্জন লাইভ ব্রডকাস্টিং রাইটস কার হাতে থাকবে তার ওপর। ফুটবলের দর্শকরাই এখন উপভোক্তা, দর্শকদের ‘অবসর সময়’ কিনতে পারাটাই এখন মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে কর্পোরেটের। এই অবসর সময়ে যদি গাজাতে কর্পোরেট-ফান্ডেড গণহত্যার বিষয়ে দর্শক সচেতন বা সরব হয় তাহলে আখেরে ক্ষতি কর্পোরেটেরই। তাই এত ঢাকঢাক গুড়গুড় গাজা নিয়ে, গণহত্যা নিয়ে।

গুয়ার্দিওয়ালা তাদের মধ্যে থেকে হুইসলব্লো করে ফেলবেন সেটা আগাম তারা ধরতে পারেননি। যে মানবিকতার কথা গুয়ার্দিওয়ালা বারবার বললেন সেদিনের সাংবাদিক বৈঠকে তা যুদ্ধ আর আগ্রাসনের বিরোধিতাতেই শুধু টিকে থাকতে পারে না, মানবতা প্রাণ পায় আরও মৌলিক স্তরে শোষণ আর নিপীড়নের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েই।

ফুটবলকে কেন্দ্র করে রাজনীতির এই যে দ্বৈত পরস্পরবিরোধী ভাষ্য, তাতে পেপ মানবতার রাজনীতির পক্ষ নিলেন গণহত্যার রাজনীতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে।

চিন, পাকিস্তানকে মার্কিন বার্তা

পাক কাশ্মীরের ঠাঁই ভারতের মানচিত্রে

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি : ভারত ও আমেরিকার মধ্যে দীর্ঘপ্রতীক্ষিত অন্তর্বর্তী বাণিজ্য-সমঝোতা স্বাক্ষরের পরেই তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ করল ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন। শনিবার মার্কিন ট্রেড রিপ্রেজেন্টেটিভের (ইউএসটিআর) দপ্তর ভারতের একটি মানচিত্র প্রকাশ করেছে, যেখানে গোটা জম্মু ও কাশ্মীর, পাক অধিকৃত কাশ্মীর (পিওকে) এবং চিনের দখলে থাকা আকসাই চিনকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দেখানো হয়েছে। ওয়াশিংটনের এই অবস্থানকে বেজিং ও ইসলামাবাদের প্রতি মোদি সরকারের কূটনৈতিক জয় এবং ট্রাম্পের কড়া বার্তা হিসেবেই দেখছেন বিশেষজ্ঞরা।

কয়েক দশক ধরে মার্কিন বিদেশ মন্ত্রক এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ভারতের মানচিত্রে পাক-অধিকৃত কাশ্মীরকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করে আসছিল। নয়াদিল্লি বার বার এর প্রতিবাদ জানিয়েছে। এবার সেই আপত্তিকে মান্যতা দিয়ে ট্রাম্প প্রশাসন কার্যত ভারতের সার্বভৌম দাবির সঙ্গেই সহমত পোষণ করল। পর্যবেক্ষকদের মতে, এই পদক্ষেপের মাধ্যমে ট্রাম্প বুঝিয়ে দিলেন যে ভূ-রাজনৈতিক সমীকরণে আমেরিকার কাছে ভারতের গুরুত্ব কতটা। সম্প্রতি পিওকের রাজধানী মুজফফরাবাদে গিয়ে গোটা জম্মু ও কাশ্মীর পাকিস্তানের অংশ হবে বলে ঘোষণা করেছিলেন পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। ভারতকে চাপে ফেলতে কিছুদিন ধরে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ানোর চেষ্টা করছেন শরিফ এবং পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসিম মুনির। এমন সময় মার্কিন বিদেশ মন্ত্রকের ভারতের পূর্ণাঙ্গ মানচিত্র প্রকাশ ইসলামাবাদের কর্তাদের ঘরে-বাইরে প্রবল অস্বস্তিতে ফেলেছে। প্রশ্নের মুখে পড়েছে পাকিস্তানের বিদেশনীতি।

গত বছর পাকিস্তানের সঙ্গে সীমান্ত উত্তেজনার সময় ট্রাম্প মধ্যস্থতার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, যা ভারত দ্বিপাক্ষিক বিষয় বলে প্রত্যাখ্যান করে। এরপর ভারতীয় পণ্যে ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপিয়ে সম্পর্ক কিছুটা তিক্ত করেছিলেন ট্রাম্প। তবে সদ্য স্বাক্ষরিত অন্তর্বর্তী বাণিজ্য চুক্তিতে সেই শুল্ক কমিয়ে ১৮ শতাংশ করা হয়েছে।

এই নতুন সমীকরণের ফলে বড় ধাক্কা খেল পাকিস্তান। সম্প্রতি পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ ও সেনাপ্রধান আসিম মুনির ওয়াশিংটনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ানোর চেষ্টা করলেও, আমেরিকার এই মানচিত্র প্রকাশ তাঁদের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। বিশেষ করে পাকিস্তানকে দেওয়া শুল্ক হারের (১৯ শতাংশ) তুলনায় ভারতকে বেশি সুবিধা (১৮ শতাংশ) দেওয়া হয়েছে।

৫ বছরে ৪৫ লক্ষ কোটির জিনিস কিনতে রাজি দিল্লি

দেশীয় পণ্যে শুল্ক কমে ১৮ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি : ভারত ও আমেরিকার মধ্যে অবশেষে স্বাক্ষরিত হল অন্তর্বর্তী বাণিজ্য চুক্তি। সমঝোতাটি দিল্লির জন্য যেমন বিপুল বাণিজ্যিক সম্ভাবনা তৈরি করেছে, তেমনই কৌশলগত ক্ষেত্রে নিয়ে এসেছে একাধিক কঠিন শর্ত। শনিবার এক সাংবাদিক বৈঠকে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল অবশ্য এই চুক্তিকে ‘ন্যায্য, ন্যায়সংগত এবং ভারসাম্যপূর্ণ’ বলেছেন। তিনি দাবি করেন, আমেরিকার সঙ্গে চুক্তির ফলে ভারতীয় রপ্তানিকারী, কৃষক এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের (এমএসএমই) সামনে ৩০ ট্রিলিয়ন ডলারের এক বিশাল বাজার খুলে যেতে চলেছে। তবে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন ভারতীয় পণ্যে ৫০ শতাংশ শাস্তিমূলক শুল্ক কমিয়ে ১৮ শতাংশে নামিয়ে আনলেও তার বিনিময়ে ভারতের থেকে বড়সড়ো প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছে।

শনিবার ভোরে প্রকাশিত ভারত-আমেরিকা যৌথ বিবৃতি অনুযায়ী, বাণিজ্য চুক্তির সবথেকে বড় শর্তটি হল আমদানির পরিমাণ। আগামী ৫ বছরে আমেরিকা থেকে ৫০ হাজার কোটি ডলার বা ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৪৫ লক্ষ কোটি টাকার পণ্য আমদানি করতে রাজি হয়েছে মোদি সরকার। এই তালিকায় রয়েছে খনিজ তেল, গ্যাস, রান্নার কয়লা, বিমান ও তার যন্ত্রাংশ, বহুমূল্য ধাতু এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ভিত্তিক প্রযুক্তি সহ বিভিন্ন ধরনের পণ্য। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এই বিপুল অঙ্কের ক্রয়ের প্রতিশ্রুতি আসলে আমেরিকার বাণিজ্য ঘাটতি কমানোর ট্রাম্প-কৌশলের অংশ।

চুক্তির সবথেকে আলোচিত এবং বিতর্কিত দিক হল রাশিয়ার তেল নিয়ে আমেরিকার কঠোর অবস্থান। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, ভারত প্রত্যক্ষ

- ভারতীয় পণ্যে মার্কিন শুল্ক ৫০ শতাংশ থেকে ১৮ শতাংশ
- বিপুল পরিমাণ মার্কিন পণ্য কেনার প্রতিশ্রুতি ভারতের
- রুশ তেল আমদানি বন্ধের শর্তে ২৫ শতাংশ শাস্তিমূলক শুল্ক প্রত্যাহার
- বহাল আমেরিকার আপেলে বিশেষ শুল্ক ও এমআইপি
- ভারতীয় রত্ন, ওষুধ ও স্মার্টফোনে শূন্য শুল্ক
- মার্কিন মদ ও পশুখাদ্যের জন্য দরজা খুলল

বা পরোক্ষভাবে রুশ তেল আমদানি বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় ২৫ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক প্রত্যাহার করা হয়েছে। বিবৃতিতে স্পষ্ট করা হয়েছে, মার্কিন বাণিজ্য বিভাগ ভারতের তেল আমদানির ওপর নিয়মিত নজরদারি চালাবে। যদি ভারত ফের রুশ তেল কেনা শুরু করে, তবে এই ২৫ শতাংশ শুল্ক আবার চাপানো হবে। যদিও পীযূষ গোয়েল এ বিষয়ে সরাসরি মন্তব্য না করে বলেছেন, ‘রাশিয়ার তেল সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য বিদেশমন্ত্রক প্রকাশ করবে।’ এর আগে রুশ তেলের বিকল্প হিসাবে আমেরিকা

কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। নয়াদিল্লিতে শনিবার।

ও ভেনেজুয়েলা থেকে ভারতকে তেল কেনার প্রস্তাব দিয়েছিলেন ট্রাম্প। তারপর ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট ডেলসি রডরিগেজের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। যদিও ভারত বা ভেনেজুয়েলা কোনও তরফেই তেল বাণিজ্য নিয়ে মন্তব্য করা হয়নি। এই পরিস্থিতিতে রাশিয়া থেকে ভারতের তেল আমদানি নিয়ে ওয়াশিংটনের দাবি, দিল্লি-মস্কো দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলবে বলে মনে করা হচ্ছে।

কৃষিক্ষেত্রে ভারত তার ‘লক্ষ্মণরেখা’ বজায় রাখতে সফল হয়েছে বলে দাবি করেছেন গোয়েল। তিনি জানান, যেসব পণ্য উৎপাদনে ভারত স্বয়ংসম্পূর্ণ (যেমন-চাল, গম, চিনি, ডাল, দুগ্ধজাত পণ্য, সয়াবিন ও ভুট্টা), সেইসব ক্ষেত্রে আমেরিকাকে কোনও আমদানি সুবিধা বা শুল্ক ছাড় দেওয়া হয়নি। তবে ঘরোয়া আপেল চাষিদের স্বার্থরক্ষায় ভারত মার্কিন আপেলের ওপর ৮০ টাকা প্রতি কেজি ‘ন্যূনতম আমদানি মূল্য’ এবং ২৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক বজায় রেখেছে। এর ফলে ১০০ টাকা প্রতি কেজির নীচের কোনও মার্কিন আপেল ভারতের বাজারে ঢুকতে পারবে না। পরিবর্তে ভারত মার্কিন পশুখাদ্য ও লাল জোয়ার, শুকনো ফল, সয়াবিন তেল এবং উচ্চমানের মার্কিন মদ ও স্পিরিটের জন্য বাজার খুলে দিয়েছে। চিকিৎসা সরঞ্জামের ক্ষেত্রে পুরোনো বাণিজ্যিক বাধাগুলি সরাতেও রাজি হয়েছে দিল্লি।

রপ্তানি ক্ষেত্রে ভারতের বড় জয় হিসেবে দেখা হচ্ছে বেশ কিছু পণ্যে ‘শূন্য শুল্ক’ সুবিধা লাভকে। মন্ত্রী জানান, রত্ন ও গয়না, ওষুধ এবং স্মার্টফোন রপ্তানিতে ভারত এখন থেকে শূন্য শুল্ক সুবিধা পাবে। এছাড়া চা, কফি, মশলা, নারকেল তেল, কাজুবাদাম এবং বিভিন্ন ফল ও সবজি রপ্তানিতেও মার্কিন বাজারে কোনও শুল্ক দিতে হবে না। পোশাক, চামড়া, জুতো, প্লাস্টিক ও রাবারজাত পণ্য এখন ১৮ শতাংশ শুল্ক হারে রপ্তানি করা যাবে। গোয়েল বলেন, ‘এই চুক্তি ভারতের ১৪০ কোটি মানুষের জন্য আবারও দীপাবলি পালন করার মতো আনন্দ নিয়ে এসেছে। এটি লক্ষ লক্ষ তরুণ-তরুণী ও মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে।’

তবে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশের কটাক্ষ, ‘আমেরিকার থেকে আমদানি বাড়বে তা নিশ্চিত, কিন্তু ভারতীয় কৃষকদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।’ কংগ্রেস সাংসদ রণদীপ সিং সুরজেওয়ালার প্রশ্ন, ‘ভারতের কৃষকরা কোথায় যাবেন? দুধ ও গম আমদানির বিষয়ে সরকারের স্বচ্ছতা কোথায়?’ আরজেডি সাংসদ মনোজ ঝা এবং আপ নেতা সৌরভ ভরদ্বাজ শুল্ক কমানোর এই জয়গানকে বিভ্রান্তিকর বলে সমালোচনা করেছেন। তাঁদের মতে, আগে শুল্ক বাড়িয়ে এখন কমানোটা কোনও বড় সাফল্য নয়।

৩০ বছরের আইনি লড়াই জিতে মৃত্যু কনস্টেবলের

আহমেদাবাদ, ৭ ফেব্রুয়ারি : জিতেও জেতা হল না গুজরাটের প্রাক্তন পুলিশ কনস্টেবল বাবুভাই প্রজাপতির। পাক্কা তিন দশক দুর্নীতির অভিযোগের বিরুদ্ধে লড়ে জয় ছিনিয়ে নেওয়া তাঁর জীবনে প্রহসন হয়ে গেল। গরিব পুলিশকর্মীর জীবনের করুণ কাহিনী যেন খানিকটা রিমেকের মতো হয়ে গেল নয়ের দশকের হলিউড ক্লাসিক ‘দ্য শশ্যাঙ্ক রিডেম্পশন’-এর মতো।

মাত্র ২০ টাকা ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে দীর্ঘ ৩০ বছর আইনি

২০ টাকার মামলা

লড়াইয়ের শেষে তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হন। আদালত তাঁকে বেকসুর খালাস দেয়। কিন্তু মুক্তির আনন্দ দীর্ঘস্থায়ী হল না। আদালতের রায়ের ঠিক পরের দিনই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল বাবুভাইয়ের।

১৯৯৬ সালে আহমেদাবাদে কর্মরত থাকাকালীন বাবুভাইয়ের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। ২০০৪ সালে নিম্ন আদালত তাঁকে চার বছরের কারাদণ্ড দিলেও সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে তিনি হাইকোর্টে যান। দীর্ঘ ২২ বছর পর গত ৪ ফেব্রুয়ারি গুজরাট হাইকোর্ট জানায়, সাক্ষীদের বয়ানে অসংগতি থাকায় অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। মুক্তির পর বাবুভাই বলেছিলেন, ‘জীবন থেকে কলঙ্ক মুছে গিয়েছে, এখন মৃত্যু হলেও দুঃখ নেই।’ তাঁর সেই কথা যে এমন মর্মান্তিকভাবে সত্যি হয়ে যাবে, কে জানত!

মার্কিন কোপে ভারতীয় সংস্থা

নয়াদিল্লি ও ওয়াশিংটন, ৭ ফেব্রুয়ারি : ইরানের তেল পরিবহণ ও লেনদেনের অভিযোগে ভারত সহ আটটি দেশের ১৫টি সংস্থা এবং ১৪টি জাহাজের ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন। শুক্রবার ওমানে ইরান ও আমেরিকার মধ্যে পরোক্ষ সমঝোতা বৈঠকের পরেই মার্কিন বিদেশ দপ্তর কড়া পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করে। পর্যবেক্ষকদের মতে, বৈঠকের ফল ইতিবাচক না হওয়ায় এই পদক্ষেপ।

মার্কিন বিদেশ দপ্তরের বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, তেহরান

ইরানের তেল পরিবহণ

যে রাজস্বের উৎস ব্যবহার করে, ‘সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে উৎসাহ দিতে এবং নাগরিকদের দমিয়ে রাখতে’ তা বন্ধ করাই নয়া নিষেধাজ্ঞার লক্ষ্য। তালিকায় চিন, তুরস্ক, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি এবং কাজাখস্তানের মতো দেশের সংস্থার পাশাপাশি রয়েছে ভারতের ‘এলিভেট মেরিন ম্যানেজমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড’। অভিযোগ, এই সংস্থার নিয়ন্ত্রণে থাকা ‘বেনেডিক্ট’ নামক জাহাজটি ২০২৫ সালের শেষদিকে তিনবার ইরানের তেল পরিবহণ করেছে। সংস্থার মালিক ভারতীয় নাগরিক আকাশ অনন্ত শিন্ডের ওপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

ছায়া ও ছবি...

প্রয়াগরাজের সঙ্গমে মাঘমেলায়। শনিবার।

তিন কুকি বিধায়কের কুশপুতুল দাহ মণিপুরে

ইম্ফল, ৭ ফেব্রুয়ারি : দু-দিন ধরে কুকি অধ্যুষিত জেলাগুলিতে লাগাতার হিংসা, অশান্তির পর পরিস্থিতির সামান্য উন্নতি হয়েছে শনিবার। কুকি জো সম্প্রদায়ের অবস্থানের বিপরীতে গিয়ে সরকারে যোগ দেওয়ায় নতুন উপমুখ্যমন্ত্রী নেমচা কিপগেন সহ তিন বিধায়কের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে ওই সম্প্রদায়। তার জেরেই দু-দিন ধরে বিক্ষিপ্ত হিংসার ঘটনা ঘটেছে ওই জেলাগুলিতে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে তড়িঘড়ি মন্ত্রীসভার বৈঠক ডাকেন মুখ্যমন্ত্রী ওয়াই খেমচাঁদ সিং।

শুক্রবার সচিবালয়ে মন্ত্রীসভার বৈঠকে রাজ্যের নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়। বিবদমান গোষ্ঠীগুলিকে হিংসার পথ ত্যাগ করার আবেদন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়েছেন কুকি সম্প্রদায়ের একাংশ।

কুকিদের অভিযোগ, তাঁদের গোষ্ঠীর বিধায়করা বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। কুকি অধ্যুষিত চূড়াচাঁদপুরে বনধের ডাক দিয়েছিল আদিবাসীদের দুটি মঞ্চ।

অপরদিকে কাংপোকপি এবং তেংনৌপাল জেলায় মিছিল বের করা হয়েছিল। শুক্রবার তিন কুকি বিধায়কের কুশপুতুল পুড়িয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন কুকি জো সম্প্রদায়ের মানুষ। চূড়াচাঁদপুরে কুকি মহিলাদের মানবাধিকার সংগঠন এবং ইন্ডিজেনাস ট্রাইবাল লিডার্স ফোরাম একসঙ্গে আন্দোলনে নামে। তাদের মিছিলে স্লোগান ওঠে, ‘এই সরকার আমরা চাই না। আমাদের রক্ত নিয়ে খেলো না।’

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, সরকারে যোগ দিয়ে ওই তিন কুকি বিধায়ক নিজেদের সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। এই অবস্থায় হিংসা থামলেও পুলিশি নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। তিন বিধায়কের বাড়িতে নিরাপত্তাও বাড়িয়েছে সরকার।

সরকারের তরফে দাবি করা হয়েছে, কিছু স্থানে গোলমাল হলেও চূড়াচাঁদপুরের অবস্থা স্থিতিশীল। বাসিন্দাদের একাংশ হিংসা, বিক্ষোভ দেখালেও বেশিরভাগই চান, রাজ্যে শান্তি ফিরুক। ধীরে ধীরে রাজ্যের অবস্থা স্বাভাবিক হওয়ার পথে বলে দাবি করেছে মণিপুর প্রশাসন। এদিকে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, মেইতেই বনাম কুকি সম্প্রদায়ের রক্তক্ষয়ী হিংসায় যাঁরা বাস্তুচ্যুত হয়েছেন তাঁদের ঘরে ফিরিয়ে আনাই সরকারের অগ্রাধিকার।

পাকিস্তানের দায় ঠেলার চেষ্টার কড়া জবাব দিল্লির

ইসলামাবাদ, ৭ ফেব্রুয়ারি : ইসলামাবাদে শিয়া প্রার্থনাস্থলে শুক্রবারের ভয়াবহ আত্মঘাতী হামলার তদন্তে নয়া মোড়। ঘটনার চব্বিশ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই হামলার দায় স্বীকার করেছে জঙ্গি সংগঠন ‘ইসলামিক স্টেট’ (আইসিস)। অন্যদিকে, ঘটনার নেপথ্যে ভারতের হাত রয়েছে বলে পাকিস্তান যে অভিযোগ করেছিল, শনিবার তার কড়া জবাব দিয়েছে দিল্লি। নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে ইসলামাবাদ ‘ভিত্তিহীন’ অভিযোগ করছে বলে স্পষ্ট জানিয়েছে ভারতীয় বিদেশমন্ত্রক।

শুক্রবার জুম্মার নমাজের সময় হওয়া ওই বিস্ফোরণে এখনও পর্যন্ত ৬৯ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ১৬৯ জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তদন্তকারীদের দাবি, আত্মঘাতী জঙ্গি ‘সুইসাইড ভেস্ট’ পরে রক্ষীদের নজর এড়িয়ে গুলি চালাতে চালাতে মসজিদের ভেতরে ঢুকে পড়েছিল। পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা আসিফ শনিবার দাবি করেছেন, হামলাকারী পাকিস্তানের নাগরিক হলেও সে একাধিকবার আফগানিস্তানে যাতায়াত করেছিল। আসিফের অভিযোগ, ‘ভারত ও তালিবানের মধ্যে যোগসূত্র স্পষ্ট হচ্ছে। সরাসরি যুদ্ধ করার ক্ষমতা নেই বলে ভারত এভাবে প্রতিশোধ নিচ্ছে।’

পাক সরকারের দাবিকে চূড়ান্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছে ভারত। বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল এক বিবৃতিতে বলেন, ‘ইসলামাবাদের ঘটনায় আমরা সমব্যথী। কিন্তু নিজেদের মাটিতে বেড়ে ওঠা দুষ্কৃতীদের জন্য অন্যদের দোষারোপ করা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। ভারত এই ভিত্তিহীন অভিযোগ খারিজ করছে।’ বিবৃতি জারি করা হয়েছে কাবুল থেকেও। তালিবান সরকার প্রশ্ন তুলেছে, পাকিস্তান যদি জঙ্গির পরিচয় ও গতিবিধি আগে থেকে জানত, তবে তারা হামলা আটকাতে ব্যর্থ হল কেন?

একলা চলো’তে জমি উদ্ধারের ছক

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি : দীর্ঘ ২০ বছর পর পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনি মহলে ফিরে আসছে ২০০৬-এর সেই পরিচিত ছবি। বাম বা তৃণমূল— কারও হাত না ধরে এবার ২৯৪ আসনেই ‘একলা চলো’ নীতিতে লড়তে চায় শতাব্দী প্রাচীন দল কংগ্রেস। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, জোটের গোলকধাঁধায় পড়ে রাজ্যে কংগ্রেসের যে ক্ষয়িষ্ণু দশা হয়েছিল, সেখান থেকে দলকে বের করে নিজস্ব জমি পুনরুদ্ধারই এখন হাইকমান্ডের মূল লক্ষ্য।

প্রদেশ নেতৃত্বের আর্জিতে সায় দিয়ে কংগ্রেস হাইকমান্ড স্পষ্ট করে দিয়েছে, এবার বাংলার ভোটে সর্বশক্তি নিয়োগ করা হবে। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, রাহুল গান্ধি এবং প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরাকে দিয়ে রাজ্যে ঝোড়ো প্রচারের পরিকল্পনাও চূড়ান্ত পর্যায়ে। বিশেষত মধ্য কলকাতা, মালদা ও মুর্শিদাবাদের মতো গড়গুলোতে বড় জনসভা করে কর্মীদের মনোবল চাঙ্গা করতে চায় দল। মালদা দক্ষিণের সাংসদ ইশা খান চৌধুরীর মতে, এই লড়াই কেবল আসন জয়ের জন্য নয়, বরং রাজ্যে কংগ্রেসের রাজনৈতিক উপস্থিতি ও মর্যাদাকে নতুন করে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। তিনি বলেন, কংগ্রেসের একা লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত শুধু বিধানসভা ভোটকে সামনে রেখে নয়। আগামীদিনে রাজ্যে আরও বড় প্রস্তুতির লক্ষ্যে।

প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে কংগ্রেস এবার ‘উইনেবিলিটি’ বা জেতার সম্ভাবনাকেই একমাত্র মাপকাঠি

> **কংগ্রেসের একা লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত শুধু বিধানসভা ভোটকে সামনে রেখে নয়। আগামীদিনে রাজ্যে আরও বড় প্রস্তুতির লক্ষ্যে।**
>
> **ইশা খান চৌধুরী**

করেছে। এই সমীকরণে বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছেন তৃণমূল ছেড়ে ঘরে ফেরা প্রাক্তন সাংসদ মৌসম বেনজির নূর। মালদার সুজাপুর আসন থেকে তাঁর লড়াই করার সম্ভাবনা প্রবল। তৃণমূলে থাকাকালীন মৌসমের বিরুদ্ধে জনসংযোগের যে খামতি নিয়ে চর্চা ছিল, তা ঘোচাতে তাঁকে নীচুতলার কর্মীদের সঙ্গে নিবিড় সংযোগের নির্দেশ দিয়েছে হাইকমান্ড। রাজ্যের ২৯৪টি আসনের মধ্যে অন্তত ৬৫টি আসনকে পাখির চোখ করেছে কংগ্রেস। বিশেষ করে মালদা, মুর্শিদাবাদ, উত্তর ২৪ পরগনা ও নদিয়ার সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এবং সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে বাড়তি নজর দেওয়া হচ্ছে।

দলের অভ্যন্তরীণ রিপোর্ট অনুযায়ী, মাস দুয়েক আগে থেকে নিবিড় প্রচার চালালে অন্তত ১০টি আসনে জয় পাওয়া সম্ভব। উল্লেখ্য, ২০০৬ সালে একলা লড়ে কংগ্রেস ২১টি আসন জিতেছিল। ভোট পেয়েছিল প্রায় ১৫ শতাংশ। যদিও সেদিনের নিরিখে এখন কংগ্রেসের সাংগঠনিক শক্তি অনেকটাই কম। ফলে যে সংগঠনের জোর নেই, সেখানে ২৯৪ আসনে প্রার্থী দেওয়ার জেদ কতটা ফলপ্রসূ হবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সংগঠনের কঙ্কালসার দশা আর কর্মী সংকটের মাঝে কংগ্রেসের এই ‘একলা চলো’ নীতি আসলে এক বড় রাজনৈতিক ঝুঁকি। তবে দল মনে করছে, কারও লেজুড় হয়ে প্রাসঙ্গিকতা হারানোর চেয়ে একক শক্তিতে লড়ে নিজের ভোটব্যাংক চেনাই এখন বড় প্রাপ্তি হতে পারে।

শান্তির উপত্যকায় অন্য অভিজ্ঞতা

শ্রীনগর, ৭ ফেব্রুয়ারি : দিন বদলেছে। পালটেছে ভূস্বর্গ। এখন কাশ্মীর মানে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে নির্ভয়ে ঘোরা। নব্বইয়ের দশকের থমথমে সোপিয়ানের সঙ্গে আজকের সোপিয়ানের তফাত আকাশ-পাতাল। এখন পরতে হয় না বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট। হাতে নিতে হয় না বন্দুক। স্রেফ বাইক নিয়ে কাশ্মীরের স্মৃতিবিজড়িত পথে পা রাখলেন প্রাক্তন ব্রিগেডিয়ার দীপ ভগত। কাশ্মীরের বদলে যাওয়া সবচেয়ে বেশি টের পাচ্ছেন তাঁরাই, যাঁরা একসময় বুক দিয়ে আগলে রেখেছিলেন এই উপত্যকাকে। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে ঠিক এই আবেগই ধরা পড়েছে অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার দীপ ভগতের গলায়।

দীপ সেনাবাহিনীতে তিন দশক কাটিয়েছেন। লড়েছেন সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে। ব্রিগেডিয়ার ভগত বলছিলেন, ‘আমি এখন সোপিয়ানে ঢুকছি। কোনওদিন ভাবিনি নিজের জীবদ্দশায় এখানে কোনও অস্ত্র বা

অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার দীপ ভগত।

সুরক্ষা ছাড়া ফিরতে পারব। ভাবতেই পারিনি যে দিনগুলো আমরা পার করে এসেছি, তারপর কখনও এভাবে খোলা মনে ঘুরতে পারব।’

ভগতের কাছে আজকের কাশ্মীর এক নতুন অভিজ্ঞতার নাম। নিজের ভিডিওর ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘দু-দশক আগে আমি এখানে ছিলাম রণসাজে সজ্জিত সৈনিক। আর আজ ফিরেছি আমার বাইকে চেপে, পর্যটক হয়ে। সঙ্গে অস্ত্র নেই, নেই প্রোটেকশন। সামনে শুধু খোলা রাস্তা আর দু-পাশে মানুষের অবারিত ভালোবাসা।’ সোপিয়ান নামটা শুনলে একসময় ভয়ে বুক কাঁপত, সেই শহরই তাঁকে শান্তির চাদরে স্বাগত জানিয়েছে। তিনি আরও যোগ করেন, ‘এটাই পরিবর্তন, এটাই আশা। কাশ্মীর আর নয়ের দশকের সেই অন্ধকার গলিতে দাঁড়িয়ে নেই। এই বদলে আমি সত্যিই গর্বিত।’

৪ লক্ষেরও বেশি নেটিজেন ভিডিওটি দেখেছেন। কয়েক হাজার মন্তব্য। অনেকে কুর্নিশ জানিয়েছেন ব্রিগেডিয়ারের সাহসিকতাকে। কেউ স্মৃতিচারণ করেছেন সেইসব জওয়ানকে, যাঁদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আজ শান্তির হাওয়া বইছে। এক পর্যটকের মন্তব্য, ‘সোপিয়ান এখন আপেলের শহর, নিরাপদ আর দারুণ সুন্দর!’ বদলে যাওয়া কাশ্মীরের ছবি নতুন আশার আলো দেখাচ্ছে। ব্রিগেডিয়ার ভগতের কথায়, ‘কাশ্মীর আর আগের মতো নেই। এই পরিবর্তনে আমি গর্বিত।’

পুরোনো মামলায় গ্রেপ্তার পাপ্পু

পাটনা, ৭ ফেব্রুয়ারি : তিন দশক আগের একটি মামলায় গ্রেপ্তার হলেন বিহারের পূর্ণিয়ার নির্দল সাংসদ রাজেশ রঞ্জন ওরফে পাপ্পু যাদব। শুক্রবার গভীর রাতে পাটনার মন্দারি এলাকা থেকে পুলিশ তাঁকে হেপাজতে নেয়। তবে গ্রেপ্তারির কিছু পরেই শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে প্রথমে আইজিআইএমএস এবং পরে শনিবার পাটনা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, পাটনার গরদানিবাগ এলাকায় একটি বাড়ি জালিয়াতি করে ভাড়া নিয়ে রাজনৈতিক কার্যালয় হিসাবে ব্যবহারের অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা ছিল। আদালতে বারবার হাজিরা না দেওয়ায় এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। গ্রেপ্তারির সময় পাপ্পু নিজের প্রাণহানির আশঙ্কা প্রকাশ করে অভিযোগ করেন, প্রায় ৩১ বছর আগের এক মামলায় তাঁকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে হেনস্তা করা হচ্ছে। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি এই পাপ্পুর গ্রেপ্তারিকে ‘রাজনৈতিক প্রতিহিংসা’ বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর দাবি, পাটনায় এক নিট পরীক্ষার্থীর রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় ন্যায়বিচারের দাবিতে সোচ্চার হয়েছিলেন পাপ্পু যাদব। সেই কারণেই এই গ্রেপ্তারি।

আসছি বলেও ফেরা হল না কমলের

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি : পশ্চিম দিল্লির বাড়িতে তখন উৎসবের চূড়ান্ত প্রস্তুতি। বাবা-মায়ের বিবাহবার্ষিকীর কেক কাটার অপেক্ষায় সবাই। রাত পৌনে একটা নাগাদ ফোনে যমজ ভাই করণকে কমল ধ্যানি জানিয়েছিলেন, তিনি ১৫ মিনিটেই পৌঁছোবেন। বাড়িতে মায়ের হাতে গরম রুটি খাওয়ার বায়নাও সেরে রেখেছিলেন বছর পঁচিশের এই তরুণ। কিন্তু সেই ১৫ মিনিট যেন অনন্তকাল হয়ে রইল, কমল আর ফিরলেন না।

জনকপুরীতে দিল্লি জল বোর্ডের খোঁড়া ১৫ ফুট গভীর এক নিকাশি নালা হয়ে উঠল কমলের মরণফাঁদ। নালার চারপাশে ছিল না কোনও আলোর ব্যবস্থা বা সুরক্ষামূলক ব্যারিকেড। সারা রাত পরিবারের লোকজন ও সাত বন্ধু মিলে তাঁকে তন্নতন্ন করে রাজপথে খুঁজে বেড়িয়েছেন। একই রাস্তায় ঘুরপাক খেয়েছেন আর ব্যাটারির চার্জ ফুরিয়ে ফোন বন্ধ হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত লাগাতার ফোন করে গিয়েছেন কমলকে। এমনকি গভীর রাতে ওই গর্তের ভিতরেও উঁকি দিয়েছিলেন বন্ধুরা, কিন্তু তাঁরা জানতেন না, অন্ধকারের আড়ালে সেই মরণকূপই যে অতলে লুকিয়ে রেখেছিল কমলের দেহ।

তারপরেও ক্ষীণ আশা ছিল। কিন্তু ভোরের আলোয় সে আশাও নিভে গেল পুলিশের ফোনে। হেলমেট পরা অবস্থাতেই কল সেন্টারের কর্মী কমলের কাদা মাখা দেহ উদ্ধার হল। যে প্রিয় বাইকটি নিজের জমানো টাকায় শখ করে কিনেছিলেন, সেটিও দুমড়ে-মুচড়ে পড়ে ছিল গর্তের নীচে।

শুধু বিএনপি'র সরকার : তারেক

ঢাকা, ৭ ফেব্রুয়ারি : মাঘের বিদায়ে এখনও দিন কয়েক বাকি আছে। কিন্তু তার আগেই ভোটের উত্তাপের পারদ চড়তে শুরু করেছে পদ্মাপারে। ১২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। ভোটে জিততে মরিয়া প্রয়াত বেগম খালেদা জিয়ার দল বিএনপি এবং একদা তাদের জোটসঙ্গী জামায়াতে ইসলামি ভোটারদের কাছে পৌঁছোতে ঢালাও প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কিন্তু ভোটের পাঁচদিন আগে বাংলাদেশের রাজনীতিতে দানা বেঁধেছে নতুন নাটক। বিভিন্ন সমীক্ষায় প্রধানমন্ত্রিত্বের দৌড়ে এগিয়ে থাকা বিএনপি-র চেয়ারম্যান তারেক রহমান সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি কোনও 'জাতীয় ঐক্যের সরকার' চান না। একটি আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে খালেদা-পুত্র সাফ বলেছেন, 'আমার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের সঙ্গে আমি কীভাবে সরকার গঠন করব? তাহলে বিরোধী আসনে বসবে কে?'

প্রাক্তন জোট শরিকের সঙ্গে জোটবদ্ধ হওয়ার প্রস্তাবকে কার্যত ঝেঁটিয়ে বিদায় করে তারেক রহমান যেভাবে 'একলা চলো' নীতিতে সিলমোহর দিয়েছেন তাতে স্পষ্ট, জামায়াতের পাকিস্তানপন্থী ভাবমূর্তিকে সঙ্গী করে বিএনপি-র বাড়া ভাতে ছাই ফেলতে আগ্রহী নন তিনি। তবে খালেদা-পুত্রের এহেন বার্তা সত্ত্বেও লড়াইয়ের ময়দানে এক ইঞ্চি জমি ছাড়তেও রাজি নয় জামায়াতে। বরং এককাঠি ওপরে উঠে তারেক রহমানকে তাঁর সঙ্গে প্রকাশ্য আলোচনায় অংশ নেওয়ার

> আমার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের সঙ্গে আমি কীভাবে সরকার গঠন করব? তাহলে বিরোধী আসনে বসবে কে?
>
> তারেক রহমান

চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন দলটির আমির ড. শফিকুর রহমান।

শুক্রবার 'সবার আগে বাংলাদেশ' শীর্ষক নির্বাচনি ইস্তাহার প্রকাশ করেন তারেক। সেই রাজনৈতিক পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করে শফিকুর তাঁর ফেসবুক পেজে লিখেছেন, 'আপনি এখন যেহেতু আপনার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন, তাই আমি আপনাকে প্রকাশ্য মঞ্চে আমার সঙ্গে সরাসরি আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। সেখানে আমরা আমাদের ইস্তাহারগুলি দেশের সামনে তুলে ধরব এবং সেগুলি নিয়ে মানুষ কী ভাবছেন দেখব। আসুন আমরা বাংলাদেশের জন্য একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করি যেখানে আমরা সবাই জনগণের ইচ্ছাকে সম্মান করার প্রতিশ্রুতি দেব।' শফিকুরের সাফ কথা, 'বাংলাদেশে রাজনৈতিক বৈধতা কেবল একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমেই নিশ্চিত করা সম্ভব। স্বচ্ছতা ও আস্থা ছাড়া কোনও ফলাফলই জনগণের বিশ্বাস অর্জন করতে পারবে না। বৈধতা আসে কেবল অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে। ন্যায্যতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা ছাড়া কোনও ফলাফলই জনগণের আস্থা অর্জন করতে পারে না।' তবে এই প্রস্তাবের বিষয়ে বিএনপির পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি।

২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি এবং জামায়াতে জোট সরকার চালিয়েছিল। কিন্তু শেখ হাসিনা ও আওয়ামি লিগ পরবর্তী বাংলাদেশের পরিস্থিতি অনেকটাই বদলে গিয়েছে। জামায়াতের তরফে বিএনপি-র সঙ্গে মহাজোট চেয়ে বার্তা দেওয়া হলেও তারেক রহমানের হিসেব আলাদা। তিনি নিশ্চিত, এবার বিএনপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়েই ক্ষমতায় ফিরছে। সমীক্ষাও বলছে, ৩০০ আসনের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ আসন পাওয়ার স্বপ্ন দেখছে জিয়া পরিবার।

ভারতের নিরাপদ আশ্রয়ে থাকা শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফেরানো নিয়েও মুখ খুলেছেন তারেক। তিনি সাক্ষাৎকারে বলেন, '২০২৪ সালে বাংলাদেশের আইনের চোখে তিনি অপরাধ করেছেন। একটি রায় দেওয়া হয়েছে। কাজেই তাঁকে বিচারের মুখোমুখি হতেই হবে।' তবে হাসিনার ছেলেমেয়েরা আগামী দিনে বাংলাদেশে ফিরতে পারবেন কি না সেই বিষয়ে খালেদা-পুত্রের সাফ কথা, 'যাঁরা কোনও অপরাধের সঙ্গে জড়িত ছিলেন তাঁদের ফল ভুগতেই হবে। তবে কাউকে যদি মানুষ গ্রহণ করেন, তাঁকে স্বাগত জানান, তাহলে তাঁর রাজনীতি করার অধিকার রয়েছে।' রোহিঙ্গা প্রশ্নেও মানবিক মুখ দেখিয়েছেন তারেক রহমান।

তুলির টানে... শনিবার থানেতে সংস্কৃতি আর্ট ফেস্টিভালে।

তিস্তার জলে অগ্রাধিকার

এ এইচ ঋদ্ধিমান

ঢাকা, ৭ ফেব্রুয়ারি : বিএনপি ক্ষমতায় এলে সবার আগে তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। শনিবার নীলফামারির পুরসভা মাঠে জেলা বিএনপি আয়োজিত জনসভায় তিনি বলেন, '১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ কিংবা ২০২৪ সালের গণ অভ্যুত্থান-কোনওটিই ধর্ম-বর্ণভিত্তিক ছিল না। স্বৈরাচার পতনের আন্দোলনেও সব শ্রেণি-পেশা ও ধর্ম-বর্ণের মানুষ একসঙ্গে অংশ নিয়েছিল।' বিএনপি ক্ষমতায় এলে রাষ্ট্র পরিচালনায়ও কোনও ধর্ম-বর্ণ বিবেচনা করা হবে না বলে তিনি আশ্বাস দেন। আগামী দিনের রাজনীতি হবে দেশ গঠনের রাজনীতি।

খনি দুর্ঘটনায় মৃত বেড়ে ২৭

শিলং, ৭ ফেব্রুয়ারি : মেঘালয়ের ইস্ট জয়ন্তীয়া হিলস জেলায় একটি কয়লাখনিতে ভয়াবহ বিস্ফোরণে প্রাণহানির সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৭। শনিবার আরও দু'টি দেহ উদ্ধারের খবর জানিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর (এনডিআরএফ) কমান্ড্যান্ট এইচপিএস কান্ডারি জানান, ৫ ফেব্রুয়ারি ১৮টি এবং ৬ ফেব্রুয়ারি ৭টি দেহ উদ্ধার করা হয়েছিল। বর্তমানে থাংসকাই এলাকায় তিনটি দল উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে সাংমা এই অবৈধ খনিতে বিস্ফোরণের ঘটনায় উচ্চপর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর আশ্বাস, দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তদন্তের সূত্রে ইতিমধ্যে দু'জনকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এই দুর্ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মৃতদের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা এবং আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা করেছেন। উদ্ধারকাজ এখনও চলছে।

জেলে মৃত্যু প্রাক্তন আওয়ামী মন্ত্রীর

ঢাকা, ৭ ফেব্রুয়ারি : বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে দেড় বছর জেলে থাকার পর মৃত্যু হল আওয়ামী লিগের প্রবীণ নেতা তথা শেখ হাসিনা সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী রমেশচন্দ্র সেনের। শনিবার সকালে দিনাজপুর জেলা কারাগারে বন্দি অবস্থায় অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে স্থানীয় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর।

দিনাজপুর জেলের আধিকারিক ফরহাদ সরকার বলেন, 'এখানে আসার আগে থেকে তিনি নানা শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন। শনিবার সকালে তাঁর অবস্থার অবনতি হলে দ্রুত হাসপাতালে

পাঠানো হয়।' হাসপাতালের ওয়ার্ড মাস্টার মাসুদ রানার দাবি, হাসপাতালে পৌঁছোনোর আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

রমেশচন্দ্র সেন ঠাকুরগাঁও ১ আসন থেকে ছয়বারের সাংসদ এবং আওয়ামী লিগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ছিলেন। ২০০৯ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত তিনি জলসম্পদ মন্ত্রকের দায়িত্ব সামলেছেন। ২০২৪-এর ৫ অগাস্ট বাংলাদেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর ১৭ অগাস্ট ঠাকুরগাঁওয়ের বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রবীণ এই মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যুতে বাংলাদেশের রাজনৈতিক মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। তবে ঠিক কী কারণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। অশীতিপর মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যুতে 'হেডাস্টিয়াল কিলিং' বা জেল-হত্যার অভিযোগ তুলেছেন নেটিজেনদের বড় অংশ। তাঁদের দাবি, বার্ধক্যজনিত অসুস্থতা সত্ত্বেও রমেশচন্দ্র সেনের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেনি ইউনূস প্রশাসন। ২০২৪-এর অগাস্টে হাতকড়া ও দড়ি দিয়ে হাত বাঁধা অবস্থায় তাঁর গ্রেপ্তারির ছবি বিশ্বজুড়ে নিন্দার ঝড় তুলেছিল।

মুম্বইয়ে বিজেপির নতুন মেয়র

মুম্বই, ৭ ফেব্রুয়ারি : অবশেষে জল্পনার অবসান। দীর্ঘ ৪৪ বছর পর বৃহন্মুম্বই পুরসভার (বিএমসি) মেয়রের কুর্সিতে বসতে চলেছেন কোনও বিজেপি নেত্রী। পুরসভার নতুন মেয়র হচ্ছেন ঘাটকোপার এলাকার বিজেপি কর্পোরেটর ঋতু তাওড়ে। ডেপুটি মেয়র হচ্ছেন উপমুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডের শিবসেনার সঞ্জয় ঘাড়ি। ১১ ফেব্রুয়ারি মেয়র নির্বাচন। শুক্রবার বিজেপি সভাপতি অমিত সাতাম নতুন মেয়রের নাম ঘোষণা করেন। পুরসভায় বিজেপির যা শক্তি তাতে শিন্ডে সেনার আপত্তি থাকলেও মেয়র পদে পদ্মশিবিরের জয় অনিবার্য।

সাম্প্রতিক পুরভোটে ২২৭ আসনের বিএমসিতে বিজেপি নেতৃত্বাধীন মহায়ুতি বিপুল জয় পেয়েছে। বিজেপি একাই জিতেছে ৮৯টি আসন। শিবসেনা পেয়েছে ২৮টি আসন। অপরদিকে শিবসেনা (ইউবিটি) পেয়েছে ৬৫টি আসন, কংগ্রেস ২৪টি আসন জিতেছে। এআইমিম ও এমএনএস পেয়েছে যথাক্রমে ৮ ও ৬টি করে আসন। এবার বিএমসি-র মেয়র পদ সাধারণ শ্রেণিভুক্ত মহিলার জন্য সংরক্ষিত করা হয়। সেই কারণে ঋতু তাওড়ের মতো অভিজ্ঞ নেত্রীর ওপরই ভরসা রেখেছে গেরুয়া শিবির। ঘাটকোপারের ১৩২ নম্বর ওয়ার্ডের তিনবারের কর্পোরেটর ২০১২ সালে কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন। বিজেপি আগাগোড়া বলেছিল, এবার একজন মারাঠিকেই মেয়র করা হবে। ১৯৮২ সালে প্রভাকর পাই হয়েছিলেন বিজেপির প্রথম মেয়র।

পঞ্জাব সামলে নতুন দুর্গ দখলের ব্লুপ্রিন্ট

দিল্লির ধাক্কা কাটিয়ে কেজরির 'মিশন ২০২৭'

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি : জাতীয় রাজধানী অঞ্চলের তখত হারানো আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল ফিনিক্স পাখির মতো ঘুরে দাঁড়াতে আরও আগ্রাসী রণকৌশল সাজাচ্ছেন। আপ সূত্রে খবর, কয়েক মাস নিভৃতে থেকে দলের ভবিষ্যৎ রূপরেখা চূড়ান্ত করেছেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর লক্ষ্য এখন দ্বিমুখী-একদিকে দিল্লির হারানো জমি পুনরুদ্ধার এবং অন্যদিকে জাতীয় রাজনীতিতে বিজেপি-বিরোধী প্রধান বিকল্প হিসেবে আপকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। আর এই লক্ষ্যপূরণে মিশন ২০২৭-এ নেমেছেন আপ সুপ্রিমো।

আগামী বছর পঞ্জাব, গোয়া, গুজরাট ও উত্তরপ্রদেশে বিধানসভা ভোট। কেজরিওয়ালের রাজনৈতিক অস্তিত্বের জন্য এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ পঞ্জাবে ক্ষমতা ধরে রাখা। পঞ্চনদের রাজ্য হাতছাড়া হওয়া মানে জাতীয় স্তরে আপ-এর প্রাসঙ্গিকতা তলানিতে ঠেকে যাওয়া। তাই সেখানে সংগঠন মজবুত করতে নিজের সবচেয়ে বিশ্বস্ত দুই সেনাপতি মণীশ সিসোদিয়া এবং সত্যেন্দ্র জৈনকে 'ফুলটাইম' দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন কেজরি। অপরদিকে তিনটি বিজেপি শাসিত রাজ্য-গুজরাট, গোয়া এবং উত্তরপ্রদেশেও বিকল্প শক্তি হিসেবে উঠে আসতে

মরিয়া ঝাড়ুবাহিনী। গোয়ায় দলের সংগঠনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অতীশিকে। মোদি-শা-র গড় গুজরাটে থাবা বসাতে পাঠানো হয়েছে আপের অভিজ্ঞ নেতা গোপাল রাইকে। অন্যদিকে উত্তরপ্রদেশে নিজেদের অস্তিত্ব জানান দিতে বিশেষ সেল তৈরি করছে আপ।

দিল্লির পরাজয় থেকে কেজরিওয়াল বুঝেছেন, শুধু প্রচার নয়, শক্তিশালী নীচুতলার সংগঠনই শেষ কথা বলে। তাই এবার আর শেষ মুহূর্তের চমক নয়, বরং ভোটের এক বছর আগে থেকেই কোমর বেঁধে নামছে আপ। এই পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার মুখ করা হয়েছে দিল্লির প্রাক্তন মন্ত্রী সৌরভ ভরদ্বাজকে। রাজধানীর সংগঠন গোছানোর পাশাপাশি ভিন রাজ্যে দলের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার গুরুভার তাঁর কাঁধে। আপের শীর্ষ নেতাদের কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে-রাজ্যে, রাজ্যে ঘাঁটি গেড়ে বসে বুথ স্তর পর্যন্ত সংগঠন সাজাতে হবে। লক্ষ্য পূরণ না হওয়া পর্যন্ত দিল্লি ফেরা বারণ। কেজরিওয়াল নিজেও মাসে অন্তত একবার এই চার রাজ্য সফর করছেন। স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করে দুর্বলতা চিহ্নিত করছেন এবং ভোটারদের মন বুঝতে জনমত যাচাই করছেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, কেজরিওয়ালের এই দীর্ঘমেয়াদি খেলা আসলে ২০২৯-এর মহড়া। দিল্লির অভিজ্ঞতাকে পাথেয় করে তিনি প্রমাণ করতে চান যে, আপ কেবল একটি আঞ্চলিক দল নয়, বরং সর্বভারতীয় স্তরে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করার মতো সাংগঠনিক ক্ষমতা তাদের আছে। ফলে পঞ্জাব রক্ষা করে এবং দেশের রাজনীতির মানচিত্রে নতুন দুর্গ দখল করতে পারলে ২০২৯-এর লোকসভা ভোটের আগে জাতীয় রাজনীতিতে পায়ের তলায় শক্ত মাটি পাবেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল।

মালয়েশিয়ায় চালু হচ্ছে ইউপিআই

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি : বছরের প্রথম বিদেশ সফরে শনিবার মালয়েশিয়া পৌঁছোলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কুয়ালালামপুরে প্রবাসী ভারতীয়দের এক বিশাল সমাবেশে তিনি ঘোষণা করলেন, ভারতের ডিজিটাল পেমেন্ট প্ল্যাটফর্ম 'ইউপিআই' শীঘ্রই মালয়েশিয়ায় চালু হতে চলেছে। মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের উপস্থিতিতে মোদি দু-দেশের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মেলবন্ধনের ওপর জোর দেন। তিনি বলেন, 'গত বছর আসিয়ান সম্মেলনে আসতে পারিনি, কিন্তু বন্ধু আনোয়ার ইব্রাহিমকে কথা দিয়েছিলাম খুব তাড়াতাড়ি আসব। সেই কথা রাখতেই ২০২৬-এর প্রথম সফরে আমি এখানে এসেছি।' প্রবাসীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'মালয়েশীয় বংশোদ্ভূত ভারতীয়দের ষষ্ঠ প্রজন্ম পর্যন্ত ওআইসি কার্ডের সুবিধা প্রসারিত করার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আপনারা দু-দেশের সম্পর্কের জীবন্ত সেতু।' প্রধানমন্ত্রী ইব্রাহিমের তামিল গান ও এমজিআর-এর প্রতি অনুরাগের কথাও মোদি স্মরণ করেন। আনোয়ার ইব্রাহিম বলেন, 'আমি মোদিজি এবং ভারতের একজন বন্ধু হতে পেরে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি।'

ঘোষণা মোদির

এপস্টাইন ফাঁসে অনিল আম্বানিও

মুম্বই, ৭ ফেব্রুয়ারি : হাতি পাঁকে পড়লে যা হয়! এপস্টাইন কেচ্ছায় এবার নাম জড়াল ইতিমধ্যে নানা আর্থিক জালিয়াতি মামলায় জর্জরিত শিল্পপতি অনিল আম্বানির।

বিতর্কিত মার্কিন অর্থ লগ্নিকারী জেফ্রি এপস্টাইনের প্রকাশিত নথি থেকে অনিলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এসেছে। ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে এক 'গোপন কথোপকথন' থেকে জানা যায়, অনিলের জন্য বিশেষ নারীসঙ্গের ব্যবস্থা করতেন এপস্টাইন। নথি অনুযায়ী, একবার এপস্টাইন এক 'দীর্ঘাঙ্গী সুইডিশ ব্লন্ড' মহিলার প্রস্তাব দিলে অনিল তৎক্ষণাৎ তার 'ব্যবস্থা করতে' বলেন।

কথোপকথনে অনিল তাঁর রুচি প্রকাশ করতে গিয়ে অভিনেত্রী স্কারলেট জোহানসনের প্রসঙ্গও টেনেছিলেন। ২০১৯ সালের মে মাসে এপস্টাইনের নিউ ইয়র্কের কুখ্যাত বাসভবনে তাঁদের একটি বৈঠকও হয়েছিল। এপস্টাইন আম্বানিদের পারিবারিক ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করতেন। শুধু তা-ই নয়, অনিল সম্পর্কে তিনি রীতিমতো খোঁজখবরও নিয়েছিলেন লেখক দীপক চোপড়ার কাছে। চোপড়া অনিলকে 'অত্যধিক প্রচারকামী' হিসাবে অভিহিত করেন।

ফের আত্মঘাতী নাবালক

থানে, ৭ ফেব্রুয়ারি : গাজিয়াবাদে তিন তরুণীর আত্মহত্যার ঘটনার ছায়া এবার মহারাষ্ট্রের থানেতেও। শনিবার একটি বহুতল আবাসনের ছ'তলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিল ১২ বছরের এক নাবালক। আবাসনের বাসিন্দারা তৎক্ষণাৎ ওই তরুণকে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

গাজিয়াবাদের মতো থানেতেও মৃত তরুণও অনলাইন গেমিংয়ের প্রতি আসক্ত ছিল বলে জানিয়েছে পুলিশ। আবাসনের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তরুণের মোবাইল ফোন পরীক্ষা করছেন তদন্তকারীরা। দুই মমান্তিক ঘটনা প্রশ্নের মুখে ফেলছে সমাজকে।

ওবামা দম্পতিকে বর্ণবিদ্বেষী খোঁচা

ওয়াশিংটন, ৭ ফেব্রুয়ারি : প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ও তাঁর স্ত্রী মিশেল ওবামাকে নিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমাজমাধ্যম থেকে পোস্ট করা একটি বর্ণবিদ্বেষী ভিডিও ঘিরে তোলপাড় শুরু হয়েছে আমেরিকায়। এআই দিয়ে তৈরি ৬২ সেকেন্ডের ওই বিতর্কিত ভিডিওতে দেখা যায়, জঙ্গলে দু'টি শিম্পাঞ্জির মুখে ওবামা দম্পতির মুখ বসানো হয়েছে।

এই ঘটনা সামনে আসতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন ডেমোক্র্যাটরা, এমনকি ট্রাম্পের নিজের দলের একাংশও নিন্দায় সরব হয়েছেন। রিপাবলিকান সেনেটর টিম স্কট একে 'চরম বর্ণবাদী' বলে মন্তব্য করেন।

তবে এই ঘটনার জন্য তিনি কোনওভাবেই ক্ষমা চাইবেন না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন ট্রাম্প। তাঁর দাবি, তিনি কোনও ভুল করেননি। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, ভিডিওটি পোস্ট করার আগে তিনি এর পুরো অংশ দেখেননি। তিনি কেবল ভিডিওর শুরুর অংশটি দেখেছিলেন যেখানে ২০২০ সালের নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ করা হয়েছিল। হোয়াইট হাউস ঘটনার দায় এক কর্মীর ওপর চাপিয়ে পোস্টটি সরিয়ে নিলেও বিতর্ক থামছে না।

সমালোচকদের প্রশ্ন, ট্রাম্প যেখানে নিজের সব গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা নিজেই করেন, সেখানে কর্মীর ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে কি তিনি দায় এড়াতে পারেন? আমেরিকার একমাত্র

কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে এই কুরুচিকর আক্রমণ এমন সময়ে এল যখন দেশজুড়ে 'ব্ল্যাক হিস্ট্রি মান্থ' পালিত হচ্ছে। এর আগে ওবামাকে নিয়ে একাধিকবার অশালীন মন্তব্যের অভিযোগ উঠেছিল ট্রাম্পের বিরুদ্ধে, যা এবার নতুন মাত্রা নিল।

- শিক্ষায় মহিলাদের অংশগ্রহণ লক্ষণীয় হারে বেড়েছে
- কর্মক্ষেত্রে মহিলারা যোগ দিলেও কার্যকাল দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে না
- সন্তানপালন ও পারিবারিক চাপে কর্মজীবন থমকে মহিলাদের
- শুধুমাত্র শিক্ষা নয়, কাজের পরিবেশ বদলানো জরুরি

উদ্বেগ অর্থনৈতিক সমীক্ষায়

ডিগ্রি থাকলেও কর্মজীবন দীর্ঘ হচ্ছে না মহিলাদের

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি : দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে মেয়েদের জয়জয়কার দেখা গেলেও কর্মজীবনের ক্ষেত্রে ছবিটা এখনও বেশ উদ্বেগের। অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৫-'২৬ অনুযায়ী, ভারতে আগের চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যক নারী উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করছেন এবং কর্মক্ষেত্রে যোগ দিচ্ছেন। তবে এই অগ্রগতির মাঝেও বড় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে কর্মজীবন দীর্ঘস্থায়ী না হওয়া। সমীক্ষা বলছে, পড়াশোনা শেষ করে চাকরিতে যোগ দেওয়ার সময় এবং সন্তান জন্মদানের পরবর্তী পর্যায়ে বিপুল সংখ্যক মহিলা কাজ ছেড়ে দিচ্ছেন।

সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা, সব স্তরেই মেয়েদের নাম নথিভুক্ত করার হার বেড়েছে এবং লিঙ্গবৈষম্য উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ও বিভিন্ন সরকারি উৎসাহ ভাতা এই সাফল্যে বড় ভূমিকা নিয়েছে। সমীক্ষায় স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে, বর্তমান সময়ে মেয়েদের জন্য শিক্ষালাভ আর প্রধান অন্তরায় নয়।

তবে এই শিক্ষাগত সাফল্য সরাসরি কর্মসংস্থানে রূপান্তরিত হচ্ছে না। সমীক্ষা বলছে, পুরুষদের তুলনায় শ্রমশক্তিতে মহিলাদের অংশগ্রহণের হার অনেক কম এবং এই অংশগ্রহণ মূলত নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। মহিলারা কেন কাজ ছাড়ছেন, তার বিশ্লেষণে উঠে এসেছে সামাজিক ও কাঠামোগত কিছু প্রতিবন্ধকতা। বিশেষ করে পারিবারিক দায়িত্ব পালন এবং শিশু প্রতিপালনের জন্য অনেক মহিলাই কেরিয়ারের মধ্যগগনে কাজ ছাড়তে বাধ্য হন। এছাড়া কর্মক্ষেত্রে নমনীয় সময়ের অভাব এবং পর্যাপ্ত সহায়তা ব্যবস্থার ঘাটতি এই সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে তুলছে।

সমীক্ষায় আরও দেখা গিয়েছে যে, বর্তমানে কর্মরতা মহিলাদের একটি বড় অংশ স্বনির্ভর গোষ্ঠী, অসংগঠিত ক্ষেত্র বা স্বল্প বেতনের অস্থায়ী কাজের সঙ্গে যুক্ত। এর ফলে তাঁদের চাকরির নিরাপত্তা যেমন কম থাকে, তেমনই দীর্ঘস্থায়ী কেরিয়ার গড়ার সুযোগও সীমিত হয়ে পড়ে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, শুধুমাত্র দক্ষতা বৃদ্ধি বা বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এই সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান নয়। বরং মহিলাদের কর্মক্ষেত্রে ধরে রাখতে হলে প্রয়োজন সহায়ক কর্মপরিবেশ ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির বদল। ভারতের তরুণ জনসংখ্যার সম্ভাবনাকে পূর্ণ মাত্রায় কাজে লাগাতে হলে প্রতিটি স্তরে মহিলাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও কর্মজীবনের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করা অপরিহার্য।

বিধ্বংসী হেটমেয়ার, হ্যাটট্রিক শেফার্ডের

পয়া ইডেনে জিতে শুরু হোপদের

ওয়েস্ট ইন্ডিজ-১৮২/৫
স্কটল্যান্ড-১৪৭
(১৮.৫ ওভারে)

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি : কাপ জিততে এসেছি। চোখ ২০১৬-র টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের পুনরাবৃত্তিতে। কেউ হিসেবের খাতায় না রাখলেও ক্ষতি নেই। স্কটল্যান্ড ম্যাচ দিয়ে কাজ শুরু করতে চাই। ওয়েস্ট ইন্ডিজের হেডকোচ ড্যারেন স্যামির যে আত্মবিশ্বাসের প্রতিফলন শনিবাসরীয় ইডেন গার্ডেন্সে।

সীমিত ক্ষমতা, প্রায় বিনা প্রস্তুতিতে বিশ্বকাপে পা রাখা স্কটল্যান্ড সাধ্যমতো চেষ্টা চালিয়েছে। তারপরও লক্ষ্যপূরণ স্যামিদের। পয়মন্ত ইডেনে জিতে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু। সৌজন্যে শিমরন হেটমেয়ার ও রোমারিও শেফার্ড। বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ে জয়ের ভিত গড়ে দেন হেটমেয়ার (৩৬ বলে ৬৪)। বিশ্বকাপে দশম হ্যাটট্রিক, পাঁচ শিকারে স্কটিশদের প্রতিরোধ ভাঙেন শেফার্ড (২০/৫)।

টসে জিতে ফিল্ডিং নিয়ে স্লোয়ার বলের ডালি সাজিয়েছিল স্কটিশরা। পাওয়ার প্লে-তে (৩৩/০) সফল যে স্ট্র্যাটেজি। যদিও শেষরক্ষা হয়নি হেটমেয়ারের পেশি শক্তির আস্ফালনের সামনে। বল মাটিতে রাখার বদলে গ্যালারিতে ফেললেন বেশি। ২২ বলে ৫০। ১টি চার ও হাফ ডজন ছক্কা! শেষপর্যন্ত ৩৬ বলে ৬৪। ব্র্যান্ডন কিং (৩৫), রোভমান পাওয়েল (২৪), শেরফানে রাদারফোর্ডরা (২৬) মাঝারিয়ানায় আটকে গেলেও হেটমেয়ার শোয়ের হাত ধরে শেষপর্যন্ত ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১৮২/৫ স্কোরে পৌঁছে যায়।

বাংলাদেশের পরিবর্ত হিসেবে বিশ্বকাপে ডাক পাওয়া স্কটল্যান্ড চেষ্টা চালিয়েও যে হার্ডল পেরোতে পারেনি। অধিনায়ক রিচি বেরিংটন (৪২), টম ব্রুসের (৩৫) প্রচেষ্টা রুখে দেয় জেসন হোল্ডারের (৩০/৩) অভিজ্ঞতা, শেফার্ডের ১৭তম ওভারে হ্যাটট্রিক সহ চার উইকেট নিয়ে স্কটল্যান্ডের কফিনে বাকি পেরেক পুঁতে দেন শেফার্ড। ম্যাচ শেষে হতাশ স্কটিশ অধিনায়ক বেরিংটন বলেও দিলেন, '১৩ ওভার পর্যন্ত ম্যাচে ছিলাম। কিন্তু সেট দুই ব্যাটার ফেরার পর সুবিধা হাতছাড়া।'

ক্যারিবিয়ান অধিনায়ক শাই হোপের গলায় স্বস্তির সুর। মনে করিয়ে দিলেন ২০১৬ সালে ইডেনের বিশ্বজয়ের কথা। ম্যাচের দুই নায়ককে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়ে হোপ বলেছেন, 'বেশ কিছুদিন ধরেই ছন্দে রয়েছে হেটমেয়ার। সেটাই বজায় রাখল প্রথম ম্যাচে। অভিজ্ঞ ক্রিকেটার। জানে কী করতে হবে। মিডল ওভারে বৈচিত্র্য দারুণভাবে কাজে লাগিয়েছে শেফার্ড।'

ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি শরীর ছুড়ে দিয়ে দুর্দান্ত ক্যাচ। হেটমেয়ার বলেছেন, 'বেশ কিছুদিন ধরেই ফিল্ডিং নিয়ে পরিশ্রম করছি। ভালো লাগছে যা দলের কাজে আসায়। সেরা ক্যাচ কিনা বলতে পারব না। তবে আমি খুশি। আর তিন নম্বরে খেলার সুযোগটা কাজে লাগাতে চাই। ভালো লাগছে পরিকল্পনা অনুযায়ী খেলতে পেরে। জয় দিয়ে শুরু। লক্ষ্য ফাইনাল। তবে একটা ম্যাচ ধরে এগোতে চাই।'

> বেশ কিছুদিন ধরেই ছন্দে রয়েছে হেটমেয়ার। সেটাই বজায় রাখল প্রথম ম্যাচে। অভিজ্ঞ ক্রিকেটার। জানে কী করতে হবে। মিডল ওভারে বৈচিত্র্য দারুণভাবে কাজে লাগিয়েছে শেফার্ড।
>
> -শাই হোপ

হ্যাটট্রিক সহ ৫ উইকেট নিয়ে উচ্ছ্বাস রোমারিও শেফার্ডের। ছবি : ডি মণ্ডল

ম্যাচে কলকাতা বা ভারতের সম্পর্ক না থাকলেও শিমরন হেটমেয়ারদের ব্যাটিং দেখতে ইডেন গার্ডেন্সে হাজির ছিলেন ১৮১১৪ জন। -ডি মণ্ডল

হৃদয়ে ভারত, আবেগে ক্যালিপসো

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি : উচ্চতা প্রায় সাড়ে ছয় ফুট। গায়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের জার্সি। তার উপর জড়ানো জাতীয় পতাকা।

ক্রিকেটের নন্দনকাননের ক্লাব হাউসের ডানদিকের গ্যালারির সামনের দিকে বসেছিলেন তিনি। উচ্চতার পাশে মাথায় থাকা বিশাল আকারের চোঙা টুপির কারণে বারবার নজর কাড়ছিলেন তিনি। কিছু পরে গ্যালারিতে খুঁজে বার করা গেল ডেরেক আচর্রকে। জানা গেল, ২০১৬ সালের টি২০ বিশ্বকাপের সময়ও ত্রিনিদাদ থেকে কলকাতায় হাজির হয়েছিলেন তিনি। সেদিনও সমর্থন জানিয়েছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজকে। আজও সেই একই লক্ষ্য নিয়ে তিনি ত্রিনিদাদ থেকে পৌঁছে গিয়েছেন ক্রিকেটের নন্দনকাননের গ্যালারিতে। বলছিলেন, 'হতে পারে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটের সুদিন আর নেই। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, আমাদের দলকে সমর্থন জানাব না। গ্যালারিতে ক্যারিবিয়ান ক্যালিপসোর আসর বসাতে চাই।'

শেষ পর্যন্ত আর জানা হয়ে ওঠেনি ক্রিকেটের নন্দনকাননের গ্যালারিতে ক্যারিবিয়ান ক্যালিপ্সোর ঝড় তিনি তুলেছিলেন কিনা। কিন্তু রোমারিও শেফার্ডের হ্যাটট্রিকের পর তিনি ক্যালিপসো শুরু করলে অবাক হওয়ার থাকবে না। কারণ, স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচেই রীতিমতো দাপট দেখানোর পাশে শাই হোপের দল প্রমাণ করে দিয়েছে, তাদের ক্রিকেটে বারুদ রয়েছে।

ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটের বারুদে বিশ্বকাপ বিস্ফোরণ ঘটবে কিনা, সময় বলবে। কিন্তু তার আগে টি২০ বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে ইডেন ও সিএবি লেটার মার্কস পেয়ে পাশ। ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রতিপক্ষ হওয়ার কথা ছিল বাংলাদেশের। নিরাপত্তার কারণে বিশ্বকাপ না খেলার সিদ্ধান্তে অনড় থাকা বাংলাদেশের পরিবর্ত হিসেবে ইডেন গার্ডেন্সে হাজির হওয়ার পর স্কটল্যান্ড দেখাল, তারা এখনও ক্রিকেট দুনিয়ার দুধের শিশু। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও স্কটল্যান্ডের সেই ম্যাচ তারিয়ে উপভোগ করল ইডেনের ১৮ হাজারের গ্যালারি।

সঠিক সংখ্যাটা হল ১৮১১৪। চমকে দেওয়ার মতো হাজিরা ইডেনের গ্যালারিতে। যে দুই দেশের ম্যাচ চলছিল, তাদের সঙ্গে ভারত বা বাংলার কোনও সম্পর্ক নেই। কিন্তু তারপরও শনিবার বিকেল থেকে সন্ধ্যার মধ্যে ইডেনের গ্যালারিতে ক্রিকেটপ্রেমীদের হাজিরা প্রমাণ করে দিল, তিলোত্তমা ক্রিকেট ও ক্রিকেটারদের কদর করতে জানে। ১০০টি স্কুল ও ১৫০টি ক্রিকেট কোচিং সেন্টার থেকে হাজার খানেক ক্রিকেট শিক্ষার্থী হাজির হয়েছিলেন ইডেনের গ্যালারিতে। ছিলেন বহু সাধারণ ক্রিকেটপ্রেমীও। যাঁদের গায়ে বিরাট, রোহিত লেখা টিম ইন্ডিয়ার জার্সি থাকলেও হাতে ছিল ক্যারিবিয়ান পতাকা।

আসলে হৃদয়ে টিম ইন্ডিয়া থাকলেও ইডেনের আবেগে যে রয়েছে ক্যারিবিয়ান ক্যালিপ্সোর আমেজ।

বিশ্বকাপ দলে থাকা ছেলেকে নিয়ে দুই গর্বিত পিতা

টেস্টে দেখে বৈভবকে ক্রিকেটার মানবেন

হারারে, ৭ ফেব্রুয়ারি : ভারতকে আরও একবার বিশ্বসেরা করে তৃপ্ত খেতাব জয়ের অন্যতম কারিগর বৈভব সূর্যবংশী।

১৪ বছর বয়সে যুব বিশ্বকাপ জয়। যে জয়ে বড় কৃতিত্ব রয়েছে বৈভবেরও। তাঁর আইপিএল দল রাজস্থান রয়্যালস সমাজমাধ্যমে একটি ভিডিও পোস্ট করেছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে, ট্রফি হাতে বাবার সঙ্গে কথা বলছেন বৈভব। তাকে দুইটি কথাও বলতে শোনা যায়, 'পাপা প্রণাম।' আরও একটি ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে বিশ্বকাপ জয়ের মুহূর্ত স্মরণীয় করে রাখতে সতীর্থদের নাচে-গানে মাতিয়ে দিয়েছে সে। পাঞ্জাবি গান চলছিল। তার মধ্যে বৈভব বলেন, 'পাঞ্জাবি গান বুঝতে পারছি না। ভোজপুরি গান চালাও।'

বৈভবের গর্বিত পিতা সঞ্জীব সূর্যবংশী বলেছেন, 'বৈভব ফোন করার পর চোখের জল ধরে রাখতে পারিনি। ও তখন সতীর্থদের সঙ্গে উচ্ছ্বাসে মেতে। তাই আমি বলি পরে কথা বলব। ওই মুহূর্তটা ওর কাছেও গর্বের। মুহূর্তগুলো উপভোগ করা উচিত।' ভবিষ্যতে লাল বলের ক্রিকেটেও জাতীয় দলে একইরকম দাপট নিয়ে খেলবে বৈভব, সেই স্বপ্ন দেখছেন তিনি। বলেছেন, 'সবে তো শুরু। অনেকটা পথ যেতে হবে বৈভবকে। যতদিন পর্যন্ত ও টেস্ট না খেলছে ততদিন আমি ওকে বড় ক্রিকেটার বলে মনে করব না।'

বৈভবকে ভারতের সিনিয়ার দলে খেলানোর জোড়ালো দাবি তুলেছেন অনেকেই। তবে এখনই তা তা সম্ভব নয়। বাধ সাধছে আইসিসি-র নিয়ম। নিয়ম অনুযায়ী ১৫ বছর বয়স না হলে সিনিয়ার দলে খেলানো যাবে না কোনও ক্রিকেটারকে। ফলে বিরাট কোহলি, সূর্যকুমার যাদবদের সঙ্গে জাতীয় দলে খেলার জন্য আরও একটা বছর অপেক্ষা করতে হবে বৈভবকে।

এদিকে, বিশ্বকাপজয়ী অনূর্ধ্ব-১৯ দলের জন্য সাড়ে সাত কোটি টাকা আর্থিক পুরস্কার ঘোষণা করেছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড।

অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ জয়ের ট্রফি হাতে বাবাকে ভিডিও কল বৈভব সূর্যবংশীর। হারারেতে।

সিলেবাসের বাইরের বিষয় ছিল, ঈশানের এই সুযোগ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে ভারতীয় দলের সঙ্গে ঈশান কিষান। শনিবার মুম্বইয়ে।

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি : ৬ বছরের আন্তর্জাতিক কেরিয়ার। সাফল্য যেমন পেয়েছেন, তেমনই হতাশার কানাগলিতেও ঘুরপাক খেয়েছে তাঁর কেরিয়ার। সেখান থেকে গত এক মাসে ১৮০ ডিগ্রি বদল। রাতারাতি টিম ইন্ডিয়ায় সুযোগ। সোজা টি২০ বিশ্বকাপের টিকিট! খুশির সঙ্গে যে ডাকে অবাকও হয়েছিলেন ঈশান কিষানের বাবা প্রণব পান্ডে! এদিন যে অনুভূতি ভাগ করে নিলেন সবার সঙ্গে। ঈশানের বাবার সাফ কথা, সুযোগ পাবে আশা করেননি। পুরোটাই একেবারে 'সিলেবাসের বাইরে'।

বাস্তববাদী প্রণব পান্ডে বলেছেন, 'তোমার কাজ তুমি করো। ভগবান যা দেওয়ার তা ঠিক দেবেন। গীতাতে এটাই লেখা রয়েছে। বিশ্বকাপে ও সুযোগ পাবে, ভাবনাটা একবারের জন্য মনে আসেনি। ঈশান ভালো ছন্দে ছিল। আমরা চেয়েছিলাম, ফর্মটা ও ধরে রাখুক। হয়তো কোনও দ্বিপাক্ষিক সিরিজে ঠিক ডাক পাবে। কিন্তু তা একেবারে বিশ্বকাপে! অবিশ্বাস্য। আমাদের কল্পনার বাইরে যা।' ঈশানের প্রতিক্রিয়াও মোটামুটি এক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভিযান শুরুর আগে ঈশানের বাবা প্রণবের মন্তব্য, 'জাতীয় দলের প্রত্যাবর্তন নিয়ে খুব একটা সিরিয়াস ছিল না ঈশানও। বিশ্বকাপে ডাক পাওয়ার বিষয়টা মাথায় ছিল না। ঘরোয়া ক্রিকেটে রানের মধ্যে ছিল। যা ধরে রাখার ওপর জোর দিয়েছিল। সেখানে জাতীয় দলে ফেরা, বিশ্বকাপ খেলা, অবিশ্বাস্য।'

মাঝে মেন্টাল হেলথ কন্ডিশনের কারণে ভুগতে হয়েছে। জাতীয় দল থেকে ছিটকে যাওয়া। বিতর্কে জড়িয়ে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের বিরাগভাজন হয়ে টিম ইন্ডিয়ার দরজা দীর্ঘদিন বন্ধ হয়ে যায়। কঠিন সময়ে গীতার শ্লোক থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর রসদ খুঁজেছেন ঈশান।

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিপাক্ষিক সিরিজে স্বমেজাজে ছিলেন। বিশ্বকাপে ঈশানের যে বিধ্বংসী মেজাজ বজায় থাকলে অ্যাডভান্টেজ ভারত।

নিউজিল্যান্ড বনাম আফগানিস্তান

স্যান্টনারদের পরীক্ষা নিতে প্রস্তুত রশিদরা

চেন্নাই, ৭ ফেব্রুয়ারি : 'গ্রুপ অফ ডেথ'। নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, আফগানিস্তানের সঙ্গে কানাডা ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। গ্রুপ 'ডি' থেকে কোন দুই দল পরের পর্বে পা রাখবে পূর্বাভাস করা মুশকিল। শুরুর আগেই উত্তেজক টক্করের সমস্ত রসদ মজুত। যে উত্তেজনার পারদ নিয়েই আগামীকাল 'গ্রুপ অফ ডেথ'-এর গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে মুখোমুখি নিউজিল্যান্ড-আফগানিস্তান।

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে রশিদ খানের দিকে তাকিয়ে আফগানিস্তান।

সংক্ষিপ্ত ফরম্যাট এবং উপমহাদেশের পরিবেশের নিরিখে রশিদ খানের টিম আফগান কিছুটা এগিয়ে। কিন্তু আইপিএলের সুবাদে চেন্নাইয়ের চিপক স্টেডিয়ামের পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল একঝাঁক কিউয়ি ক্রিকেটার। ফলে তাদেরও পিছিয়ে রাখা যাচ্ছে না। টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে ৫ ম্যাচের টি২০ সিরিজে ১-৪ ব্যবধানে হারলেও ভারতে হাতেগরম খেলার সুবিধা নিয়ে কাপ অভিযান শুরু করবে মিচেল স্যান্টনারের দল।

তুল্যমূল্য বিচারে উত্তেজক ম্যাচের অপেক্ষা। যে ম্যাচের ওপর অনেকাংশে নির্ভর করবে 'ডি' গ্রুপের ভাগ্য। চিপক স্টেডিয়ামে ভাগ্য গড়ার ম্যাচ জিতে শুরুতেই রিংটোন সেট করা— পাখির চোখ দুই শিবিরেরই। কারণ, জয় মানে গ্রুপে প্রথম দুই স্থানে থাকার রাস্তা অনেকটা মসৃণ হয়ে যাবে। নাহলে জটিল অঙ্ক, কঠিন পরিস্থিতি।

ওয়েস্টইন্ডিজ-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত ২০২৪ টি২০ বিশ্বকাপে গ্রুপ লিগে আফগানিস্তানের ছুটি করে দিয়েছিল কিউয়িরা। রবিবার যার পুনরাবৃত্তিতে বদ্ধপরিকর ব্ল্যাক ক্যাপসরা। ভারত সিরিজে গ্লেন ফিলিপস, ডেভন কনওয়ে, ড্যারিল মিচেলরা সাফল্য পেয়েছেন। আফগান-হার্ডল টপকাতে অবশ্য দলগত পারফরমেন্স দরকার।

চিপক স্পিন সহায়ক উইকেটে কারণে স্পিনের দ্বৈরথে ম্যাচের চাবিকাঠি লুকিয়ে থাকবে। রশিদ খান, মুজিব উর রহমান, নুর আহমদদের নিয়ে গড়া আফগান স্পিন ব্রিগেড পিচ থেকে সাহায্য ফেলে পরীক্ষা নেবে কিউয়ি ব্যাটারদের। জবাবে নিউজিল্যান্ডের অভিজ্ঞ স্পিনজুটি স্যান্টনার-ইশ সোধি।

লকি ফার্গুসন, ম্যাট হেনরিরা গতি আর সুইংয়ে ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দিতে পারে। রহমানুল্লাহ গুরবাজ, ইব্রাহিম জাদরান, আজমাতুল্লাহ ওমরজাই, মহম্মদ নবিরা কীভাবে তা সামলান, সেটাই দেখার। পরিসংখ্যান বলছে টি২০ ফর্ম্যাটে তিনবার মুখোমুখি হয়েছে আফগানিস্তান-নিউজিল্যান্ড। স্কোরলাইন ১-১। একটি ম্যাচে কোনও ফলাফল হয়নি।

আগামীকাল টাইভাঙার ম্যাচ। রশিদ নাকি স্যান্টনার— ম্যাচ শেষে কার মুখে হাসি থাকে সেটাই দেখার।

টি২০ বিশ্বকাপে আজ

ICC MEN'S T20 WORLD CUP INDIA & SRI LANKA 2026

নিউজিল্যান্ড বনাম আফগানিস্তান
সকাল ১১টা, চেন্নাই

ইংল্যান্ড বনাম নেপাল
বিকাল ৩টা, মুম্বই

শ্রীলঙ্কা বনাম আয়ারল্যান্ড
সন্ধ্যা ৭টা, কলম্বো

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

'ইন্ট্রা-স্কোয়াড' প্রস্তুতি ম্যাচে হ্যাটট্রিক দিমির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি : আইএসএল শুরুর আগে বাইরের কোনও দলের বিরুদ্ধে আর প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে না মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। কৌশল গোপন রাখতে নয়, যোগ্য দল না পাওয়ায় এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে সবুজ-মেরুন ম্যানেজমেন্ট। শনিবার বিকালে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন সংলগ্ন মাঠে নিজের দলকে দুইটি ভাগে ভাগ করে সব নিয়ম মেনে ৯০ মিনিটের প্রস্তুতি ম্যাচ খেলালেন সের্জিও লোবেরা। এই ম্যাচে ডাগআউট সামলালেন লোবেরার দুই সহকারী। আর স্প্যানিশ হেডকোচকে দেখা গেল অন্য ভূমিকায়। ভিডিও বিশ্লেষকের সঙ্গে বসে দলের ওপর নজর রাখলেন তিনি।

আগের প্রস্তুতি ম্যাচগুলোতে সেই অর্থে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয়নি জেমি ম্যাকলারেনকে। এদিন তাঁকে একদিকে রেখে উলটোদিকে শুভাশিস বসু, টম অ্যালড্রেড, মেহতাব সিং, টেকচাম অভিষেক সিংদের খেলান লোবেরা। এছাড়াও ওই দলে খেললেন আপুইয়া, অনিরুদ্ধ থাপা, রবসন রোবিনহো, লিস্টন কোলাসো, দিমিত্রিস পেত্রাতোস, জেসন কামিন্সরা। ম্যাচটি ৫-১ গোলে জেতেন শুভাশিস, রবসনরা। এদিন আরও একবার জ্বলে উঠলেন পেত্রাতোস। হ্যাটট্রিক করেন তিনি। বাকি দুইটি গোল লিস্টন ও অনিরুদ্ধের করা। পক্ষান্তরে একমাত্র গোলটি করেন ম্যাকলারেন।

> আরও ভালো ব্যাটিং করা উচিত ছিল আমাদের। দেখা যাক, কাল কী হয়।
>
> -লক্ষ্মীরতন শুক্লা

সুদীপের শতরানেও অস্বস্তিতে বাংলা

অন্ধ্রপ্রদেশ-২৯৫
বাংলা-১৯৯/৫
(দ্বিতীয় দিনের শেষে)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণী, ৭ ফেব্রুয়ারি : সেই চেনা রোগ। সেই চেনা ছবি!

দিন বদলায়। বছর ঘুরে যায়। কিন্তু বাংলার ব্যাটিং ব্যর্থতার ছবিটা বদলায় না। সঙ্গে অজুহাত হিসেবে সামনে আসে নানা কথা।

কখনও পিচ সহজ হয়ে যায়। কখনও বা সবুজ পিচ থেকে ঘাস নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। অন্ধ্রপ্রদেশের বিরুদ্ধে চলতি রনজি ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালের আসরেও সেই একই ছবি। বাংলার ব্যাটিং বিপর্যয়। গতকালের ২৬৪/৬ থেকে শুরু করে শনিবার মুকেশ কুমারের (৬৬/৫) দাপটে ২৯৫ রানে শেষ অন্ধ্রপ্রদেশের প্রথম ইনিংস। জবাবে ব্যাট করতে নেমে সুদীপকুমার ঘরামির (অপরাজিত ১১২) অসাধারণ শতরানের পরও অস্বস্তিতে বাংলা। দ্বিতীয় দিনের শেষে বাংলার স্কোর ১৯৯/৫। সুদীপের সঙ্গে ক্রিজে সুমন্ত গুপ্ত (অপরাজিত ২২)। এখনও ৯৬ রানে পিছিয়ে রীতিমতো অস্বস্তিতে টিম বাংলা। রবিবার তিন নম্বর দিনে সুদীপ-সুমন্তের জুটির দিকেই তাকিয়ে বাংলা।

শতরানের পথে দর্শনীয় শট সুদীপকুমার ঘরামির। কল্যাণীতে অন্ধ্রপ্রদেশের বিরুদ্ধে রনজির কোয়ার্টার ফাইনালে।

দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে একসঙ্গে দুইটি ঘটনা নজরে এসেছে। এক, কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা থমথমে মুখে সুমন্ত ও সাকির হাবিব গান্ধিকে নিয়ে মাঠের ধারের নেটে ঢুকে গেলেন। আলাদাভাবে কথা বললেন দুইজনের সঙ্গে। শুরু করলেন তাঁদের ব্যাটিং ক্লাস। দুই, অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ (১) মাঠের ধারে গোমড়া মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হয়তো ভাবছিলেন, ইনিংসের শুরুতেই কেন আচমকা আগ্রাসী শটটা মারতে গেলেন। নিশ্চিতভাবেই দুটো ছবিই বাংলা দলের জন্য প্রতীকী। হয়তো আগামীর ইঙ্গিতও। কারণ, এখনও ৯৬ রানে পিছিয়ে থাকা বাংলা কাল প্রথম ইনিংসের লিড না পেলে আরও চাপে পড়ে যাবে। কোচ লক্ষ্মীরতনও একই কথা বলছিলেন। বাংলা কোচের কথায়, 'কাল সতর্কভাবে ব্যাটিং করতে হবে আমাদের। অন্তত দুটো সেশন ব্যাটিং করতে পারলে বড় রান এখনও সম্ভব।'

পিচ নিয়ে অভিযোগ রয়েছে বাংলা দলের অন্দরে। সরাসরি মুখ খুলছেন না কেউ। বলা হচ্ছে, খেলা শুরুর আগে সবুজ পিচের কথা বলা হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু খেলা শুরুর সময় পিচের সেই ঘাস উধাও হয়ে গিয়েছে। যতটা পড়ে রয়েছে, সেটা প্রাণহীন মরা ঘাস। সঙ্গে পিচে জল না দেওয়ার অভিযোগও রয়েছে বাংলা শিবিরে। এমন অবস্থায় ঘরের মাঠে হোম অ্যাডভান্টেজ হারাচ্ছে টিম বাংলা। সরাসরি অবশ্য কেউ মুখ খুলতে চাইছেন না। নাম না লেখার শর্তে দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষের পর বাংলা শিবিরের এক প্রতিনিধি বলছিলেন, 'ঘরের মাঠে হোম অ্যাডভান্টেজ পেলাম না আমরা।' প্রশ্ন হল, হোম অ্যাডভান্টেজ না পাওয়ার পরও বাংলা দলের ব্যাটারদের ব্যাটিং ব্যর্থতার যুক্তি কী? অধিনায়ক অভিমন্যু, ওপেনার সুদীপ চট্টোপাধ্যায় (১৩), অভিজ্ঞ অনুষ্টুপ মজুমদার (৯), ফর্মে থাকা শাহবাজ আহমেদরা (৫) সকলেই উইকেট উপহার দিয়েছেন অন্ধ্রপ্রদেশকে। দলের ব্যাটিং ব্যর্থতার কথা কোচ লক্ষ্মীরতনও স্বীকার করে নিয়েছেন। বলেছেন, 'আরও ভালো ব্যাটিং করা উচিত ছিল আমাদের। দেখা যাক, কাল কী হয়।' এদিকে, অন্ধ্রপ্রদেশ দলের অন্যতম তারকা কোনা শ্রীকর ভরতের কুঁচকিতে চোট রয়েছে। এই চোটের কারণে আজ সারাদিন উইকেটকিপিং করেননি তিনি।

লাল-হলুদ অনুশীলনে ইউসেফ

কলকাতা পৌঁছে লাল-হলুদ সমর্থকদের উদ্দেশে বার্তা ইউসেফ এজেজ্জারির। শেষবার তিনি মাঠে নেমেছিলেন ১৭ জানুয়ারি।

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি : শুক্রবার রাতে কলকাতায় এসেছেন। শনিবার বিকেলেই দলের সঙ্গে প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন ইস্টবেঙ্গলের নতুন বিদেশি স্ট্রাইকার ইউসেফ এজেজ্জারি।

এদিন শুরুর দিকে আলাদা অনুশীলন করলেও পরে মূল দলের সঙ্গে গা ঘামিয়েছেন তিনি। রবিবার দুপুরে নিজেদের মাঠে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে ইস্টবেঙ্গল। ওই ম্যাচে অল্প সময়ের জন্য হলেও ইউসেফকে মাঠে নামাতে পারেন

আজ প্রস্তুতি ম্যাচে
ইস্টবেঙ্গল-মহমেডান

লাল-হলুদ কোচ অস্কার ব্রুজোঁ। আসলে সিঙ্গাপুর প্রিমিয়ার লিগে খেলছিলেন ইউসেফ। শেষ ম্যাচ খেলেছেন ১৭ জানুয়ারি। ওই ম্যাচে গোলও করেছিলেন তিনি। এমনকি ২৬ জানুয়ারির ম্যাচেও দলে ছিলেন। ফলে তাঁকে ম্যাচ ফিট করতে বাড়তি সময় খরচ করতে হবে না।

এদিকে, রবিবারের ইস্টবেঙ্গল-মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ম্যাচটি সমর্থকদের জন্য গ্যালারিতে বসে দেখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রবেশ অবাধ। খেলা শুরু হবে দুপুর তিনটেয়।

সূর্যের তেজে ছারখার মার্কিনরা

ভারত-১৬১/৯
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-১৩২/৮

মুম্বই, ৭ ফেব্রুয়ারি : ডেলিভারি যেমনই হোক না কেন, বলকে বাউন্ডারির বাইরে পাঠাব নিজের স্টাইলে। বিপক্ষ বোলারকে শাসন করব নিজস্ব স্টাইলে। এমন সব শট মারব, ক্রিকেটীয় ব্যাকরণে যার ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যাবে না। শট খেলতে গিয়ে বাইশ গজে গড়াগড়ি খাব, কুছ পরোয়া নেহি। কিন্তু বল যেন বাউন্ডারির বাইরে যায়।

কিছুটা মন্থর পিচ। ডাবল পেসড বললেও ভুল হবে না খুব একটা। শুরুর দিকে বল সামান্য হলেও নড়াচড়া করছিল। সময়ের সঙ্গে মন্থর হয়ে যায় ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের বাইশ গজ। আর সেই পিচে গতির হেরফের, কাটার-ঘূর্ণির মিশ্রণে ভারতকে চাপে ফেলার ফাঁদ পেতেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। অভিষেক শর্মা (০), ঈশান কিষান (২০), তিলক ভার্মা (২৫), রিঙ্কু সিং (৬), অক্ষর প্যাটেলরা (১৪) সেই ফাঁদে পা দিয়েও ফেলেছিলেন। টসে হেরে ব্যাট করতে নেমে নিয়মিত ব্যবধানে ওয়াংখেড়ের বাইশ গজে উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে গিয়েছিল টিম ইন্ডিয়া।

চাপের 'মার্কিন সাগর' থেকে দলকে ভাসিয়ে তুললেন অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব (৪৯ বলে অপরাজিত ৮৪)। ওয়াংখেড়ের কঠিন বাইশ গজে কীভাবে ব্যাটিং করতে হয়, দেখালেন সতীর্থদের। সঙ্গে টিম ইন্ডিয়ার স্কোরটা ১৬১/৯-এ পৌঁছেও দিলেন। একটা সময় ভারতের রান ১২০ হবে কিনা, আলোচনা চলছিল। সেই রানটাই এমন জায়গায় পৌঁছে দিলেন স্কাই, যেখান থেকে শুধুই সাফল্যের স্বপ্ন দেখা যায়। এগিয়ে চলার শপথ নেওয়া যায়। জবাবে ভারতের রান তাড়া করতে নেমে স্কাইয়ের গড়ে দেওয়া মঞ্চে ভারতীয় বোলারদের শৃঙ্খলার বোলিং। অর্শদীপ সিং (১৮/২), মহম্মদ সিরাজ (২৯/৩), বরুণ চক্রবর্তীরা (২৪/১) দেখালেন ব্যাটাররা রান করতে পারলে তাঁরা বল নিয়ে দলকে ভরসা দিতে তৈরি। রাতের মুম্বইয়ে সূর্যোদয়ের পর বোলারদের শাসনে ২৯ রানে ম্যাচ জিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দখল নিয়ে কুড়ির বিশ্বকাপের জয়যাত্রা শুরু করল টিম ইন্ডিয়া। ভারতের ১৬১/৯-এর সামনে ১৩২-৮-এর বেশি করতে পারেনি মার্কিনরা।

৪ উইকেট নেওয়া স্যাডলে ভ্যান স্কালউইককে ঘিরে উচ্ছ্বাস সতীর্থদের।

২০২৪ সালে শেষ টি২০ বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল টিম ইন্ডিয়া। আজ ওয়াংখেড়েতে খেলা শুরুর আগে রোহিত শর্মা যখন ট্রফি হাতে মাঠে ঢুকলেন, ট্রফি সাজিয়ে রাখলেন, দেখে মনে হচ্ছিল হিটম্যান নিজের ঘরের মাঠে কুড়ির বিশ্বকাপকে 'মিস' করতে শুরু করেছেন। অথচ, তিনি এখন কুড়ির ক্রিকেটে প্রাক্তনদের দলে। চলতি টি২০ বিশ্বকাপের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডরও। হিটম্যানের মনের অন্দরে ঠিক কী চলছিল, হয়তো সেটা কোনওদিনও জানা যাবে না। ঘরের মাঠে এভারেস্ট সমান সাফল্যের প্রত্যাশা নিয়ে টসে হেরে অভিষেক-ঈশান জুটি যখন ব্যাট করতে নামলেন, তখনও বোঝা যায়নি পরের কয়েক ঘণ্টায় কী ম্যাজিক দেখতে চলেছে ক্রিকেট দুনিয়া। দুই বছর আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে টি২০ বিশ্বকাপের আসরও ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলেছিল ডোনাল্ড ট্রাম্পের দেশ। জিততে না পারলেও নিশ্চিতভাবেই ভারত-পাক মিশ্রণে গড়া মার্কিন দলের মাঝের সময়ে অভিজ্ঞতা বেড়েছে। সাফল্যের স্বপ্ন দেখা শুরু করেছে তারা।

প্রতিপক্ষ হিসেবে এমন দল সবসময়ই বিপজ্জনক। কারণ, সফল হতে হলে বা ক্রিকেটে কিছু করে দেখাতে হলে ভারতের বিরুদ্ধে সফল হতে হবে, এই কথা আজ সবারই জানা। তাই স্যাডলে ভ্যান স্কালউইক (২৫/৪), হরমিত সিংরা (২৬/২) প্রতিজ্ঞ করেছিলেন নিজেদের ছাপিয়ে যেতে। প্রাথমিকভাবে সফলও হয়েছিলেন ট্রাম্পের দেশের বোলাররা। কিন্তু সূর্যের ব্যাটিং স্কিল সম্পর্কে তাঁদের বোধহয় স্পষ্ট ধারণা ছিল না। থাকলে স্কাইকে থামাতে ইয়র্কার ও শট বলের থিয়োরি প্রয়োগ করতে পারতেন তাঁরা। যদিও নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে শেষ সিরিজে ছন্দে ফেরা সূর্যও সময়ের সঙ্গে এখন অনেক পরিণত। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। হেলিকপ্টার শট, কবজির মোচড়ে অফস্টাম্পের বলকে স্কোয়ার লেগ বা মিড উইকেটের উপর দিয়ে গ্যালারিতে পাঠিয়ে দেওয়া পরিণত ৩৬০ ডিগ্রি ক্রিকেটার। সঙ্গে নেতৃত্বের দায়ভারও রয়েছে।

জসপ্রীত বুমরাহ অসুস্থ। সেই অসুস্থতার কারণেই বুমরাহ আজ ভারতীয় দলের প্রথম একাদশে ছিলেন না। বদলে হর্ষিত রানার পরিবর্ত হিসেবে দলে ডাক পেয়েই মাঠে নামার সুযোগ পেলেন সিরাজ। দীর্ঘসময় পর আন্তর্জাতিক টি২০ খেলতে নেমে সিরাজ বুমরাহর অভাব যেমন ঢাকলেন। তেমনই অর্শদীপের সঙ্গে বোলিং ওপেন করে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকে বার্তাও দিলেন, ম্যায় হুঁ না।

শুরুর ধাক্কা সামলে অদ্ভুতুড়ে শটে দলকে লড়াইয়ে ফেরান সূর্যকুমার যাদব।

ফাহিমের ব্যাটে কষ্ট করে জয় পাকিস্তানের

নেদারল্যান্ডস-১৪৭
পাকিস্তান-১৪৮/৭
(১৯.৩ ওভারে)

কলম্বো, ৭ ফেব্রুয়ারি : রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ। কষ্টার্জিত জয়।

কুড়ির বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচেই অঘটনের আবহ তৈরি হয়েছিল। শেষপর্যন্ত অঘটন ঘটেনি। নেদারল্যান্ডসকে ৩ বল বাকি থাকতে ৩ উইকেটে হারিয়ে টি২০ বিশ্বকাপের প্রথম জয় পেল পাকিস্তান। ম্যাচের নায়ক পাকিস্তানের ফাহিম আশরফ। ১১ বলে অপরাজিত ২৯ রানের ইনিংস খেলে নেদারল্যান্ডসের অঘটন রুখে পাক শিবিরে স্বস্তি ফেরালেন ফাহিম। প্রথমে ব্যাটিং করে নেদারল্যান্ডস করেছিল ১৪৭। জবাবে রান তাড়া করতে নেমে অধিনায়ক সলমন আলি আঘা (১২), বাবর আজমদের (১৫) ব্যাটিং ব্যর্থতায় ১১৪/৭ হয়ে গিয়েছিল পাকিস্তান। রক্তচাপ বেড়ে গিয়েছিল পাকিস্তান সাজঘরে। শেষপর্যন্ত পরিস্থিতি সামাল দেন ফাহিম। দলের জয়ের লক্ষ্যে আগ্রাসী ব্যাটিং করতে গিয়ে একবার জীবনও পেয়েছিলেন ফাহিম। দলকে জিতিয়ে ম্যাচ সেরার সম্মান পেয়ে ফাহিম বলেছেন, 'এমন অবস্থার অভিজ্ঞতা আমাদের রয়েছে। রক্তচাপ বাড়া-কমার ঘটনার মধ্যে দিয়ে আগেও গিয়েছি আমরা। বিষয়টা নতুন কিছু নয়।' ফাহিমের প্রশংসা শোনা গিয়েছে পাক অধিনায়ক সলমনের গলাতেও। ম্যাচ শেষে তিনি বলেছেন, 'ফাহিমের প্রশংসা করতেই হবে। চাপ তৈরি হয়েছিল আমাদের উপর। দারুণভাবে ম্যাচটা বার করেছে ও।'

ম্যাচ জিতিয়ে ফেরা ফাহিম আশরফকে বাহবা সলমন আলি আঘার।

কষ্টার্জিত জয় দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরুর পর প্রশ্ন উঠেছে, পাকিস্তান যদি ম্যাচটা হেরে যেত, তাহলে কী হত। ১৫ ফেব্রুয়ারি কলম্বোয় টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচ কি তখন খেলার সিদ্ধান্ত নিত পাকিস্তান? জবাব নেই কোথাও। হয়তো পাকিস্তান ম্যাচ হারেনি। কিন্তু দলের ব্যাটিং নিয়ে প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। নেদারল্যান্ডসের মতো দলের বিরুদ্ধে এমন অবস্থা হলে বিশ্বকাপের বাকি ম্যাচে কী হবে বাবরদের, চলছে জল্পনা।

ভারত ম্যাচ বয়কটের সিদ্ধান্ত সামনে আসার পর থেকেই নানাদিক থেকে চাপে পড়েছে পাকিস্তান। আইসিসি তো আছেই, চিঠি দিয়ে পরোক্ষ হুমকি দিয়েছে শ্রীলঙ্কাও। এই আবহেই পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে আবার আলোচনায় বসতে চলেছে সেদেশের ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের সভাপতি শাম্মি সিলভা নাকি পাক বোর্ডকে ভারত ম্যাচ বয়কটে হওয়া তাদের ক্ষতি আটকাতে এগিয়ে আসার কথা বলেছেন। পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নকভি ক্রিকেট শ্রীলঙ্কাকে আশ্বাসও দিয়েছেন, তিনি বিষয়টি নিয়ে পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে কথা বলবেন।

গতবছর টি২০ বিশ্বকাপ জিতেছেন। এবার বিশ্বকাপের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর। ওয়াংখেড়েতে ট্রফি রাখছেন রোহিত শর্মা।

রুপোলি পর্দার ধোনিই বদলে দেয় জীবন

হোটেলের রান্নাঘর থেকে পাক দলের 'রহস্যময়' স্পিনার উসমান

কলম্বো, ৭ ফেব্রুয়ারি : অনেক প্রতিকূলতা পেরিয়ে এবারের টি২০ বিশ্বকাপে পাকিস্তান দলে ডাক পেয়েছে এক রহস্যময় স্পিনার। নাম উসমান তারিক। তবে বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে সুযোগ প্রথম একাদশে ছিলেন না উসমান তারিক।

সুযোগ না পেলেও হাল ছাড়ছেন না উসমান। তাঁর জীবনটাই যেন কোনও থ্রিলার সিনেমার চিত্রনাট্য। তবে এই লড়াইয়ের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল একটি ভারতীয় সিনেমাই— 'এমএস ধোনি : দ্য আনটোল্ড স্টোরি'। খড়্গপুর স্টেশনে ট্রেনের অপেক্ষায় বসে থাকা ধোনির সেই দৃশ্য দেখেই উসমান ঠিক করেছিলেন, কারখানার লজিস্টিক বিভাগের কাজ ছেড়ে তিনি ক্রিকেটের মাঠেই ফিরবেন। বাকিটা ইতিহাস।

উসমানের লড়াইটা শুরু হয়েছিল খুব অল্প বয়সে বাবা হারানোর পর। পরিবারের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে পাড়ি দিয়েছিলেন দুবাইয়ে। সেখানে একটি হোটেলে একটানা দাঁড়িয়ে পেঁয়াজ কাটার কাজ করতেন তিনি। পরে দুবাইয়ের এক অটোমোবাইল কারখানায় কাজ করার সময় তিনি দেখেন ধোনির বায়োপিক। ট্রেনের চাকায় ধোনির স্বপ্ন খুঁজে পাওয়ার দৃশ্যটি উসমানকে মনে করিয়ে দেয় তাঁর নিজের প্রতিভার কথা। ১০ বছর আগের সেই জেদই আজ তাঁকে লাহোরের গদ্দাফি স্টেডিয়াম থেকে বিশ্বমঞ্চে পৌঁছে দিয়েছে।

> ধোনির বায়োপিক দেখার পর আমাকে ভাই বলেছিল, আমার জীবনের সঙ্গে এই সিনেমার মিল রয়েছে। ভাইয়ের মনে সবসময় নিজেকে প্রমাণ করার তাগিদ ছিল। এটাই ওর সাফল্যের রহস্য।
>
> **-হাসিব-উর-রহমান**
> উসমান তারিকের দাদা

বোলিং অ্যাকশন নিয়ে প্রশ্ন উঠলেও ভেঙে পড়েননি উসমান তারিক।

উসমানের বোলিং অ্যাকশন নিয়ে বর্তমানে ক্রিকেট বিশ্বে জোর চর্চা। লাসিথ মালিঙ্গার মতো স্লিং-আর্ম অ্যাকশন, অথচ ডেলিভারির ঠিক আগে হঠাৎই থমকে যান কয়েক সেকেন্ডের জন্য। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সদ্য সমাপ্ত সিরিজে ক্যামেরন গ্রিনকে আউট করার পর অজি ব্যাটার আঙুল তুলেছিলেন উসমানের অ্যাকশন নিয়ে। যদিও উসমান রসিকতা করেই তার জবাব দিয়েছেন। তবে এই বাঁকা হাতের রহস্য ফাঁস করতে গিয়ে উসমান জানিয়েছেন, এটি তাঁর জন্মগত শারীরিক গঠন। তাঁর ডান হাতের কনুইয়ে একটির বদলে দুইটি 'জয়েন্ট' বা কোণ রয়েছে, ফলে হাত পুরোপুরি সোজা হয় না। আইসিসি এবং পিসিবি-র ল্যাবে দুইবার পরীক্ষা দিয়ে ইতিমধ্যেই 'ক্লিনচিট' পেয়েছেন এই ৩০ বছর বয়সি স্পিনার।

উসমানের সাফল্যের নেপথ্যে রয়েছেন তাঁর তুতো ভাই হাসিব-উর-রহমান। একটা সময় নিজের বেতন থেকে টাকা কেটে উসমানকে সাহায্য করার চেষ্টা করতেন তিনি। নিজের ভাইয়ের সম্পর্কে বলতে গিয়ে হাসিব বলেছেন, 'ধোনির বায়োপিক দেখার পর আমাকে ভাই বলেছিল, আমার জীবনের সঙ্গে এই সিনেমার মিল রয়েছে। ভাইয়ের মনে সবসময় নিজেকে প্রমাণ করার তাগিদ ছিল। এটাই ওর সাফল্যের রহস্য।' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাইনর লিগ ক্রিকেট এবং ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উইকেট সংগ্রাহক হওয়ার পরেই পাকিস্তান নির্বাচকদের নজরে আসেন হাসিব। তারপর আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তাঁকে। এখন তো পাকিস্তান দলের অন্যতম তুরুপের তাস তিনি।

জানতাম ফারাক গড়তে পারব, বলছেন স্কাই

মুম্বই, ৭ ফেব্রুয়ারি : চাপ তৈরি হয়েছিল। সতীর্থরা শুরুতে তাঁদের কাজটা করতে পারেননি। যার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ম্যাচে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সময় ৭৭/৬ হয়ে গিয়েছিল টিম ইন্ডিয়া।

কিন্তু তিনি, ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব হাল ছাড়েননি। শেষপর্যন্ত উইকেটে পড়েছিলেন। দলের রান পৌঁছে দিয়েছিলেন ১৬১-র নিরাপদ স্কোরে। ৪৯ বলে অপরাজিত ৮৪ রানের ইনিংস খেলে তৈরি করে দিয়েছিলেন জয়ের মঞ্চ। আর সেই মঞ্চেই দলকে জিতিয়ে ম্যাচ সেরার পুরস্কার নিয়ে একসঙ্গে জোড়া দিক তুলে ধরেছেন ভারত অধিনায়ক। এক, টি২০ বিশ্বকাপের আসরে ১২ ফেব্রুয়ারি নামিবিয়ার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচের আগে ফিট হয়ে স্কোয়াডে যোগ দিচ্ছেন অলরাউন্ডার ওয়াশিংটন সুন্দর। দুই, স্কাই জানতেন তিনি শেষপর্যন্ত বাইশ গজে টিকে থাকতে পারলে দুই দলের মধ্যে ফারাক গড়ে দিতে পারবেন। বাস্তবে ঠিক সেটাই হয়েছে। স্কোরবোর্ডই বলে দিচ্ছে, ভারতের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দখলের নেপথ্যে অধিনায়ক সূর্যকুমার। ম্যাচ সেরার পুরস্কার নিয়ে স্কাই বলেছেন, 'ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের পিচটা একটু অন্যরকম। আসলে প্রবল গরমের জন্যই হয়তো পিচটা এমন মনে হয়েছে। ১৪০ রানের পিচ ছিল। মুম্বইয়ে ছোট থেকে এমন পিচে বহু ম্যাচ খেলেছি আমি। জানতাম, শেষপর্যন্ত উইকেটে থাকতে পারলে ফারাক গড়ে দিতে পারব।' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ২০২৪ সালের টি২০ বিশ্বকাপের আসরেও খেলেছিল টিম ইন্ডিয়া। সেই ম্যাচেও রান করেছিলেন স্কাই। জিতেছিল ভারত। আজও একই ছবি। ভারত অধিনায়কের কথায়, '২০২৫ সালটা ভালো যায়নি আমার। নতুন বছর শুরুর শুরুর আগে ক্রিকেট থেকে সামান্য বিরতি নিয়েছিলাম। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আরও তাজা হলে নাগপুরে নিউজিল্যান্ড সিরিজে নামি। তারপর থেকেই ছন্দে রয়েছি। এই ছন্দ ধরে রাখতে হবে।'

দিল্লিতে স্কোয়াডে ফিরছেন ওয়াশিংটন

মুম্বইয়ের প্রবল গরম আবহাওয়ার কারণেই জসপ্রীত বুমরাহ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। অভিষেক শর্মারও শরীর ভালো নয়। ব্যাটিং করে রান পাননি। পরে ফিল্ডিংয়ের সময় অভিষেক মাঠে ছিলেন না। এমন অবস্থার মধ্যে ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য সুখবর শুনিয়েছেন স্কাই। ভারত অধিনায়কের কথায়, 'ওয়াশিংটন ফিট। দিল্লিতে দ্বিতীয় ম্যাচের আগেই স্কোয়াডে যোগ দিচ্ছে ও।'

যুব ডার্বির রং আবারও লাল-হলুদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি : দুই সপ্তাহের মধ্যে দুইবার যুব ডার্বি জিতল ইস্টবেঙ্গল।

গত ২৫ জানুয়ারি রিলায়েন্স ফাউন্ডেশন ডেভেলপমেন্ট লিগের (আরএফডিএল) আঞ্চলিক যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগানকে ২-০ গোলে হারিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। শনিবার জোনাল পর্বের ম্যাচে ১-০ গোলে জয় লাল-হলুদ শিবিরের।

শুরু থেকেই ম্যাচের রাশ নিজেদের হাতে রেখেছিল ইস্টবেঙ্গল। দেবজিৎ রায়, ভানলালপেকা গুইতেরা কার্যত মোহনবাগান রক্ষণের নাভিশ্বাস তুলে দেন। ম্যাচের জয়সূচক গোলটি আসে ৫৭ মিনিটে। দুরন্ত গতিতে বক্সে ঢুকে অনবদ্য ফিনিশ করে যান রোমিন গোলদার। বাগান গোলরক্ষক প্রিয়াংশ দুবে বেশ কয়েকটি সেভ করায় গোলের ব্যবধান বাড়েনি।

এদিন মোহনবাগানের বিরুদ্ধে গোল করে আবেগে ভাসছেন ম্যাচের নায়ক রোমিন। বলেছেন, 'আমি ছোট থেকে ইস্টবেঙ্গল সমর্থক। মোহনবাগানের বিরুদ্ধে গোল করাটা আমার স্বপ্ন ছিল। সেটাই পূরণ হয়েছে। দলকে জেতাতে পেরে ভালো লাগছে।' ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ও সুনীল ছেত্রীর অন্ধভক্ত রোমিনের লক্ষ্য সিনিয়ার দলের জার্সি গায়ে চাপানো। এদিন আরএফডিএলের অপর ম্যাচে রাজস্থান ইউনাইটেডকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে ডায়মন্ড হারবার এফসি। বাংলার দুই প্রধানের সঙ্গে কিবু ভিকুনার দলও জাতীয় পর্যায়ে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

।। স্মরণে ।।
ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি

অঞ্জলি রানী দেব ঘোষ (বেবী)
আসা : 14-10-48
যাওয়া : 5-2-26

'কাছে আসা নিশ্বাস তোমার
স্পন্দিত করেছ জানি
আমার গুণ্ঠনখানি
কাঁদায়েছে সেতারের তার।'

হতভাগ্য স্বামী - দীপঙ্কর ঘোষ
ভালোবাসার ধন - দীপায়ন সরকার, দেবস্মিতা সরকার, ধীমান সরকার, নীতা সরকার, সুদীপ্ত ঘোষ, সুপ্রিয় ঘোষ।
নেতাজী রোড, নিউ টাউন, কোচবিহার।

এখনও অগোছাল আইএসএল প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি : লিগ শুরু হতে আর বাকি মাত্র এক সপ্তাহ। এদিন গভীর রাতে সরকারিভাবে দেওয়া হল ক্রীড়াসূচি।

১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে এবারের ইন্ডিয়ান সুপার লিগ। কিন্তু এখনও সরকারিভাবে লিগ কমিশনার নিয়োগ হয়নি। নিযুক্ত হননি লিগের অপারেশন্স ম্যানেজারও। শোনা যাচ্ছে শনিবার নাকি মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সিইও নাকি ওই পদে আসতে চলেছেন। তাহলেও লিগ চালাতে যে পরিমাণ লোক প্রয়োজন, তাঁদের কাউকেই এখনও নেওয়া হয়নি। এদিন দেখা গেল সম্ভাব্য সূচির সঙ্গে সরকারিভাবে দেওয়া সূচি মোটামুটি এক। শুধু বদলেছে কিছু ঘরে-বাইরের ম্যাচ। বেশ কিছু ক্লাবের স্টেডিয়াম ঠিক না হওয়াই নাকি এতদিন সূচি প্রকাশ না হওয়ার প্রধান কারণ। যেমন কেরালা ব্লাস্টার্স প্রথমে কোচির নেহরু স্টেডিয়াম থেকে কালিকটের ইএমএস স্টেডিয়ামে চলে যাওয়ার কথা থাকলেও সেই মাঠ তৈরি নয়। ফলে আবার কেরালা ফিরছে কোচির মাঠেই। তেমনি মহমেডান কোথায় হোম ম্যাচ খেলবে সেই নিয়ে সমস্যা ছিল। এদিন প্রকাশিত সূচিতে সাদা-কালো শিবিরের খেলা দেওয়া হয়েছে কিশোরভারতী ক্রীড়াঙ্গনে। একই মাঠে খেলবে ইস্টবেঙ্গলও। সূত্রের খবর, সোমবার থেকে লিগের কাজ জোরকদমে শুরু হয়ে যাবে। ফ্যানকোড স্বত্ব নিলেও এখনও কোনও টেলিভিশন সম্প্রচারকারীর নাম জানা যায়নি। তবে ফ্যানকোড নাকি স্থানীয় পর্যায়ে সম্প্রচারকারী চ্যানেলের সঙ্গে কথা বলছে। যার মধ্যে বাংলা, মালওয়ালি, মারাঠি ভাষায় সম্প্রচারের ব্যাপারে কথা অনেকটাই এগিয়েছে বলে খবর।

সরকারিভাবে সূচি প্রকাশ হল

বাংলাদেশকে হারিয়ে সাফ জয় ভারতের

পোখরা, ৭ ফেব্রুয়ারি : অনূর্ধ্ব-১৯ মহিলা সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের খেতাব জিতল ভারত। ফাইনালে অনূর্ধ্ব-১৭ ভারতীয় দল ৪-০ গোলে হারাল বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলকে। প্রস্তুতির অংশ হিসেবে বড়দের টুর্নামেন্টে অনূর্ধ্ব-১৭ দল খেলাচ্ছে এআইএফএফ। ম্যাচের ৪২ মিনিটে জুলান নংমাইথেম ভারতের হয়ে প্রথম গোল করে। দ্বিতীয়ার্ধে পেনাল্টি থেকে এলিজাবেথ লাকরা ব্যবধান বাড়ায়। এরপর পার্ল ফার্নান্ডেজ ও অন্বিতা রাঘুরামন আরও দুইটি গোল করে বাংলাদেশের সব প্রতিরোধ ভেঙে দেয়। গ্রুপ পর্বে হারের বদলা নিয়ে শিরোপা জিতল ভারত।

সুদীপের শতরানেও অস্বস্তিতে বাংলা
-খবর উনিশের পাতায়

ক্যারিক জমানায় ছুটছে ম্যান ইউ

লন্ডন, ৭ ফেব্রুয়ারি : টানা চার ম্যাচে জয়। ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে 'ক্যারিক ম্যাজিক' চলছে। শনিবার ঘরের মাঠে টটেনহাম হটস্পার্সকে ২-০ গোলে বিধ্বস্ত করেছে রেড ডেভিলস। মাইকেল ক্যারিকের স্পর্শে যেন বদলে গিয়েছে লাল ম্যাঞ্চেস্টার। স্যর অ্যালেক্স ফার্গুসনের প্রাক্তন ছাত্র মাঝ মরশুমেই লিগ জয়ের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন সমর্থকদের। এদিন ম্যাচের ২৯ মিনিটেই ক্রিশ্চিয়ান রোমেরো লাল কার্ড দেখায় বাকি সময় দশজনে খেলতে হয় স্পার্সকে। ম্যাচের ৩৮ মিনিটে প্রথম গোলটি করে যান ব্রায়ান এমবেউমো। ৮১ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান দলের প্রাণভোমরা ব্রুনো ফার্নান্ডেজ। আপাতত এই জয়ের সুবাদে ২৫ ম্যাচে ৪৪ পয়েন্ট পেয়েছে লাল ম্যাঞ্চেস্টার। তাদের পরের ম্যাচ ওয়েস্ট হ্যামের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে, ঘরের মাঠে আর্সেনাল ৩-০ গোলে হারিয়েছে সান্ডারল্যান্ডকে। ৪২ মিনিটে গোলমুখ খোলেন মার্টিন জুবিমেন্ডি। ভিক্টর গোয়েকেরেস ৬৬ এবং দ্বিতীয়ার্ধের অতিরিক্ত সময়ে জোড়া গোল করে মিকেল আর্তেতার দলের জয় নিশ্চিত করেন। ২৫ ম্যাচে ৫৬ পয়েন্ট নিয়ে লিগ শীর্ষে রইল আর্সেনাল। চেলসি ৩-১ গোলে হারিয়েছে উলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্সকে। হ্যাটট্রিক করেন কোল পামার। যার মধ্যে দুইটি গোল এসেছে পেনাল্টি থেকে। উলভসের একমাত্র গোল টোলু আরোকোডারের।

লা লিগার ম্যাচে বার্সেলোনা ৩-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে মায়োরকাকে। ঘরের মাঠে ২৯ মিনিটে কাতালান ক্লাবটিকে এগিয়ে দেন রবার্ট লেওয়ানডস্কি। ৬১ মিনিটে লামিনে ইয়ামাল এবং ৮৩ মিনিটে মার্ক বের্নালের গোলে জয় নিশ্চিত করে বার্সা।

উত্তরের খেলা

দাদাভাইয়ের ক্যারম শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৭ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়ি জেলা ক্যারম (২৯ ইঞ্চি) সংস্থার সহযোগিতায় দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের তন্ময় মুখোপাধ্যায় ট্রফি জেলা ক্যারম শনিবার শুরু হয়েছে। জুনিয়ার ছেলেদের সিঙ্গলসে ফাইনালে উঠেছে পৃথ্বী সাহা ও শুভম দাস। ওপেন ডাবলসে সৌম্যজিৎ চক্রবর্তী-সৃজিৎ সাহা চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। ফাইনালে তাঁরা হারিয়েছেন সঞ্জয় সরকার-রাজ হাজরাকে। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের কার্যনির্বাহী সভাপতি জয়ন্ত সাহা। উপস্থিত ছিলেন দাদাভাইয়ের সভাপতি শ্যামল গুহ, সচিব বাবুল পালচৌধুরী প্রমুখ।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন
দক্ষিণ ২৪ পরগণা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা - এর একজন বাসিন্দা সঞ্জয় কুমার শাও - কে 11.11.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 5 3 G

45880 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এই জয় প্রমান করে যে সুযোগের জন্য সবসময় বড় বিনিয়োগের প্রয়োজন হয় না। ডিয়ার লটারি আমাকে সত্যিকার অর্থে উল্লেখযোগ্য কিছু অর্জনের সুযোগ দিয়েছে। এক কোটি টাকা জেতা আমাকে উচ্চ লক্ষ্য অর্জন এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরনা যুগিয়েছে। এটি সম্ভব করার জন্য ডিয়ার লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়, তাই এর স্বচ্ছতা প্রমাণিত।
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।